পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 285 Monday, 15 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৮৫ সংখ্যা ❋ ২৯ ভাদ্র ১৪৩২, সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘এসআইআর পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না সুপ্রিম কোর্ট!’

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ‘দেশজুড়ে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা’ (এসআইআর) করানো আমাদের বিশেষ অধিকার। শীর্ষ আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।’ সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। স্পষ্ট ভাষায় কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, যদি শীর্ষ আদালত এই বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেয় তবে সেটা কমিশনের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়। সেখানে শীর্ষ আদালতের কাছে তিনি আবেদন জানান, ‘ভারতর যে কোনও নির্বাচনের আগে এসআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হোক। যাতে দেশের রাজনীতি ও অন্যান্য নীতি নির্ধারণের অধিকার শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের হাতে থাকে।’ তবে আদালত এমন কোনও নির্দেশ দিক তা একেবারেই চায় না দেশের নির্বাচন কমিশন। তার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতে পাল্টা হলফনামা পেশ করে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, দেশজুড়ে পর্যায়ক্রমে এসআইআর পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক অধিকার। তাই, আদালত এইভাবে এসআইআর আদেশ দিতে পারে না। যদি আদালত এই ধরনের নির্দেশ দেয়, তাহলে তা নির্বাচন কমিশনের

পাল্টা হলফনামা নির্বাচন কমিশনের

সাংবিধানিক এখতিয়ারের উপর হস্তক্ষেপের শামিল হবে। নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে, ‘সংবিধানের ৩২৪ ধারা অনুযায়ী ভোটার তালিকা তৈরি করা ও তা বদল করা শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের কাজ। সেখানে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এবং সঠিক ভোটার লিস্ট তৈরির জন্য এসআইআর একান্ত প্রয়োজনীয়।’ কমিশন আরও জানিয়েছে, ‘আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং ভোটার তালিকাকে সঠিক রাখতে সর্বদা কাজ করা হয়।’ নির্বাচন কমিশন ব্যাখ্যা করেছে যে ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং ১৯৬০ সালের ভোটার নিবন্ধন বিধির আওতায় তাঁদের এই ক্ষমতা রয়েছে যে তাঁরা পরিস্থিতি বিবেচনা করে সংশোধনী প্রক্রিয়া চালু করতে পারে। এই বিতর্কের আগেই গত ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে নির্দেশ দেয়, এসআইআরে আধার কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য করার জন্য। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে নির্দেশ কার্যকরের কথা বলা হয়। যদিও আদালত জানায়, আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। ভোটার তালিকায় নাম তোলার সময় আধার নম্বর যাচাই করে নিক কমিশন। এই বিতর্কের মাঝেই এবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিল নির্বাচন কমিশন। কয়েক মাস পরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পদ্ধতিগতভাবে, সেখানে ভোটার তালিকার একটি বিশেষ নিবিড় সমীক্ষ চলছে। এর বিরোধিতা করে বিরোধী দলগুলি সুপ্রিম কোর্টে ছয়টিরও বেশি আবেদন দাখিল করেছে। এসআইআর-এর বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা হলেন অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস, আরজেডি, পিইউসিএল, কংগ্রেস ইত্যাদি।

বিরোধীদের আক্রমণে মোদির মুখে শিবস্তুতি

গুয়াহাটি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ মণিপুর পেরিয়ে অসমে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার সেখানেই জনসভা থেকে বিরোধীদের দিকে লাগাতর তোপ দাগলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীদের করা সমস্ত অশালীন মন্তব্যগুলিকে, শিবের বিষপানের মতোই গিলে নেবেন বলে দাবি করলেন তিনি। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি শিবের ভক্ত। তাই কেউ আমায় যতই গালিগালাজ করুক না কেন, আমি সেই সব বিষপানের মতো গিলে নিই। তবে কেউ যদি সব সীমা পার করে অন্য কাউকে অপমান করেন, তা হলে আমি তা সহ্য করব না।’’ এরপরেই মোদির মুখে শোনা যায় অসমের

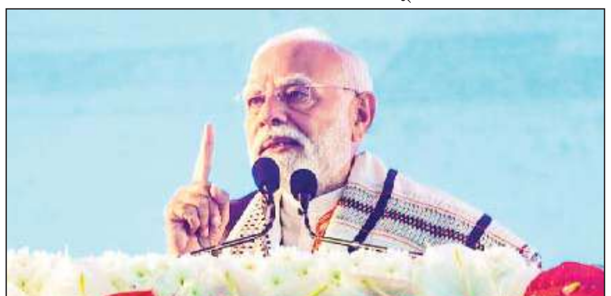

খ্যাতনামা গায়ক ভূপেন হাজারিকার কথা। মোদির কথায়, ‘‘আপনারাই বলুন ভূপেনদাকে ভারতরত্ন দিয়ে কি আমি কিছু ভুল করেছি? কিন্তু কংগ্রেস সেটা নিয়েও উল্টোপাল্টা কথা বলেছে। অসমের ভূমিপুত্রকে কংগ্রেস এমন ভাবে অপমান করেছে, যা দেখে আমার সত্যিই খারাপ লেগেছে।’’ সম্প্রতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা হীরাবেন মোদিকে নিয়ে একটি ভিডিয়ো তৈরি করে নিজেদের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিল কংগ্রেস। তারপরই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়ায় বিজেপি। দায়ের হয় এফআইআর-ও। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, ওই ভিডিয়োর মাধ্যমে মোদি এবং তাঁর মায়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতারা। তারপরই রবিবার অসমের সভা থেকে বিরোধীদের এক হাত নিলেন মোদি। উল্লেখ্য, শুধুই গালিগালাজ নয় কংগ্রেসের দিকে পাকিস্তানি প্ররোচনার ‘তাবেদারী’ করারও অভিযোগ তোলেন তিনি। মোদি বলেন, ‘‘আমাদের সেনা যখন অপারেশন সিঁদুর অভিযানের মাধ্যমে পাকিস্তানের জঙ্গিদের একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল, সেই সময়ও কংগ্রেসে নেতারা পাকিস্তানের সেনার হয়ে সুর ধরেছিল। পাকিস্তানের তৈরি অভিসন্ধি হয়ে উঠেছিল কংগ্রেসের অভিসন্ধিও। ওদের বুলিই বলছিল তারা। এই কারণেই আমি বলি, কংগ্রেসীদের থেকে সাবধান।’’

সিপিএম-এসএফআই-কে বিঁধলেন কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ১০ শতাংশ ছেলের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নিষিদ্ধ জিনিস পাওয়া যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। যতদিন সিপিএম-এসএফআই থাকবে, ততদিন যাদবপুরের কিছু হবে না। ঠিক এমনটাই মন্তব্য করেছেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুরের সিপিএম সমর্থকদের চরিত্রহীন, মাতাল বলেও সম্বোধন করেছেন। কল্যাণ বলেছেন, ‘‘শুধু ১০ শতাংশ ছেলের জন্য যাদবপুরটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেক নিষিদ্ধ জিনিস ওখানে পাওয়া যায়। সব হচ্ছে সিপিএম-এসএফআই-এর লোকেরা। আর যতদিন সিপিএম-এসএফআই ওখানে থাকবে, যাদবপুরের কিচ্ছু হবে না। আল্ট্রা কমিউনিস্ট যতদিন থাকবে, ততদিন কিচ্ছু হবে না। সব গাঁজাখোর, মাতাল, চরিত্রহীন, সবগুলো ওখানে গিয়ে ভিড় করেছিস। আর সব সিপিএমের লোক।’’ এসএফআই-এর সর্বভারতীয়

সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের স্টেট অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিংয়ে দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার নিয়ে এসেছে। আর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগে নিজের দলে লোকসভার চিফ হুইপ থেকে ডিমোটেড হয়েছেন। ওনাকে আর কেউ পোছেন না আরকী। যাইহোক, উনি বলেছেন, তাতে বিশেষ পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।’’ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যুরহস্য নিয়ে উত্তাল বাংলা। বৃহস্পতিবার রাতে পার্কিং লটে যাদবপুরের শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সম্মিলিত উদ্যোগে চলা ‘ড্রামা ক্লাবের’ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছিলেন ওই ছাত্রীও। কিন্তু সেটাই ছিল তাঁর শেষ রাত। ক্ষণিকের মধ্যে যাদবপুর সাক্ষী থাকল আরও এক মর্মান্তিক পরিণতির।

মধ্যরাতে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় মৃত সিভিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল সিভিক ভলান্টিয়রের। মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ভাসা বিডিও অফিসের সামনে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। মৃতের নাম সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী। বয়স ৩২। বাড়ি ট্যাংরা ১০ নম্বর কার্তিক মণ্ডল লেন জেলে পাড়ায়। মা-বাবার একমাত্র ছেলে সৌম্যজিৎ। পরিবার সূত্রে খবর, সিভিকের ডিউটি সেরে পার্ট টাইমে ব্লাড ব্যাঙ্কে কাজ করত। শনিবার স্কুটি নিয়ে ব্লাড কালেকশানের রিপোর্ট নিয়ে বাড়িয়ে ফিরছিলেন। রাত দেড়টা নাগাদ বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কথাও হয়। কিন্তু তারপর থেকেই ফোন সুইচ অফ। ছেলেকে ফোনে না পেয়ে চিন্তা বাড়তে থাকায় পরিবারের সদস্যদের। রাতেই তাঁরা তিলজলা থানায় বিষয়টি জানান। তিলজলা থানা বিষ্ণুপুর থানায় জানায়। তখনই জানা যায় ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। পুলিশ সূত্রে খবর, কোমরের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে সেই লরি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। রাতেই পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন ছেলে ভর্তি রয়েছে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে। খবর পাওয়া মাত্রই তাঁরা দ্রুত ছুটে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে পৌঁছাতেই জানা যায় ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে সৌম্যজিতের। ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সৌম্যজিতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মোমিনপুরে পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে ঘাতক গাড়ির খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

যাদবপুরের ঘটনার ‘শেষ ১৯ মিনিট’ ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ শেষ ১৯ মিনিট ঘিরেই দানা বেঁধেছে রহস্য। বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নং গেট লাগোয়া ঝিলে ভেসে ওঠা মৃতদেহ ঘিরে শুধুই ধোঁয়াশা। প্রাথমিক নজরে এবং ময়নাতদন্তে জলে ডুবে মৃত্যুর কথা উঠে এলেও, ঘটনার নেপথ্যে কোনও ঘটনা নেই তো? সেটাই এখন ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। উত্তর ২৪ পরগনার নিমতার বাসিন্দা অনামিকা মণ্ডল। যাদবপুরের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। বৃহস্পতিবার রাতে পার্কি লটে যাদবপুরের শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সম্মিলিত উদ্যোগে চলা ‘ড্রামা ক্লাবের’ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছিলেন ওই

ছাত্রীও। কিন্তু সেটাই ছিল তাঁর শেষ রাত। ক্ষণিকের মধ্যে যাদবপুর সাক্ষী থাকল আরও এক মর্মান্তিক পরিণতির। অনুষ্ঠানের মাঝেই ঝিল লাগোয়া বাথরুমে গিয়েছিলেন অনামিকা। কিন্তু আর ফিরলেন না। ক্ষণিক পরে তাঁর দেহ ভাসতে দেখা গেল ওই ঝিলের জলে। আর এই দু’টি ঘটনার মাঝে ব্যবধান ১৯ মিনিটের। অনুষ্ঠান ছেড়ে যাওয়া, তারপর আর না ফেরা, ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। ঠিক কী হয়েছিল সেই ১৯ মিনিটে। এই সময়কালে কারা শেষবার জীবীত অবস্থায় দেখেছিল তাঁকে? কারাই বা প্রথম তাঁর দেহ ভাসতে দেখেছিল? আর কারাই বা তাঁর দেহ উদ্ধার করেছিল? তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে সব প্রশ্নগুলিই। পুলিশ সূত্রে খবর, আগামিকাল ঘটনাস্থলে যাবে ফরেন্সিকের একটি টিম। এছাড়াও, যারা প্রথম অনামিকাকে দেখেছিল, এমন সাত জনকে তলব করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ১০টা ১ মিনিটে নিহত ছাত্রীকে হেঁটে যেতে দেখেছিল বেশ কয়েকজন। তার কিছু সময় পরেই কয়েকজন ঝিলের দিকে ছুটে যায়। ১০টা ১০ মিনিট নাগাদ খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ১০টা ২০মিনিট নাগাদ উদ্ধার হয় ছাত্রীর দেহ। আর এই ১৯ মিনিটেই অনেক ধোঁয়াশা রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

ডবল ইঞ্জিন সরকারকে তীব্র আক্রমণ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা হল ১৪ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ। আবেদনকারীর মধ্যে ১৩ হাজার ৫১৭ জন ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থী। তাঁরা মূলত উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে এসেছিলেন। এনিয়েই ফের ‘ডবল ইঞ্জিন সরকার’ অর্থাৎ নাম না করে গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রবিবার পরীক্ষা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে এসএসসিকে ধন্যবাদ জানান তিনি। তারপরই নাম না করে আক্রমণ করেন বিজেপিকে। ডবল ইঞ্জিন সরকার নিয়ে গালভরা যেসব মন্তব্য শোনা যায়, তা আদতে কতোটা ঠিক বা বাস্তব তা পরোখ করে নিতে বলেন তথ্য দিয়ে। তথ্য বলছে, ৭ তারিখ নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ৩১ হাজার ৩৬২ জন বাইরের রাজ্য থেকে বাংলায় এসেছিলেন পরীক্ষা দিতে। সেক্ষেত্রেও প্রায় সকলেই যোগী ও নীতীশ রাজ্য থেকে। তারপরও কীভাবে ডবল ইঞ্জিন সরকার নিয়ে বড় বড় কথা বলেন নেতারা, প্রশ্ন তোলেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেন, ‘‘ডবল ইঞ্জিন সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতা আসলে কতোটা, এই তথ্য থেকে আপনারা তার হিসাব পাবেন। বাংলা বরাবর সকলকে আপন করে নিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও বিভাজন করেন না। আমাদের রাজনৈতিক দলের লোকেরাও লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়নি। তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হইব না কেন! কোনও দিন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কোনও বিতর্ক ছিল না। বিজেপি শাসিত রাজ্যে কেন গালাগাল দেওয়া হচ্ছে জানি না।’’ আশ্বাস দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কথা, ‘‘বাইরে থেকে আসলে আমরা চেষ্টা করব, তাঁরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে।’’ এনিয়ে বেশি শব্দ খরচ না করে, এবারের পরীক্ষায় স্বচ্ছতা রাখার চেষ্টা করার জন্য এসএসসিকে ধন্যবাদ জানান তিনি। বলেন, ‘‘নির্দেশ দিয়েছিলাম পরীক্ষা যাতে স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্ত হয়। এর জন্য একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছিল। যাতে পরীক্ষাদের কাছেও সবটা পরিষ্কার থাকে।’’ কী কী পরিবর্তন এসেছিল? • এই প্রথম ওএমআর ভিত্তিক উত্তরপত্রের প্রতিলিপি আবেদনকারীকে দেওয়া হয়েছে • লিখিত পরীক্ষার পর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে মডেল উত্তরপত্র দিয়ে দেওয়া হবে • আপত্তি থাকলে তা জানতে চাইবে কমিশন, সময় দেওয়া হবে পাঁচ দিন • যাঁরা লিখিত পরীক্ষায় পাশ করবেন এবং ইন্টারভিউর জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে, তাঁদের তথ্য ওয়েবসাইটে দিতে হবে। আজ মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই শেষ হল এসএসসি। ২৬ হাজার চাকরিহারার পাশাপাশি ভাগ্য নির্ধারণ হবে নতুন-পুরনো মিলিয়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থীর। একাধিক অভিযোগ উঠলেও, এবার

পরীক্ষা স্বচ্ছভাবেই হয়েছে বলে দাবি করল কমিশনও। বাংলায় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে যুযুধান বিরোধী পক্ষ বিজেপি। এমনকি বাংলায় এসে এবিষয়ে সুর চড়িয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু গত রবিবারের পর এই রবিবার, বাংলার শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ধরা পড়েছে অন্য ছবি। আর যাকে বলিয়ান করেই সুর চড়িয়েছেন শাসক নেতৃত্ব। আগেই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, বাংলায় তো ভিন রাজ্য থেকে বহু পরীক্ষার্থী এসেছেন, কেউ তো তাঁদের অসম্মান, অপমান করেননি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাঙালি অস্মিতার বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। যদিও শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরাও ভিন রাজ্যে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, সেই সংখ্যাটা কত? একটা সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মানুষকে রোজগার দিত, মানুষ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ দিত। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরে আমাদের বাণিজ্যে কনট্রিবিউশন ছিল ২৭ শতাংশ। আমাদের রাজ্যের এফডিআই এখন .৬ শতাংশ। আর বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না বলে যাঁরা বলেন, গুজরাটের এফডিআই হচ্ছে ৩৯.৬ শতাংশ। আর আমাদেরকে .৬ শতাংশ। এটাই তো চিত্র।’’

তপসিয়ায় পুজোর চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজির ঘটনায় দুই মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ তপসিয়ার গোবরায় পুজোর চাঁদা নিয়ে জুলুমের ঘটনায় গ্রেফতার দুই মূল অভিযুক্ত। পুলিশের জালে দীপক দে ওরফে চিনা বাবু এবং রবীন গঞ্জালভেস। পরিবারের দেওয়া ভিডিওতে মারধর করতে দেখা গিয়েছিল ধৃত দু’জনকে। দু’জনের বিরুদ্ধেই জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে তপসিয়া থানার পুলিশ। দুর্গাপুজোর চাঁদাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছিল তপসিয়ার গোবরায়। প্রকাশ্যে আসে শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলেরই আরেক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। শেষে গোটা ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর নাম অমিত সরকার, পেশায় ব্যবসায়ী। অভিযোগ, পুজোর চাঁদা বাবদ ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল। সেই টাকা দিতে না চাওয়ায় ঝামেলার সূত্রপাত। পুজোর চাঁদা দিতে দেরি হচ্ছে, এই কারণ তুলেই তাঁকে লোহার রড, বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয়। এমনকি অমিত সরকারের পরিবারের সদস্যদের ওপরেও হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত ব্যবসায়ীর আরও দাবি, ‘‘আগেও এক দফা চাঁদা চাওয়া হয়েছিল। সেইসময় তিনি দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু পরে হঠাৎ করেই টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় এই হামলা।’’ অভিযোগ, তাঁর দুটি দোকান থেকে লিখিতভাবে ৩ হাজার ও ১ হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছিল। পাশপাশি আরও ৬ হাজার টাকা মৌখিকভাবে চাওয়া হয়। অমিতের পরিবারের দাবি, প্রথমে অমিতের ভাইকে গালিগালাজ করা হয়। ঘর থেকে চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে নীচে নেমে আসেন অন্য সদস্যরা। আচমকাই কথাবার্তার মাঝে অমিতকে মারতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। গুরুতর জখম হয়েছেন অমিতের স্ত্রী ও বাবা। এই ঘটনায় তপসিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। অবশেষে গ্রেফতার দুই মূল অভিযুক্ত। অমিতের কথায়, হামলাকারীরা তৃণমূল আশ্রিত। যে ক্লাবের চাঁদার জন্য এই ঘটনা ঘটল, আগে সেখানকার সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। কিন্তু পরে ক্লাব থেকে সরে আসেন। সূত্রে জানা গেছে, খবর পেয়েই ফোনের মাধ্যমে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

‘দেশের মধ্যে বাংলা আজকে সবথেকে বেশি শান্তিতে আছে’, জাভেদ খান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ নাম জড়িয়েছে গুলশন কাণ্ডে। ইতিমধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়েছে ৪ শাগরেদ। তারমধ্যে দু’জন আবার ঘনিষ্ঠ সহযোগি বলেও শোনা যাচ্ছে। পুলিশ খুঁজে না পেলেও আড়ালে থেকে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেই চলেছে মিনি ফিরোজ। এদিকে ফিরোজের কথা উঠলেও বারবার উঠে এসেছে তৃণমূল বিধায়ক জাভেদ খানের নাম। বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলছেন, মাথায় জাভেদেরই হাত রয়েছে সে কারণেই ফিরোজের টিকিটিও ধরতে পারছে না পুলিশ। একইসঙ্গে তৃণমূলেরই বিধায়ক-কাউন্সিলর দ্বন্দ্বের কারণেই এই ঘটনা বলে মত বিরোধীদের। নাম উঠে এসেছে তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষেরও। যদিও গুলশন কাণ্ড নিয়ে জাভেদ আগে বলেছিলেন, ‘‘আমি তো ওর মধ্যে নেই। আমি ওখানে যাইও না, সুশান্ত দেখে ওটা। সুশান্ত বলতে পারবে। বিষয়টার ভাল করে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। অন্য কোনও জায়গায় হচ্ছে না, কিন্তু কেন বারবার ১০৮ এর মধ্যে হচ্ছ সেটা ভাল করে দেখতে হবে। শুধু গুন্ডারাজের আমরা নিন্দা করি। কে কার লোক দেখার দরকার নেই। আগে ধরুক তারপর কড়া শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হোক। গুন্ডারা তৃণমূল হয় না। তবে বিরোধীরা সুর চড়াতে থামাচ্ছে না।’’ এদিকে ফিরোজ আবার এদিন আলাদা করে সুর চড়িয়েছেন সুশান্তর বিরুদ্ধে। রীতিমতো হুঙ্কার দিয়ে বলছেন, এই ওয়ার্ড ১০৭ নয় যে, কারও পেছনে আপনি লাগাবেন, আর সে ভয় গুটিয়ে যাবে। এটা ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড। এটা মাথায় রাখবেন। এমন এমন জায়গায় ফাইল তৈরি করে রেখেছি, প্রয়োজনে সেগুলি সব বের করে দেব। সুশান্ত যদিও বলছেন, ‘‘রাতের অন্ধকারে বাইরে থেকে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে এসে এ ঘটনা ঘটিয়েছিল। কিন্তু গুলশনের মানুষ ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। ক্রিমিনালদের গুলশনে কোনও ঠাঁই নেই। চার বছর ধরে অনেক হুমকি আমি শুনেছি। এদের নিয়ে আমি চিন্তা করছি না। গুলশনের মানুষদের রুখে দেবে।’’ তবে জাভেদ বলছেন, ওখানে যা ঘটেছে তা যে কোনও জায়গায় ঘটতে পারে। তবে বাংলায় আইনের শৃঙ্খলা রয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের থেকে বাংলার অবস্থা ভাল। তিনি বলছেন, ‘‘ঘটনা যে কোনও জায়গায় ঘটতে পারে। কার মনে কী আছে তা কী আপনি জানেন না আমি জানি! ঘটনা ঘটলে ব্যবস্থা প্রশাসন নেবে। ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলেই আজকে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা আজকে সবথেকে বেশি শান্তিতে আছে।’’

তরুণদের আন্দোলনে সরকারের পতন দেখেছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল! ভারতে কেন সম্ভব নয়

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্র কি সত্যিই কখনও ‘শক্তিশালী’ বা ‘নমনীয়’? নাকি রাষ্ট্র মানেই তার মূল শক্তি সংহতি, শৃঙ্খলা এবং কার্যকারিতা? সম্প্রতি নেপালে জেন জি আন্দোলনে মাত্র এক দিনের মধ্যে নির্বাচিত সরকারের পতনে সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে এনেছে। এর আগে শ্রীলঙ্কা (জুলাই ২০২২) এবং বাংলাদেশে (আগস্ট ২০২৪) একইভাবে জনরোষের কারণে সরকার ভেঙে পড়েছিল। তিন উদাহরণে একটি ধারা তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের ভেতরে বিশেষ করে বিজেপি ঘনিষ্ঠ মহল থেকে অভিযোগ উঠছে, এ যেন এক ধরনের ‘রেজিম-চেঞ্জ টুলকিট’, যা নেপালের মতোই দিল্লিতেও প্রয়োগ করা হতে পারে। তবে ইতিহাস অন্য কথা বলছে। পাকিস্তানের ঘটনা এখানে ব্যতিক্রম। ২০২৩ সালের ৯ মে ইমরান খানের সমর্থকেরা লাহোর-সহ একাধিক শহরে দাঙ্গা চালালেও রাষ্ট্র টলে যায়নি। সরকার বদলায়নি, বরং আন্দোলনকারীদের দমন করে ইমরানকেই জেলে পাঠানো হয়েছে ১৪ বছরের সাজায়। আজও একই জোট ক্ষমতায়, আর বিরোধীরা সেনা আদালতে বিচারের মুখোমুখি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, পাকিস্তান কি সত্যিই ‘হার্ড স্টেট’? না, বাস্তবে তা একটি কার্যকর রাষ্ট্র, যা আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম। অন্যদিকে, কাঠমান্ডুর পতন দেখিয়ে দিল, শুধু নির্বাচিত সরকার থাকলেই রাষ্ট্র কার্যকর হয় না। মাওবাদী নেতৃত্ব, যারা এক সময় বিপ্লবের প্রতীক ছিলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় এসেও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। তাদের অভিজ্ঞতা ছিল গেরিলা লড়াইয়ে, গণআলোচনায় নয়। ফল, সামান্য বিক্ষোভ সামলাতেও প্রশাসনের অসহায়তা, আর সেনাবাহিনী হয়ে উঠল জনগণের শেষ ভরসা। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনও এখানে প্রাসঙ্গিক। জর্জিয়ায় বিক্ষোভ দমাতে রেড আর্মি গুলি ও বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছিল। অথচ সেখান থেকেই সোভিয়েত ভাঙনের সূচনা। কংগ্রেস আমলে ভারতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং একবার রাশিয়ার কূটনীতিককে বলেছিলেন, আপনাদের যদি সিআরপিএফ থাকত, তাহলে বুঝতে পারতেন গণআন্দোলন দমন মানে শুধু গুলি নয়, দরকার ধৈর্য ও আলোচনা। ভারতে কি সম্ভব এমন ‘টুলকিট’ আন্দোলনে সরকার বদল? ইতিহাস বলছে না। ১৯৭৪-৭৫ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন কিংবা আন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন, কোনওটাই সরকার ফেলে দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক পথেই সরকার পরিবর্তন হয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থা, রাজনৈতিক বিরোধিতা আর বিরোধী দলের উপস্থিতিই আসলে রাষ্ট্রকে রক্ষা করে। মোদ্দা কথা, রাষ্ট্রকে কার্যকর রাখতে হলে শুধু বাহিনী নয়, দরকার আইনের শাসন, আলোচনার সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক ধৈর্য। শক্তি বা নমনীয়তায় নয়, রাষ্ট্র টিকে থাকে কার্যকারিতায়। যেমন ২০১০-এ উপত্যকার অস্থির সময়ে তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম.কে. নারায়ণন বলেছিলেন, রাষ্ট্রের সংহতি আসলে তার অন্তরের শক্তির উপর নির্ভর করে। আজ কাশ্মীরের পরিস্থিতি সেই কথার প্রমাণ দিচ্ছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে ঔপন্যাসিককে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্বসংবাদদাতা।কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃবাংলা সাহিত্যের অগ্রণী সাহিত্যিক, প্রবাদপ্রতিম ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও নাট্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করেন।মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাঁর রচিত হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা সহ অসংখ্য উপন্যাস এবং অন্যান্য রচনা বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ। তাঁর সাহিত্যকর্ম শুধু গল্পের ভাণ্ডার নয়, বাংলার সমাজজীবনের দলিল।সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়নতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এমন এক সাহিত্যকার, যিনি গ্রামীণ জীবন, সমাজের দ্বন্দ্ব, মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্রকে সাহিত্যরূপে অঙ্কন করেছিলেন। তাঁর কলমে উঠে এসেছে বাংলার মাটির গন্ধ, কৃষিজীবনের টানাপোড়েন, সামাজিক বৈষম্য এবং মানবজীবনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি। গণদেবতা উপন্যাস তাঁকে এনে দেয় সাহিত্য অকাদেমি এবং জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। অন্যদিকে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা গ্রামীণ সমাজের নানা দিককে শিল্পসুষমায় ফুটিয়ে তোলে।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বিশেষভাবে স্মরণ করিয়েছেন এইসব কীর্তির কথা। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলা সাহিত্য তারাশঙ্করের কলমে এমন এক শক্তি পেয়েছিল, যা আজও প্রাসঙ্গিক এবং শিক্ষণীয়।রাজ্যের উদ্যোগে সম্মান প্রদর্শনমমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও উল্লেখ করেছেন, তাঁর সরকার ২০১১ সালের পর থেকে এই মহ সাহিত্যিককে সম্মান জানানোর জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। লাভপুরে তারাশঙ্করের জন্মভিটের ঐতিহ্যসম্মত সংস্কার করা হয়েছে। সেখানে তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখতে নানা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। পাশাপাশি ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর নির্মিত ' সেতু'ও তাঁর নামকে অমর করে রেখেছে।এছাড়া তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ আমার সাহিত্য জীবন পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম তারাশঙ্করের সাহিত্যচর্চা ও জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে।উপসংহারবাংলা সাহিত্যের এই মহীরুহকে প্রয়াণ দিবসে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু শ্রদ্ধাই জানাননি, পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে তাঁর সাহিত্য পাঠের আহ্বানও জানিয়েছেন। তাঁর মতে, তারাশঙ্করের সাহিত্যকীর্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এক অবিনাশী সম্পদ, যা যুগে যুগে পাঠকের মনকে সমৃদ্ধ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে।

১০ লক্ষ টাকার লুটের কিনারা, পুলিশের জালে তিন

কোরবা , ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ ছত্তিশগড়ে ১০ লক্ষ টাকার লুটের কিনারা করল পুলিশ। জানা গেছে, নাইলা এলাকায় এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা লুটের ঘটনায় মাত্র সাত দিনের মধ্যে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুরো টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৬ সেপ্টেম্বর রাতে দোকান বন্ধ করে ফিরছিলেন ওই ব্যবসায়ী। কুবেরপাড়া এলাকায় দুষ্কৃতীরা তার থেকে নগদ টাকা লুট করে পালায়। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ ও সাইবার টিমের সাহায্যে ওই ব্যবসায়ীর প্রাক্তন কর্মচারী-সহ তিনজনকে ধরে ফেলে। ধৃতদের কাছ থেকে নগদ ১০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও বাইক উদ্ধার করেছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভাষা জীবনকে নতুন শক্তিতে সজ্জিত করে ঃহিন্দি দিবসে বার্তা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ভাষা শুধু একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং সমাজের প্রাণশক্তি ও শক্তির উৎস। ভাষা মানুষকে তার শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখে, আবেগকে প্রকাশ করে এবং ইতিহাসের ধারাকে বহন করে নিয়ে যায়। এই মর্মস্পর্শী ভাবনা নিয়ে হিন্দি দিবস উপলক্ষে রবিবার জাতিকে উদ্দেশ্য করে বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল ভারতীয় ভাষার শক্তি, তাদের সমাজে ভূমিকা এবং স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতের বিকাশযাত্রায় ভাষার গুরুত্বের প্রসঙ্গ।অমিত শাহ স্পষ্ট ভাষায় জানান, ভারতীয় ভাষা সর্বদাই সমাজকে প্রাণশক্তি ও শক্তি দিয়ে লালন করেছে। তিনি কবিতার মতো করে ভাষার সঙ্গে বর্ষার তুলনা টেনে বলেন, যেমন বর্ষার স্নিগ্ধতা মনকে সতেজ করে, দুঃখ-ক্লান্তি ধুয়ে মুছে দেয়, তেমনই ভাষাও মানুষের জীবনে নতুন শক্তি এনে দেয়। শিশুদের কল্পনার জগ, দাদু-ঠাকুমার মুখে শোনা ঘুমপাড়ানি গান কিংবা গল্প-এসবই প্রমাণ করে ভাষার শিকড় কতটা গভীর এবং সমাজকে লালন করার শক্তি কতটা অটুট।সরকারি কাজে হিন্দির প্রসারঅমিত শাহ জানান, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সরকারি কাজে হিন্দির ব্যবহারকে ক্রমশ প্রসারিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে, অফিসিয়াল চিঠিপত্র থেকে শুরু করে সভা-সমিতির আলোচনায় হিন্দির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষও সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে সহজে যুক্ত হতে পারছেন।তিনি আরও জানান, ২০২৪ সালের হিন্দি দিবস ছিল ঐতিহাসিক। ওই বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতীয় ভাষা পরিষদ, যার লক্ষ্য হল সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষার মধ্যে নির্বিঘ্ন অনুবাদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ঘটবে, অন্যদিকে সরকারি কার্যকলাপে সহজতর হবে সর্বভারতীয় যোগাযোগ।স্বাধীনতার স্লোগান থেকে ভাষার শক্তিঅমিত শাহ তাঁর বক্তব্যে স্মরণ করিয়ে দেন স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস। তিনি বলেন, বন্দে মাতরম এবং জয় হিন্দ-এর মতো স্লোগান শুধু শব্দ নয়, এগুলি আমাদের ভাষাগত চেতনা থেকে জন্ম নেওয়া আহ্বান, যা স্বাধীন ভারতের আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ভারতীয়দের আবেগ, সাহস এবং আত্মসম্মানকে জাগিয়ে তুলেছিল এই স্লোগানগুলি। ভাষা মানুষের মধ্যে এক অদম্য শক্তি জাগিয়ে তুলেছিল, যা ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।সংবিধান প্রণেতাদের আলোচনাঅমিত শাহ এদিন স্মরণ করিয়ে দেন ১৯৪৯ সালের ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা। তিনি বলেন, যখন ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন সংবিধান প্রণেতারা ভাষার তাৎপর্য ও সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু করেছিলেন। তাঁদের আলোচনার ফলেই ১৯৪৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর দেবনাগরী লিপিতে হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এটি শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ভারতের ভাষাগত ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সেই থেকে প্রতি বছর ১৪ সেপ্টেম্বর পালিত হয় হিন্দি দিবস।ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্কঅমিত শাহর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভাষা কেবল যোগাযোগের উপায় নয়, বরং একটি সমাজের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও পরিচয়ের ভিত্তি। তিনি বলেন, শিশুদের প্রথম বর্ণচর্চা থেকে শুরু করে বৃদ্ধদের মুখে শোনা লোককথা পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে ভাষা মানুষের জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে। পরিবারের গল্প বলার মুহূর্ত হোক বা স্কুলে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শেখা পাঠ, ভাষা সর্বত্র উপস্থিত। এটি মনকে নতুন শক্তি দেয়, সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।আধুনিক ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি অমিত শাহ মনে করিয়ে দেন যে, নতুন ভারতের জন্য ভাষার প্রসার অপরিহার্য। প্রযুক্তির যুগে ভাষার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। সরকারি কাজের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ইন্টারনেট এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ আরও বেশি করে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন। এটি শুধু প্রশাসনিক কাজকে সহজ করছে না, বরং ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতির পুনর্জাগরণও ঘটাচ্ছে। উপসংহার-হিন্দি দিবস উপলক্ষে অমিত শাহর এই বক্তব্যে ভাষার শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তাঁর বক্তব্যে যেমন অতীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে, তেমনই বর্তমানের প্রশাসনিক নীতি এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশও উঠে এসেছে। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং জীবনের শক্তি, সংস্কৃতির বাহক এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীক-এই বার্তাই প্রতিধ্বনিত হল তাঁর কথায়।হিন্দি দিবসের বার্তায় তিনি স্পষ্ট করলেন, ভাষা যেমন বর্ষার মতো জীবনের ক্লান্তি দূর করে নতুন প্রাণশক্তি দেয়, তেমনই সমাজকে একসূত্রে গেঁথে রাখে। স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে শুরু করে আজকের প্রশাসনিক দফতর পর্যন্ত, ভাষাই ভারতের প্রাণশক্তির উৎস। আর সেই কারণেই ভাষাকে সম্মান জানানো মানে দেশের আত্মাকে সম্মান জানানো।

ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান, সম্মানিত হলেন ২২ জন বিদ্বান

বারাণসী, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান স্বরূপ ভারতীয় ভাষা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ২২ জন বিদ্বান। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চ প্রণ স্বভাষা ও বিকশিত ভারত অনুষ্ঠানে ২২ জন বিদ্বানকে বিশেষ এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এই ২২ জনের মধ্যে রয়েছেন হিন্দুস্থান সমাচার-এর কলকাতা ব্যুরোর প্রধান সন্তোষ মধুপও। বিশিষ্ট সাংবাদিক সন্তোষ মধুপকে ভারতীয় ভাষা সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। এছাড়াও সম্মানিত হন ডঃ অনিল কাশীনাথ সার্জে (মারাঠি), ডঃ এম সন্তোষ কুমার (তামিল), ডঃ কুলদীপ সিং (পাঞ্জাবী), ডঃ মতিলাল গুপ্ত 'আদিত্য' (হিন্দি), ডঃ শীলবন্ত সিং (সিভিল সার্ভিসেস), ডঃ সি. শিবকুমার স্বামী (কন্নড়), অধ্যাপক দেবাশীষ পাত্র (বিটিএফ), অধ্যাপক

দেবাশীষ পাত্র (বিএফ)। ব্রিজভূষণ ওঝা (সংস্কৃত), বিনায়ক ব্যানার্জী (বাংলা), ডক্টর ভাগ্যেশ বাসুদেব ঝা (গুজরাটি), মনোজ 'ভাবুক' (ভোজপুরি), ডক্টর প্রেমরাজ নেপানে (নেপালি), ডক্টর বিকাশ জ্যোতি বোরঠাকুর (অসমীয়া), ডক্টর শিবানী বিটান (নিজেল ভাষা), ড. ডঃ রামকুমার ঝা (মৈথিলী ভাষা), সুন্দর দাস গোহরানি (সিন্ধি), নবনীত কুমার সেহগাল, ডঃ নীলাক্ষী চৌধুরী (আইন ও বিচার), ডঃ সৌরভ রায় (সাংবাদিকতা) প্রমুখ।উল্লেখ্য, বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে আয়োজিত হল পঞ্চ প্রণস্বভাষা ও বিকশিত ভারত কর্মসূচির। উত্তর প্রদেশের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক নগরী কাশী (বারাণসী)-তে হিন্দুস্থান সমাচারের উদ্যোগে শনিবার মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠের গান্ধী স্টাডি সেন্টার মিলনায়তনে ভারতীয় ভাষা সমাগম ২০২৫-এর আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন বিশিষ্টরা। প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ আরএসএস প্রচারক তথা শিক্ষাবিদ অতুল ভাই কোঠারি, বিধায়ক নীলকন্ঠ তিওয়ারি প্রমুখ।

মণ্ডপসজ্জার মাঝপথে শিল্পীর পলায়ন, বিপাকে মালদহের পাঁচ পুজো কমিটি

মালদহ, ১৪ সেপ্টেম্বরঃদুর্গাপুজো আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ দূরে। জোরকদমে চলছে প্রতিমা গড়া থেকে শুরু করে মণ্ডপসজ্জার কাজ। কিন্তু এর মধ্যেই মালদহের অন্তত পাঁচটি পুজো কমিটি পড়ল বড়সড় সমস্যায়। অভিযোগ, মণ্ডপের থিমশিল্পী হঠাই মাঝপথে কাজ ছেড়ে পালিয়েছেন। ফলে, এখন পুজোর আগে অসম্পূর্ণ মণ্ডপসজ্জা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কমিটির সদস্যরা।স্থানীয় সূত্রে খবর, শিল্পীকে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে মণ্ডপসজ্জার কাজ শেষ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই দেখা যায়, তিনি আর সাইটে আসছেন না। ফোন করলেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এতে হতবাক পুজো উদ্যোক্তারা। অনেকেই বলছেন, এই অবস্থায় নতুন শিল্পী এনে কাজ শেষ করা কার্যত দুঃসাধ্য, কারণ হাতে সময় একেবারেই নেই।একটি পুজো কমিটির সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা প্রচুর টাকা খরচ করেছি থিমের জন্য। সবকিছু পরিকল্পনা করে এগিয়েছিলাম। কিন্তু শিল্পী হঠাৎ কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় এখন সব ওলটপালট হয়ে গেল। সামনে কয়েকদিনের মধ্যে যদি সমাধান না হয়, তবে পুজোয় আমাদের ভরাডুবি নিশ্চিত।শিল্পীর এই আচরণের কারণে শুধু কমিটিগুলি নয়, স্থানীয় মানুষের মধ্যেও হতাশা দেখা দিয়েছে। প্রতি বছরই তাঁরা নতুন কিছু দেখার আশায় থাকেন। থিমের অভিনবত্ব নিয়েই আগ্রহ থাকে সর্বাধিক। কিন্তু শিল্পীর পালানোর ফলে সেই আকাঙ্ক্ষায় জল পড়তে পারে। অনেক দর্শনার্থীও চিন্তায় পড়েছেন, এ বার পুজোয় কি আদৌ তাঁদের প্রিয় মণ্ডপ সঠিক রূপে সাজানো দেখতে পাবেন?এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে শিল্পীদের চুক্তি সঠিকভাবে নথিভুক্ত করা হলে এমন সমস্যা তৈরি হতো না। অন্যদিকে, শাসক শিবিরের বক্তব্য, এই ঘটনা নিছক ব্যক্তিগত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফল। সরকারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুজো উদ্যোক্তাদের অভিযোগ পেলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। তবে এ মুহূর্তে প্রধান চিন্তা, কীভাবে দ্রুত মণ্ডপসজ্জার কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। উদ্যোক্তারা বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে বাকি কাজ করিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।এদিকে শিল্পীর হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চরম আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, তাঁরা আগে থেকেই বড় অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন। এখন যদি কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তবে সেই টাকা কার্যত নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকেই তাই আইনি পথে শিল্পীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ভাবছেন।মালদহে দুর্গাপুজো সবসময়ই বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র। জেলার বহু মানুষের আবেগ জড়িয়ে থাকে এই উৎসবের সঙ্গে। তাই শিল্পীর দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ বাড়ছে। মানুষ আশা করছেন, শেষ মুহূর্তে হলেও মণ্ডপসজ্জার কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং দুর্গাপুজোর আনন্দে ভাটা পড়বে না।

বিশ্ব মঞ্চে হিন্দির ক্রমবর্ধমান সম্মান গর্ব ও অনুপ্রেরণার বিষয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ হিন্দি দিবসের আনন্দ এবং মর্যাদার মুহূর্তে দেশের নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্ মোদী। রবিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম ' দেওয়া বার্তায় প্রধানমন্ত্রী হিন্দিকে শুধু একটি ভাষা হিসেবে নয়, বরং ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং জীবন্ত ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে হিন্দির বিশ্বজনীন মর্যাদা, জাতীয় গর্ব এবং ভাষার বহুমুখী গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।ভ্রপ্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। হিন্দি শুধু কথা বলার মাধ্যম নয়, আমাদের পরিচয় ও সংস্কৃতির জীবন্ত ঐতিহ্য। এই উপলক্ষ্যে, আসুন আমরা সকলে হিন্দি-সহ সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করার এবং গর্বের সঙ্গে আগামী প্রজন্মের কাছে সেগুলি পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করি। বিশ্ব মঞ্চে হিন্দির ক্রমবর্ধমান সম্মান আমাদের সকলের জন্য গর্বের এবং অনুপ্রেরণার বিষয়।হিন্দির বৈশ্বিক মর্যাদাপ্রধানমন্ত্রী মোদী হিন্দির আন্তর্জাতিক মর্যাদার দিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দি ভাষার ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাহিত্য, সিনেমা, সংগীত, ডিজিটাল মাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সে হিন্দি ভাষার উপস্থিতি দেশের সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধি বহুদূর প্রসারিত করছে। বিশ্ব মঞ্চে হিন্দির গ্রহণযোগ্যতা শুধু ভারতীয়দের জন্য গর্বের বিষয় নয়, বরং বৈশ্বিক পর্যায়ে এক অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবেও কাজ করছে।হিন্দি ও ভারতের বহুভাষিক ঐতিহ্যপ্রধানমন্ত্রী হিিদর পাশাপাশি দেশের অন্যান্য ভাষার গুরুত্বকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, হিন্দি সহ ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। প্রতিটি ভাষাই একেকটি অঞ্চলের ইতিহাস, সাহিত্য, জীবনধারা এবং চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত। এই ভাষাগুলিকে সমান মর্যাদায় সমৃদ্ধ করা দেশের সামগ্রিক ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করে।আগামী প্রজন্মের জন্য অঙ্গীকারপ্রধানমন্ত্রী হিন্দি দিবসের বার্তায় নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আসুন

হিন্দি দিবসে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর, তুলে ধরলেন নানা উদ্যোগের কথা

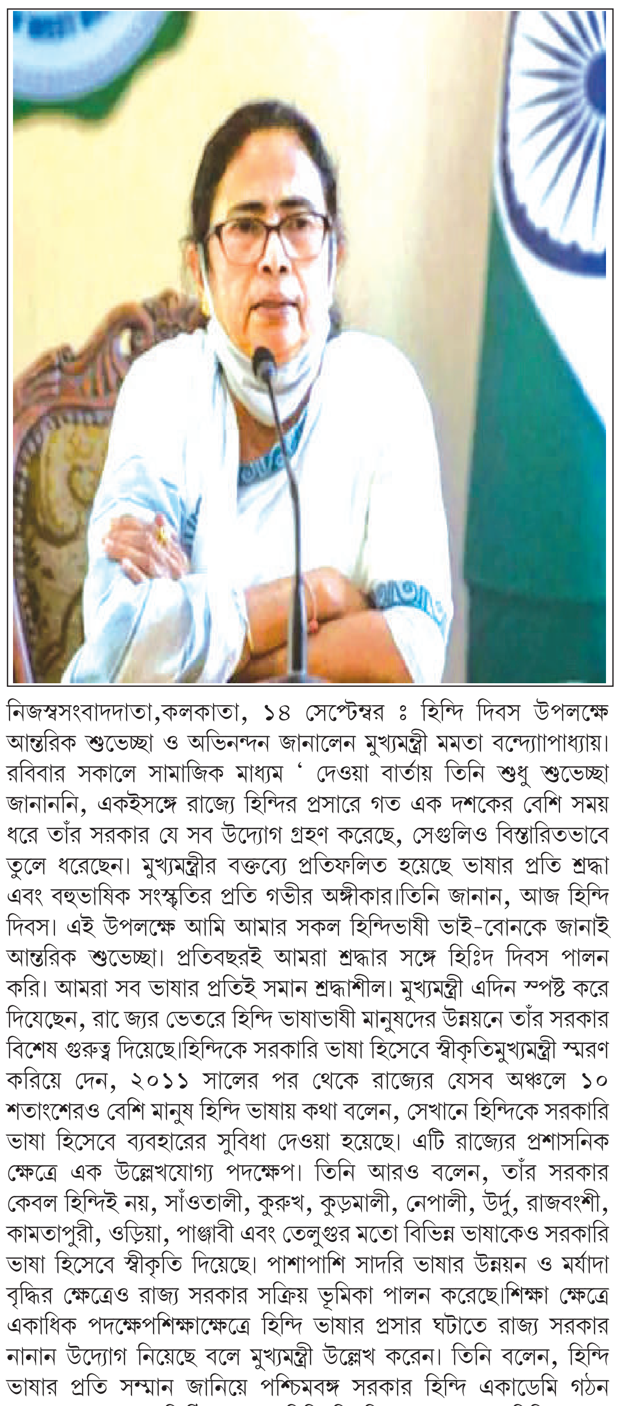

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ হিন্দি দিবস উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম ' দেওয়া বার্তায় তিনি শুধু শুভেচ্ছা জানাননি, একইসঙ্গে রাজ্যে হিন্দির প্রসারে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে তাঁর সরকার যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সেগুলিও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং বহুভাষিক সংস্কৃতির প্রতি গভীর অঙ্গীকার।তিনি জানান, আজ হিন্দি দিবস। এই উপলক্ষে আমি আমার সকল হিন্দিভাষী ভাই-বোনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রতিবছরই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে হিিদ দিবস পালন করি। আমরা সব ভাষার প্রতিই সমান শ্রদ্ধাশীল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, রাজ্যের ভেতরে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষদের উন্নয়নে তাঁর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিমুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, ২০১১ সালের পর থেকে রাজ্যের যেসব অঞ্চলে ১০ শতাংশেরও বেশি মানুষ হিন্দি ভাষায় কথা বলেন, সেখানে হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এটি রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, তাঁর সরকার কেবল হিন্দিই নয়, সাঁওতালী, কুরুখ, কুড়মালী, নেপালী, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী এবং তেলুগুর মতো বিভিন্ন ভাষাকেও সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পাশাপাশি সাদরি ভাষার উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।শিক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপশিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দি ভাষার প্রসার ঘটাতে রাজ্য সরকার নানান উদ্যোগ নিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, হিন্দি ভাষার প্রতি সম্মান জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দি একাডেমি গঠন করেছে। হাওড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে হিন্দি ভাষার উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বানারহাট ও নক্সালবাড়িতে গড়ে তোলা হয়েছে হিন্দি-মাধ্যম ডিগ্রি কলেজ।এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে চালু হয়েছে হিন্দি ভাষায় স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম। রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এসেছে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হিন্দি ভাষায় পাওয়া যায়। এমনকি রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও হিন্দি ভাষায মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারছেন। এই পদক্ষেপগুলির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দির প্রসার ঘটছে এবং হিন্দিভাষী শিক্ষার্থীরা নিজেদের মাতৃভাষায আরও সাবলীলভাবে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছেন।সামাজিক সুরক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়নমমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন তাঁর বার্তায় জানান, হিন্দিভাষী মানুষদের জীবিকা এবং সামাজিক সুরক্ষার দিকেও তাঁর সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত হিন্দিভাষী শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তাঁদের জীবনের সুরক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।তিনি আরও উল্লেখ করেন, গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে ওই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে দেশ-বিদেশ থেকে আগত হিন্দিভাষী ভক্তদের জন্য সুবিধা হয়েছে। এর ফলে গঙ্গাসাগর মেলা আজ শুধুই এক ধর্মীয় আয়োজন নয়, বরং বহুভাষিক ও বহু-সংস্কৃতির মিলনমেলা হয়ে উঠেছে।ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও বহুভাষিকতার বার্তামুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানান, তাঁর সরকার সব ভাষার প্রতিই সমান শ্রদ্ধাশীল। রাজ্যের বহুভাষিক ও বহু-সংস্কৃতির সমাজ কাঠামোই বাংলার গৌরব, এবং সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে হিন্দিসহ অন্যান্য ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন অপরিহার্য।শেষে মুখ্যমন্ত্রী আবারও হিন্দি দিবস উপলক্ষে হিন্দিভাষী মানুষদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ভাষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। হিন্দি দিবসের মাধ্যমে আমরা কেবল একটি ভাষাকে নয়, বরং ভারতের বহুভাষিক ঐতিহ্যকেই শ্রদ্ধা জানাই।

এসএসসি-র একাদশ ও দ্বাদশের পরীক্ষা সম্পন্ন নভেম্বরেই ফল, জানালেন ব্রাত্য

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃগত সপ্তাহেই নবম-দশম শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে শেষ হয়েছে। বাকি ছিল একাদশ-দ্বাদশের নিযগে পরীক্ষা। রবিবার সেই পরীক্ষায় বসেন ২,৪৫,৫০০ পরীক্ষার্থী। মোট শূন্যপদ ১২,৫১৪। একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা ৪৭৮টি কেন্দ্রে নেওয়া হয়। কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের সর্বত্রই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় পরীক্ষা।চলতি সপ্তাহেই উত্তর পত্র নিজেদের ওয়েবসাইটে আপলোড করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। নভেম্বর থেকে ইন্টারভিউ শুরু হবে, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। একই সঙ্গে তিনি জানান, প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে স্ক্যান কপি ১০ বছর সংরক্ষণ করা হবে। উত্তরপত্রের হার্ডকপি সংরক্ষণ করা হবে ২ বছর।কড়া নিরাপত্তায় প্রশাসনের উপস্থিতিতে এসএসসির দ্বিতীয় দফার পরীক্ষাও করালো স্কুল সার্ভিস কমিশন। ১০টা বাজতেই পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকানো শুরু হয় পরীক্ষার্থীদের। মণীন্দ্র কলেজ, বাসন্তী দেবী কলেজ, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, জয়পুরিয়া কলেজে লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা শুরু হয়। আজও দিল্লি, বিহার, উত্তর প্রদেশ থেকে বহু পরীক্ষার্থী এসেছেন। তাঁদের দাবি, ভারতবর্ষের বাসিন্দা হিসেবে সারা দেশেই তো পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

উত্তর প্রদেশে রহস্যময় দৃশ্য

আরেয়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের আরেয়া জেলার কঢোরে পূর্বা গ্রামে এক বাড়ির দেওয়াল ও মেঝেতে হঠাৎ রক্তের মতো দাগ ছড়িয়ে পড়ে, যা মুহূর্তেই সাপের আকৃতি নেয়। ঘটনাটি শনিবার রাতে ঘটতেই গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।রবিবার জানা গেছে গৃহবধূ গুড্ডি দেবীর দাবি, থালা ও বিছানাতেও একই দাগ দেখা যায়। এক প্রতিবেশী জানান, তিনি নিজে চোখে সাপের মতো দাগ তৈরি হতে দেখেছেন। তবে কেউ একে ঈশ্বরের সংকেত বলছেন, কেউ কুসংস্কার।খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তদন্ত শেষে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পাবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

রাশিফল

মেষঃ প্রিয়জনের সঙ্গে মিষ্টি কথোপকথনের সম্ভাবনা আছে। আর এটি আপনার মানসিক চাহিদার জন্য ভালো। আজকে আপনি আর্থিক পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক স্থিরতার জন্য আপনার আকাঙ্খা আরও বাড়বে এবং আপনি ব্যয়ের দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেবেন। পুরো মন লাগিয়ে প্রচেষ্টা করার জন্য আজ আদর্শ দিন।

বৃষঃ আপনার সঙ্গীর মন জয় করার নতুন নতুন উপায় খুঁজে বার করবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন বিকশিত হবে। আপনি রোমান্টিক গান বাজাবেন বা প্রিয় রোমান্টিক

মিথুনঃ আপনার আকর্ষণশক্তি আজ আপনি পুরোপুরি কাজে লাগাবেন। আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে অসাধারণ এক সন্ধ্যা কাটাবেন।

কর্কট রাশি ঃআপনার মানসিক সন্তুষ্টি আপনাকে সকল চিন্তা থেকে দূরে রাখবে। সাংসারিক সব কাজের দায়িত্ব আপনার ওপরে থাকলেও আপনি প্রেমকেই প্রাধান্য দেবেন। আপনার রসবোধ আপনাকে সঙ্গীর আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর্থিক দিক থেকে একটি নিয়মমাফিক দিন যাবে, কোনও আর্থিক লাভের সম্ভাবনা নেই, যদি না আপনি প্রচুর পরিশ্রম করেন।

সিংহঃ আপনার সঙ্গীকে প্ররোচিত করার প্রবল প্রচেষ্টা হয়তো নিস্ফল হবে। তার হয়তো মনে হবে যে আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক করে পালন করেন না। বিশেষ কোনও নতুন উপায়ে আপনি হয়তো প্রিয়জনের মন গলাতে পারবেন। অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য আপনাকে আজ হয়তো বেশি কাজ হাতে নিতে হবে। শুভদিন।

কন্যা ঃআপনি আপনার প্রিয়তমকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। আপনার জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটিকে দুর্মূল্য কিছু উপহার দিতে ইচ্ছা হবে। সঙ্গীকে বিশ্বাস করুন। দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের সম্ভাবনা আছে।

তুলাঃ আজকে আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মেজাজে থাকবেন। সুন্দর পোশাক, সুগন্ধী ও সাজসরঞ্জামের প্রতি আপনার মোহ আপনার সঙ্গীকে পাগল করে দেবে। আপনার কামুকতা আপনার সঙ্গীকে এমন মুগ্ধ করবে যে তিনি একসাতেহ কাটানোর প্রেমপূর্ণ সময়ের আয়োজন করবেন। শুভ দিন হবে

বৃশ্চিকঃআপনার ভালোবাসার মানুষটির প্রতি আপনার প্রেম অবিচল ও অনুগত। আপনি মন থেকে আপনার প্রিয়তমের কথা শুনবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ

ধনুঃ আপনি যদি আর্থিক বিষয় নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে ব্যক্তিগত মতামত থেকে মুক্ত হয়ে আপনার হিসাবনিকাশ দেখতে হবে আপনি দেখতে পাবেন যে কোথায় ভুল হয়েছে ও তা সংশোধন করতে পারবেন।

মকরঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ইতিবাচক বোঝাপড়া বিকাশ করা আপনাকে আবার তাদের প্রেমে পড়তে সাহায্য করতে পারে।

কুম্ভঃ পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আজ আপনি ভাল মেজাজে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যস্ত দিনের পরে, আপনি তাদের সঙ্গে কিছু আনন্দদায়ক মুহূর্তগুলি উপভোগ করতে বাড়িতে ছুটে যেতে পারেন। সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

মীনঃ আপনি মেজাজের দোলাচলে ভুগতে পারেন বলে এটি একটি অনাকাঙ্খিত দিন হতে পারে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে স থাকুন নাহলে পরিস্থিতি অস্থির হযে উঠতে পারে। আপনি দীর্ঘদিনের জন্য অপেক্ষা করে এমন একটি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন বলে

আবহাওয়া

দুর্গোসবের আর মাত্র কিছু দিন বাকি। এই মুহূর্তে কেনাকাটার ব্যস্ততা তুঙ্গে। এই আবহে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ ঘনালেও, দক্ষিণবঙ্গে সেই সম্ভাবনা কম। তবে পুরোপুরি রেহাই দেবে, তেমনও নয়। কলকাতা-সব দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তা জেলার সব জায়গায় হবে না।বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরম আপাতত পিছু ছাড়ছে না। গরমের অস্বস্তি অনুভূত হবে। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রয়েছে গরম ও অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েক দিন চলবে বৃষ্টি। আগামী কিছু দিন বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪৪মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪৪মনিট এবং রাত ১০টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

হুগলি-চুঁচুড়া পুরোসভায় লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ চুঁচুড়া পুরোসভার আর্থিক অবস্থা খুবই সংকটজনক। রাজনৈতিক স্বার্থে গত কয়েক বছরে প্রচুর অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করেছে। এবার তাদের বেতন দিতে নাস্তানাবুদ হচ্ছে পুরোসভা। এমন একটা পরিস্থিতিতে বড়সড় জালিয়াতি করে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ সামনে আসায় শোরগোল পড়েছে। পুরসভার কর দফতরের এক অস্থায়ী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, মিউটেশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যা পুরসভায় জমা পড়ার কথা সেই টাকা নিয়ে মিউটেশন করিয়ে দিয়েছেন কিন্তু টাকা পুরসভার তহবিলে জমা পড়েনি। বিষয়টি নজরে আসতে পুর কর্তৃপক্ষ ওই কর্মচারীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অভিযুক্ত স্বীকার করেন, প্রায় ১৫টি এইরকম মিউটেশন তিনি করিয়ে দিয়েছেন। এক একটি মিউটেশনের ক্ষেত্রে কম করে ২৫-৩০ হাজার টাকা জমা পড়ে পুরসভায়। সেই হিসাব দেখলে কয়েক লক্ষ টাকা আর্থিক তছরুপ হয়েছে বলে অভিযোগ। পুর প্রধান অমিত রায় জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে এই কাজ একজনই করেছে। তাকে শোকজ করা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা থানায় এফআইআর করছি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত যে বা যারা তাদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভিন রাজ্য থেকে ১২ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী এসেছেন বাংলায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত রবিবার হয়ে হয়ে গেছে নবম-দশমের পরীক্ষা আর আজ, রবিবার হচ্ছে একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা। গত দিনের মতো আজও ভিন রাজ্য থেকে এসেছেন বহু পরীক্ষার্থী। গতদিন রাজস্থান থেকে উত্তর প্রদেশ, বিহার-সহ একাধিক রাজ্য থেকে এ রাজ্যের পরীক্ষায় বসেছিলেন অনেকেই। পরিসংখ্যান বলছেন এদিনও দেখা যেতে চলেছে একই ছবি। সূত্রের খবর, ১২ হাজারের বেশি পরিক্ষার্থী এসেছেন বাংলায় পরীক্ষা দিতে। উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ডের পরিক্ষার্থীদের ভিড়ই বেশি বলে জানা যাচ্ছে। হিন্দি মাধ্যমে ৩৭০ শূন্যপদ, তাতেই আবেদন ভিন রাজ্যের ১২ হাজারের বেশি পরিক্ষার্থীদের। আগের দিন হিন্দি মিডিয়ামে আজকের পরীক্ষার শূন্যপদ ছিল ২২৫১। সেই শূন্যপদের জন্যই আবেদনের পাহাড় জমা হয়েছিল। ২০১৬-র পরীক্ষায় হিন্দি মিডিয়ামদের অনুমতি ছিল না বলে খবর। এবারেই প্রথম। এ রাজ্যে এসে অনেকেই তাঁদের রাজ্যের নিয়োগের বেহাল দশা দেখে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। তা নিয়ে রাজনৈতিক রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চাপানউতোরও হয়েছিল। এসএসসি বলছে এবার পরীক্ষায় বসছেন মোট ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার চাকরিপ্রার্থী। এদিন পরীক্ষা হতে চলেছে ৩৬টি বিষয়ের পরীক্ষা। মোট শূন্যপদ ১২ হাজার ৫১৪।

ঐতিহাসিক ১৪ সেপ্টেম্বর স্মরণ- শ্রদ্ধা নিবেদনে কথক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বালুরঘাটের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ১৪ সেপ্টেম্বর। বালুরঘাট দিবস নামে পালিত হয় দিনটি। গত কয়েক বছর থেকে এই দিনটিকে ঘিরে নানান ইতিহাস ও সংস্কৃতি নির্ভর অনুষ্ঠান করে থাকে। ১৪ সেপ্টেম্বর বালুরঘাট দিবস। তার প্রাক্কালে ১৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে কথকের আয়োজনে এই বছর ডাঙ্গি শহীদ বেদীর সামনেই অনুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে 'গান দিয়ে অনুষ্ঠান সূচনা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করে সোমা হুই। তারপর ভারতছাড়ো আন্দোলনের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে শহীদ বেদীতে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মৌমিতা সাহা (দেবব্রত সিংহের 'স্বাধীনতা'), অনিতা কর (দেবেশ ঠাকুরের 'মানচিত্র), রাকেশ প্রামাণিক (অমিতাভ দাশগুপ্তের 'আমার নাম ভারতবর্ষ'), নন্দিতা দাস কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার নির্বাচিত অংশ আবৃত্তি করেন। নিজের লেখা 'সুভাষ মরে নাই, সুভাষ মরে না' কবিতা পাঠ করেন কথকের সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডল। সমাপ্তি সঙ্গীত হিসেবে পরিবেশিত হয় 'ধনধান্য পুষ্পভরা'। স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল মণ্ডল জানান 'আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বালুরঘাট দিবসের এই পালন ভালো লাগলো। শিশু কিশোর কিশোরীরা এতে ইতিহাস সচেতন হবে।'

ভোররাতে হাওড়া ধুলাগড়ে ভয়াবহ আগুন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া ঃ রবিবার ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হাওড়ায়। হাওড়া ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ধুলাগর জালান কমপ্লেক্স এলাকায় একটি তার কারখানার মজুত করা তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন ধরে যায়। আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয় এলাকায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ছুটে আসেন স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। কারখানাটিয় ভোরে আগুন লাগে বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, ওই কোম্পানির নাম কেইসি কারখানা। কারখানার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুদ ছিল। এর ফলে জ্বালানি ট্যাঙ্কের পাশাপাশি কারখানার অন্যত্র আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত জানা গেছে, দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কী থেকে এই অগ্নিকাণ্ড তা খতিয়ে দেখছে দমকল অধিকার। পাশাপাশি কারখানায় অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় কোন হতাহতের খবর না থাকলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনই জানা যাচ্ছে না।

স্ত্রীকে ফিরে পেতে স্ত্রীর প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্ণায় স্বামী

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঙড় ঃ স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁর প্রেমিকের বাড়ির সামনে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজির মাঝ বয়সি এক ভদ্রলোক। প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'আমার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে এক তৃণমূল কর্মী, আমি আমার স্ত্রীকে ফেরত চাই। ঘটনাটি ঘটেছে, ভাঙড়ের ভুমরু গ্রামে। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে ।জানা গেল, ভুমরু গ্রামের বাসিন্দা সালাউদ্দিন মোল্লা স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সংসার করছিলেন। সালাউদ্দিনের পাশের পাড়াতেই থাকেন মোকারেম মোল্লা। দু'জনেই চাষবাস করেন। তবে তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা। সালাউদ্দিন এলাকায় সক্রিয় আইএসএফ কর্মী। আর মোকারেম তৃণমূলের সমর্থক। সালাউদ্দিনের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে মোকারেম মোল্লা। ফলে তিন সন্তানকে নিয়ে অথৈ জলে পড়েছেন সালাউদ্দিন। আর তাই স্ত্রীকে ফিরে পেতে তিনি হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ধর্নায় বসেছেন মোকাররমের বাড়ির সামনে।স্ত্রী ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি এইধর্না চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। সালাউদ্দিন বলেন, 'অনেক দিন ধরেই আমার স্ত্রীর প্রতি কুনজর ছিল মোকারেমের। এর আগেও কয়েক বার স্ত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে সংসারে ফিরিয়ে আনা হয়।কিন্তু হঠাৎ করেই আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। মোকারেম আমার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।'ভোমরু গ্রামের বাসিন্দা মোকারেম বিবাহিত। তিনি আগেও এমন কীর্তি করেছেন বলে অভিযোগ। সালাউদ্দিনের আক্ষেপ, 'আগেও পুলিশকে জানিয়েছিলাম। তাতে কোনও লাভ হয়নি। তাই এ বার আর পুলিশকে জানাব না। মোকাররমের অনেক টাকা আছে, তাই তার হাত ধরে পালিয়েছে স্ত্রী।'তবে বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন আইএসএফ নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য রাইনূর হক। তিনি রবিবার বলেন, তৃণমূলের নেতারা শুধু এলাকায় তোলাবাজি ও দুর্নীতি করেই চুপ থাকছেন না, তাঁরা অন্যের স্ত্রীকে ধরেও টানাটানি করছে। বিষয়টা খুবই নিন্দনীয়।এ ব্যাপারে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল ওদুত বলেন,এটা একটা পারিবারিক বিষয়। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নেই। দুটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কার সাথে থাকবে, কোথায় যাবে, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।তবে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মহেশতলার প্রাচীন পুজো বন্ধের মুখে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ২৪ পরগনার অন্যতম পুজো মহেশতলার এই পুজো। ৭২ বছর ধরেই এই পুজো হয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু ও ত্রাণ দপ্তরের একটি পরিত্যাক্ত জমিতে। কিন্তু এ বছর পুরসভা ও পুজো কমিটির জমি বিবাদের জেরে বন্ধ হওয়ার জোগাড় দুর্গাপুজো। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা মহেশতলা পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে কল্যাণ সমিতির। এবার তাদের পুজো ৭২ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ ডিপার্টমেন্টের জমিতে ৭২ বছর ধরে পুজো হয়। কিন্তু মহেশতলা পুরসভা দাবি করছে, উদ্বাস্তু বিভাগ তাদের এই জমি দিয়ে দিয়েছে। সেই কারণে এই জমিতে একটি কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যে এই জমিজট পৌঁছে গিয়েছে কোর্টে। একক বেঞ্চ জানিয়েছে যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্ধারণ হচ্ছে জায়গাটি কার, ততদিন পর্যন্ত পুজো যেখানে হয়ে আসছে সেখানেই হবে। আদালতের নির্দেশে এরপর পুজো উদ্যোক্তারা এগিয়ে গিয়েছিলেন। অর্ধেক মণ্ডপ তৈরি হয়েও গিয়েছিল। তবে পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, মহেশতলা পৌরসভার চেয়ারম্যানের গাজোয়ারিতে তালা পড়েছে মাঠের দু'টি গেটে। বন্ধ মণ্ডপ। উদ্বেগে পুজো উদ্যোক্তারা। বুঝে উঠতে পারছে না পুজো আদৌ হবে কি না। বিধায়ক তথা পৌরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাস বলেন, 'এই জায়গাটি আর.আর ডিপার্টমেন্টের। তারা পৌরসভাকে দায়িত্ব দিয়েছে। পৌরসভা এখানে চাইছে কমিউনিটি হল তৈরি করতে। কিন্তু পুজো উদ্যোক্তারা বাধা দিচ্ছে।' পুজো আদৌ এখানে হবে কি না, সেই বিষয়ে তিনি বলেন, 'পুজো কোথায় হবে তা বলতে পারব না।'

৫ মার্চ নেপালে জাতীয় নির্বাচন হবে - ঘোষণা সুশীলা কারকির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দেশের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের দাবি সকলের। কিন্তু বাংলাদেশে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইউনুস কিছুতেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন নি। অথচ নেপালের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দিনই ঘোষণা করে দিল ভোটের দিন। আগামী ৫ মার্চ ভোট। এদিকে শপথ নেওয়ার পরই সুশীলাকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। উঠে আসছে তাঁর স্বামীর অতীত 'দুষ্কর্ম'। বেশ কয়েক বছর আগে নেপালে এক বিমান অপহরণের ঘটনায় যুক্ত ছিলেন সুশীলার স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সুবেদী। সেই অপরাধে জেলও খাটতে হয় তাঁকে। শুক্রবার সুশীলাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইম্ফলের সভা থেকে মোদি বলেন, 'নেপালের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য সুশীলা কারকিকে অভিনন্দন জানাই। আমার বিশ্বাস তিনি নেপালে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করবেন।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডলে সুশীলাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নেপালের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে এবং তাঁদের মানুষের সঙ্গে এ রাজ্যের বাসিন্দাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। প্রতিবেশী হিসাবে আমরা এই গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আগামীদিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।' মোদি এদিন নেপালের 'জেন জি 'কেও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান, সম্মানিত হলেন ২২ জন বিদ্বান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা বারাণসী, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান স্বরূপ ভারতীয় ভাষা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ২২ জন বিদ্বান। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে আয়োজিত তপঞ্চ প্রণ স্বভাষা ও বিকশিত ভারতদ অনুষ্ঠানে ২২ জন বিদ্বানকে বিশেষ এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়।এই ২২ জনের মধ্যে রয়েছেন হিন্দুস্থান সমাচার-এর কলকাতা ব্যুরোর প্রধান সন্তোষ মধুপও। বিশিষ্ট সাংবাদিক সন্তোষ মধুপকে ভারতীয় ভাষা সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। এছাড়াও সম্মানিত হন ডঃ অনিল কাশীনাথ সার্জে (মারাঠি), ডঃ এম সন্তোষ কুমার (তামিল), ডঃ কুলদীপ সিং (পাঞ্জাবী), ডঃ মতিলাল গুপ্ত 'আদিত্য' (হিন্দি), ডঃ শীলবন্ত সিং (সিভিল সার্ভিসেস), ডঃ সি. শিবকুমার স্বামী (কন্নড়), অধ্যাপক দেবাশীষ পাত্র (বিটিএফ), অধ্যাপক দেবাশীষ পাত্র (বিএফ)। ব্রিজভূষণ ওঝা (সংস্কৃত), বিনায়ক ব্যানার্জী (বাংলা), ডক্টর ভাগ্যেশ বাসুদেব ঝা (গুজরাটি), মনোজ 'ভাবুক' (ভোজপুরি), ডক্টর প্রেমরাজ নেপানে (নেপালি), ডক্টর বিকাশ জ্যোতি বোরঠাকুর (অসমীয়া), ডক্টর শিবানী বিটান (নিজেল ভাষা), ড. ডঃ রামকুমার ঝা (মৈথিলী ভাষা), সুন্দর দাস গোহরানি (সিন্ধি), নবনীত কুমার সেহগাল, ডঃ নীলাক্ষী চৌধুরী (আইন ও বিচার), ডঃ সৌরভ রায় (সাংবাদিকতা) প্রমুখ। উল্লেখ্য, বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে আয়োজিত হল তপঞ্চ প্রণ স্বভাষা ও বিকশিত ভারতদ কর্মসূচির। উত্তর প্রদেশের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক নগরী কাশীতে হিন্দুস্থান সমাচারের উদ্যোগে শনিবার মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠের গান্ধী স্টাডি সেন্টার মিলনায়তনে ভারতীয় ভাষা সমাগম ২০২৫-এর আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন বিশিষ্টরা। প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ আরএসএস প্রচারক তথা শিক্ষাবিদ অতুল ভাই কোঠারি, বিধায়ক নীলকণ্ঠ তিওয়ারি প্রমুখ।

এসএসসি শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা আজ, তৎপর গোটা রাজ্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা কলকাতা ঃ আজ, শনিবার রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রায় হাজার হাজার পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিতে বসেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তার জন্য প্রশাসন আগেভাগেই নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রথম দফার পরীক্ষায় যেমন প্রচুর ভিড় দেখা গিয়েছিল, আজকের পরীক্ষাতেও সকাল থেকেই কেন্দ্রের বাইরে পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এদিন মূলত নবম-দশম শ্রেণির জন্য সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এসএসসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য কড়া নজরদারির ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ইত্যাদি নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পরীক্ষার সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বহুমুখী সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। এসএসসি সূত্রে খবর, প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। প্রশাসনও পরিস্কার জানিয়েছে, পরীক্ষার সময় কোনো প্রকার অনিয়ম ধরা পড়লে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে পরীক্ষার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু প্রার্থী কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আসেন। ট্রেন ও বাসে সেই চাপ চোখে পড়ার মতো ছিল। প্রার্থীদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক চাপ থাকলেও, তাদের অনেকেই জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর এই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে তাঁরা স্বস্তি বোধ করছেন। একজন পরীক্ষার্থী জানান, 'আমরা এতদিন ধরে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। অবশেষে সুযোগ এসেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই একটু টেনশন থাকছে। তবে আশা করছি সব ঠিকঠাক হবে।' প্রথম দফার পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে আরও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অভিভাবকরা পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন এবং সন্তানদের উৎসাহ জুগিয়েছেন। বেশ কিছু পরীক্ষার্থীকে সকাল সকাল কেন্দ্রের সামনে পৌঁছে বসে থাকতে দেখা যায়, যাতে সময়মতো পরীক্ষায় অংশ নিতে কোনো সমস্যা না হয়। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া পুরোপুরি স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যেই বহু স্কুলে শিক্ষক শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। সেই ঘাটতি পূরণেই এসএসসি নিয়োগের উদ্যোগ নিচ্ছে। এই পরীক্ষা শেষ হলে শিগগিরই ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং যোগ্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। আজকের পরীক্ষা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। কারণ, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে রাজ্যে অতীতে একাধিক বিতর্ক সামনে এসেছে। আদালতেও এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা চলেছে। তাই এ বার নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষামহলের একাংশ মনে করছেন, যদি এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, তবে বহু যোগ্য প্রার্থী স্কুলে শিক্ষকতার সুযোগ পাবেন এবং শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন জোয়ার আসবে।

যাদবপুর কাণ্ডে রাজ্যপালকে দায়ী করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা কলকাতাঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনাকে ঘিরে ফের উত্তাল রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গন। এ বার সরাসরি রাজ্যপাল সি.ভি. আনন্দ বোসকে ন্দ্ধদ্রদ্মত্র করে মন্তব্য করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শনিবার তিনি স্পষ্ট জানালেন, যাদবপুরের ঘটনায় রাজ্যপালের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে এবং এই ঘটনার নৈতিক দায় এড়াতে পারেন না তিনি। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। ছাত্রের পরিবার ও সহপাঠীদের অভিযোগ, ছাত্রাবাসের ভেতরে র্যাগিং ও মানসিক চাপে ওই ছাত্র আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। এরপর থেকেই গোটা রাজ্যজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিরোধীরা শাসক দলের দিকে আঙুল তোলে। তবে শিক্ষামন্ত্রী এ দিন অন্য সুরে রাজ্যপালের ভূমিকাকেই কাঠগড়ায় তুললেন। ব্রাত্য বসুর বক্তব্য অনুযায়ী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যপালের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে সরাসরি দায়িত্বশীল। তবুও ঘটনাটিকে ঘিরে রাজ্যপালের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় বলে মনে করছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। কিন্তু রাজ্যপাল কোথায় ছিলেন? কেন তিনি দায়িত্ব নিলেন না?' তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যপাল সচেতনভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানা সমস্যা তৈরি করছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যখনই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখনই রাজ্যপাল প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এর ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে।' তাঁর দাবি, রাজ্যপাল নিজের সাংবিধানিক সীমা অতিক্রম করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সক্রিয় হচ্ছেন। বিরোধীদের তরফে অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে। তাঁদের মতে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে যদি নিরাপত্তার অভাবে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, তবে শিক্ষা দফতর ও শাসক দলই দায়ী। রাজ্যের প্রশাসন ও শিক্ষামন্ত্রীর দিকেই প্রশ্নের আঙুল বিরোধী শিবিরের। ব্রাত্য বসুর বক্তব্যে পরিষ্কার, রাজ্য সরকার এই ঘটনার দায় রাজ্যপালের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ঘটনার পর থেকে আন্দোলনে নেমেছে। তাঁদের দাবি, কড়া হাতে র্যাগিং রোখা হোক ও প্রশাসন দায়িত্বশীল ভূমিকা নিক। অন্যদিকে, ছাত্র সংগঠনের একাংশের অভিযোগ, ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার ও রাজ্যপালের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে, অথচ মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে টানাপোড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত; সব ক্ষেত্রেই দু'পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই দ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে এসেছে। বিশ্লেষকদের মতে, শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্য নিছক আবেগপ্রবণ নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বার্তাও দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার চাইছে এই দুঃখজনক ঘটনার নৈতিক দায় রাজ্যপালের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। অন্যদিকে, রাজ্যপালের দপ্তর সূত্রে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে, তা নিয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তিত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের দাবি, রাজনৈতিক দোষারোপ নয়, বরং কার্যকরী পদক্ষেপ প্রয়োজন। তাঁদের বক্তব্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ছাত্রাবাসে কড়া নজরদারি চালানো এবং র্যাগিং-এর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা এখনই দরকার।

যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুকে ঘিরে প্রশ্ন তুললেন অনামিকার বাবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা কলকাতা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এখনও থামেনি আলোড়ন। গোটা রাজ্য জুড়ে ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ বাড়ছে। এ বার সরাসরি প্রশ্ন তুললেন মৃত ছাত্র অনামিকার বাবা। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে, যার উত্তর এখনও পর্যন্ত পাননি তিনি। অনামিকার বাবা স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে গভীর রহস্য। তিনি অভিযোগ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনে র্যাগিং ও মানসিক চাপের কারণে এমন পরিণতি ঘটেছে। তাঁর কথায়, তআমার মেয়ের মৃত্যুতে যারা দায়ী, তারা এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা উত্তর চাই, আমরা ন্যায় চাই।দ প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে এক নবীন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সহপাঠীরা অভিযোগ করেছিলেন, লাগাতার মানসিক নির্যাতন ও র্যাগিং-এর জেরে ছাত্রটি চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিবারও সেই অভিযোগকেই সমর্থন করছে। অনামিকার বাবা মনে করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে একটি অসুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'আমরা আমাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাই, কিন্তু সেখানে যদি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না থাকে, তবে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতেই থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও গাফিলতিই এই ঘটনার মূল কারণ।' বিভিন্ন সংগঠন ক্যাম্পাসে লাগাতার প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের দাবি, র্যাগিং রুখতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে। অন্যদিকে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও রাজ্য সরকারকে skope করে তীব্র সমালোচনা শুরু করেছে। তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আইনের শাসন নেই, আর সেই কারণেই বারবার এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। অনামিকার বাবা অভিযোগ করেছেন, প্রশাসনের তরফে সঠিক তদন্ত হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, 'আজ পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি আমার মেয়ের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী। যদি সত্যিই তদন্ত সঠিকভাবে চলত, তবে এতদিনে সত্য বেরিয়ে আসত। আমাদের পরিবার ন্যায়বিচার চাইছে, কিন্তু তা কোথাও মিলছে না।' রাজনৈতিক মহলে মনে করা হচ্ছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যুতে ক্রমেই চাপ বাড়ছে। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে চাইছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই ঘটনাটি শুধু একটি মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার নিরাপত্তা এবং পরিবেশের ওপর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে ক্ষুব্ধ, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁদের মনে ভয় এবং আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শৃঙ্খলা রক্ষার দাবি উঠলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। অনামিকার বাবা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, 'আমি চুপ করে বসে থাকব না। যতদিন না মেয়ের মৃত্যুর রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে এবং অপরাধীরা শাস্তি পাচ্ছে, ততদিন লড়াই চালিয়ে যাব।' তাঁর এই বক্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

বাঘের আক্রমণে মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ঃ হাইকোর্টের নির্দেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুন্দরবনের অরণ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আক্রমণে প্রায়শই বহু মানুষের প্রাণ যায়। বনজীবী এবং স্থানীয়দের কাছে এই আতঙ্ক নতুন কিছু নয়। তবে এতদিন পর্যন্ত তাঁদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিয়ে নানা জটিলতা এবং অনিশ্চয়তা তৈরি হতো। অবশেষে কলকাতা হাইকোর্ট এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় শুনিয়েছে। আদালত জানিয়েছে, বাঘের আক্রমণে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে রাজ্য সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মৃত্যুর কারণ যদি বাঘের আক্রমণ হয়, তবে পরিবারকে আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরই। বিচারপতি জানিয়েছেন, সুন্দরবনের মতো ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিদিন প্রাণের ঝুঁকি নেন। বনজীবীরা মধু সংগ্রহ করেন, মাছ ধরতে যান কিংবা জঙ্গল ঘেঁষে জীবিকা চালান। সেই সময় বাঘের আক্রমণের ঘটনা ঘটে গেলে তার দায় সংশ্লিষ্ট পরিবারকে একা বহন করতে হবে, এমনটা হতে পারে না। এই রায়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। বহু বছর ধরেই সুন্দরবনের বাসিন্দারা অভিযোগ করে আসছেন, বাঘে খাওয়া মৃত্যুর পরেও তাঁদের পরিবারকে সরকারি আর্থিক সাহায্য মেলেনি। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারকে দোষারোপ করে ক্ষতিপূরণ আটকে রাখা হতো। আদালত এবার সেই প্রথার অবসান ঘটাল। আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন, বনজীবীদের জীবনের ঝুঁকি সর্বজনবিদিত। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য রাজ্যের তরফে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। উপরন্তু, মৃত্যুর পরে যদি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হয়, তবে তা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। আদালত সেই যুক্তিকে সমর্থন করে রায় দেয়, ক্ষতিপূরণ প্রত্যেক পরিবারের প্রাপ্য। প্রশাসনের একাংশ মনে করছে, এই রায়ের ফলে ক্ষতিপূরণের বোঝা বাড়বে। তবে পরিবেশবিদদের মতে, আদালতের এই সিদ্ধান্ত মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত জরুরি। তাঁরা বলছেন, যাঁরা প্রকৃতির ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটান, তাঁদের পাশে দাঁড়ানো সরকারের কর্তব্য। গ্রামাঞ্চলে এখন থেকেই আলোচনা শুরু হয়েছে যে, এই রায় কার্যকর হলে বহু বিধবা নারী ও অসহায় পরিবার অন্তত আর্থিকভাবে কিছুটা স্বস্তি পাবেন। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীই বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারান। ফলে পরিবার প্রায় ভেস্তে যায়। ক্ষতিপূরণের টাকা তাঁদের নতুন করে বাঁচার সাহস জোগাতে পারে। এই রায়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, এতদিন রাজ্য সরকার ইচ্ছে করেই ক্ষতিপূরণের প্রাপকদের বঞ্চিত করেছে। আদালতের নির্দেশে সরকারের গাফিলতি প্রকাশ্যে এল। অন্যদিকে শাসক শিবিরের বক্তব্য, সরকার সবসময় বনজীবীদের পাশে থেকেছে এবং আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হবে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে খবর পৌঁছতে শুরু করেছে যে, এবার হয়তো ন্যায়বিচার মিলবে। স্থানীয়রা মনে করছেন, আদালতের রায় তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের পথ খুলে দিল।

প্রতিবাদে নিহত যুবকের বাড়িতে ফিরহাদ হাকিম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা কলকাতা ঃ একবালপুরে প্রতিবাদের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত যুবকের মৃত্যু ঘিরে যখন এলাকায় উত্তেজনা চরমে, তখন শনিবার সন্ধ্যায় নিহতের বাড়িতে উপস্থিত হলেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং আশ্বাস দেন, রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে তাঁদের পাশে থাকবে। প্রসঙ্গত, একবালপুর এলাকায় শুক্রবার রাতে স্থানীয় ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদে নেমেছিলেন কয়েকজন যুবক। সেই সময় পুলিশ ও প্রতিবাদকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ গুলি চালালে ওই যুবক গুরুতর আহত হন এবং পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই গোটা এলাকায় ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদকারীদের দাবি, পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের কারণেই এই মৃত্যু হয়েছে। এদিন নিহত যুবকের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি শোক জ্ঞাপন করে বলেন, 'একজন তরুণের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিবারের পাশে আছি, আর সরকারও এই পরিবারকে একা ছেড়ে দেবে না।' অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, পুলিশ যদি সংযম দেখাত, তবে এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটত না। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিরোধীরা সরাসরি রাজ্য সরকার ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁদের দাবি, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ দমনে পুলিশের এ ধরনের পদক্ষেপ মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। অন্যদিকে শাসক শিবিরের তরফে দাবি করা হয়েছে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ বাধ্য হয়েছে ব্যবস্থা নিতে। তবে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই সূত্রে খবর। ফিরহাদ হাকিম এদিন নিহতের পরিবারকে আশ্বাস দেন, তাঁদের নিরাপত্তা ও আর্থিক দিকটিও খতিয়ে দেখা হবে। তিনি বলেন, তএই ক্ষতি কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে সরকার চেষ্টা করবে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে।দ তাঁর এই বক্তব্যে পরিবার কিছুটা সান্ত্বনা পেলেও, তাঁরা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, তাঁরা ন্যায়বিচার চান। এদিকে ঘটনার পর থেকে একবালপুর এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। রাস্তায় টহলদারি চলছে এবং স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে প্রশাসন। তবে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ এখনো প্রশমিত হয়নি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৮৫ সংখ্যা, সোমবার, ২৯ ভাদ্র, ১৪৩২

রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক

ডাঃ মহেন্দ্রলাল বললেন আমার ভিজিট বত্রিশ টাকা। দুই ভাই বিস্ময়ে চোখাচোখি করল। এই টাকা দিতে তারা যে অপারগ এমন নয় কিন্তু ইংরেজ ডাক্তাররা যেখানে ষোলো টাকা পর্যন্ত ফি নেয় সেখানে এই বঙ্গসন্তান চিকিৎসক চাইছেন দ্বিগুণ অর্থ। তাছাড়া অ্যালোপ্যাথদের তুলনায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের ফি অনেক কম! দ্বিধান্বিতভাবে মণিভূষণ পার্স খুলতে মহেন্দ্রলাল বললেন এখন থাক। তিন দিন পরে রুগী নিজে আমার চেম্বারে যাবে ওষুধ নিতে। যদি যেতে না পারে আমার একটা পয়সাও লাগবে না। রোগ না সারিয়ে মহীন সরকার পয়সা নেয় না। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম হয়। জন্মস্থান হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে। বাবার নাম তারকনাথ, মায়ের নাম অঘোরমণি। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার কিংবদন্তি চিকিৎসক, তাঁকে ঘিরে প্রচলিত নানা কাহিনী। মেডিকেল কলেজের নামজাদা ছাত্র এম ডি পাশ করেছিলেন প্রথম হয়ে। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক হয়ে প্রথম জীবনে টক্কর দিতেন সাহেব ডাক্তারদের। এদেশের বিজ্ঞান প্রসারের জন্য তিনি 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু নিজের জীবনে আশ্চর্য রকমের একটি পরিবর্তন হল। হোমিওপ্যাথির তীব্র বিরোধী ছিলেন তিনি এখন অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হয়েছেন। মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে রোগী রোগীই। আপনি,আজ্ঞে না বলে সবার সঙ্গে তুমি তুমি করে কথা বলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের গলা পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের সামনে বসানো হয়েছে, বললেন কই দেখি হাঁ করো! ডাক্তারের এক সহকারী একটা লন্ঠন উঁচু করে ধরে তাঁর পাশে বসে আছেন। রামকৃষ্ণ ছোট হাঁ করেছেন, মহেন্দ্রলাল ঠিক মত দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি বললেন আরও বড় হাঁ করো। সেই অবস্থায় রামকৃষ্ণ পরমহংস কিছু কথা বলতে যেতে মহেন্দ্রলাল বললেন জিভ নাড়লে আমি কি ভাবে দেখবো! তিনি রামকৃষ্ণের জিভ চেপে ধরেছিলেন। প্রসঙ্গ উঠলে বলতেন না না গরুর জিভ টানার মতন টেনেছিল। মহেন্দ্রলাল ধুতি, চাদর আর চটি পরতেন। মাংস-পেঁয়াজ খেতেন না। শুধু মাছ খেতেন। বাড়িতে অনেক গরু ছিল। প্রচুর দুধ হত। দামি ঘোড়ার গাড়ি ও ভাল ঘোড়া ছিল তাঁর। কারণ সারা দিন বিভিন্ন জায়গায় রোগী দেখতে ও বক্তৃতা দিতে ছুটতে হত। আর ছিল বিরাট লাইব্রেরি। সময় পেলেই লেখালিখি করতেন। স্কুল জীবনে কখনও দ্বিতীয় হননি। কৃতিত্বের সঙ্গে ১৮৬০ সালে মেডিসিন ও সার্জারিতে লাইসেনসিয়েট (এলএমএস) পাশ করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এমডি। আধুনিক ভারত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে চিরদিন মনে রাখবে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসারে তিনি ১৮৭৬ সালে ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞান সংস্থা 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্সে প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন সেই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করেই পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন।

নেপাল রাজনীতি

১৯৫১ সালের কথা। নেপালের রাজা বীর বিক্রম শাহ অভাবনীয় এক প্রস্তাব দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে। জানালেন, ভারত গণরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুক নেপাল। আন্তর্জাতিক তথা ভূরাজনৈতিক দিক থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূল প্রস্তাব অভাবনীয় ছিল তো বটেই। কিন্তু নেহেরু এমন প্রস্তাব দিলেন ফিরিয়ে। ফলে হাত ছাড়া হল নেপাল। ১৯৮৮ সালের কথা। নেহেরু ও ইন্দিরার উত্তরাধিকারী ছিলেন রাজীব। মায়ের পর গদি পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর। ওইসময় নেপাল সফরে গেলেন তিনি। কিন্তু পশুপতিনাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে পেলেন বাধা। মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। স্ত্রী সোনিয়া হিন্দু নন। অপমানটা ভুলতে পারেননি রাজীব। দেশে ফিরেই ২১টি বর্ডার ক্রসিংয়ের ১৯টি দিলেন বন্ধ করে। ভারত থেকে নেপালে সব্জী সহ বিভিন্ন জিনিস রপ্তানিতে লাগলেন রাশ। নেপালের রানা তখন চীন থেকে কিছু সমরাস্ত্র কিনেছিলেন। এই অজুহাতে, মহামহিম রাজা বীরেন্দ্রকে চাপে রাখতে ক্রমশ নেপালে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করলেন রাজীব। নেপাল থেকে রাজতন্ত্রকে উৎখাত না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। তবেই হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে নেপালের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে, প্রাণ জুড়াবে। রাজতন্ত্রকে উৎখাত করার কাজে লাগলেন 'র'কে। নেপালে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি ভারতবিরোধী প্রোপাগান্ডা তৈরির এমন সুবর্ণ সুযোগ লুফে নিল চীন। 'র'-এর অমরভূষণ নিযুক্ত হলেন নেপাল অভিযানে। মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দাহল তথা প্রচণ্ডকে সমর্থন ও উস্কানি দিয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তিগুলোকে একজোট করে তোলার কাজে মদত দিতে শুরু করল 'র'। জাতীয় স্বার্থ নয়, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে। এই ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে ইন্দিরার মৃত্যুর পর শিখ নিধনে মেতেছিল কংগ্রেস বড় গাছ পড়ে মাটি কাঁপার গপ্পো শুনিয়েছিলেন রাজীব। ১৯৯৬ সালের কথা। কংগ্রেস কিন্তু গান্ধী পরিবারের লক্ষ্য থেকে সরেনি। কখনো সরকারে থেকে কখনো সমর্থনে থেকে নিজেদের কাজ ঠিক করে গেছে। ৯৬ সালে নেপালের মাওবাদীরা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে করল গণযুদ্ধ ঘোষণা। নেপাল চীন, পাকিস্তানের ঘাঁটি হয়ে উঠতে শুরু করে তখন থেকেই। ২০০১ সালে রাজা বীরেন্দ্রের পুরো রাজপরিবারকে হত্যা করা হয়, যার মধ্যে তাঁর স্ত্রী এবং কিছু আত্মীয়স্বজনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার ভাই রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে রাজার সিংহাসনে বসানো হয়। রাজা জ্ঞানেন্দ্র সংসদ ভেঙে দেন কিন্তু ২০০৬ সালে আরেকটি গণআন্দোলন সংঘটিত হয় এবং সংসদ পুনর্বহাল করা হয়। জ্ঞানেন্দ্র সংসদ ভেঙে জরুরি অবস্থা জারি করল। কংগ্রেস সরকার বলল, যদি রাজতন্ত্র টিকে থাকে ভারত সমর্থন প্রত্যাহার করবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

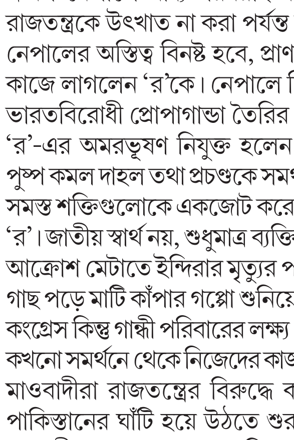

মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো নরেনের গানে বিহ্বল হয়ে যেতেন। নরেনের ভক্তিগীতি শুনে ঠাকুর আবার জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। তাঁর জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। ঠাকুর বলতেন, নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। সব কিছুর মূলে রয়েছেন মা ভবানী। তিনি সবাইকে পরিচালিত করছেন। তার শক্তির দ্বারাই বলিয়ান হচ্ছেন সবাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন আমার নিজের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মা সারদা দেবী বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি। ঠাকুরও ভালোভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যা হলেও গানের আসর বসতো নাটমন্দিরে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপনে আর্থিক সহায়তায় জাদুকর পিসি সরকার

বিশেষ প্রতিবেদক

অনেক পুরোনো দিনের কথা শিয়ালদার সরস্বতী প্রেসে তখন প্রায়ই বিকেলবেলা বসত এক আড্ডার আসর আড্ডার আসরে প্রায়ই যেতেন এক উঠতি জাদুকর নাম প্রতুলচন্দ্র সরকার আর সরস্বতী প্রেসে সেই সময় দরকারি কাগজপত্র ছাপানোর জন্যে প্রায়ই আসতেন সুভাষচন্দ্র বসু। প্রতুল চন্দ্র সরকারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু-র আলাপ সেখানেই। শিক্ষিত বাঙালি হয়েও প্রতুল ব্রিটিশদের গোলামি না করে ম্যাজিক দেখিয়ে স্বাধীনভাবে নতুন কিছু করার চেষ্টা করছেন সেটা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র বসু হয়ে উঠলেন প্রতুলচন্দ্রের সুভাষদা। ধীরে ধীরে দুজনের গড়ে উঠল সখ্যতা ..সরস্বতী প্রেসের সেই আড্ডায় প্রায়ই অনেকে প্রতুলচন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করতেন ম্যাজিক দেখাতে । কিন্তু রাজি হতেন না প্রতুল ঊ বলতেন, ম্যাজিক দেখানো হয় মঞ্চে, এখানে না। অনেক অনুরোধের পরেও সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন প্রতুলচন্দ্র। নাছোড়বান্দা বন্ধুরা প্রতুলের এইসব যুক্তি মানতেন না। তারা প্রতুলের আড়ালে ধরলেন সুভাষচন্দ্র বসু-কে। 'আপনি বললে ও দেখাবে। আপনার কথা অমান্য করতে পারবে না।' সুভাষচন্দ্র এরপর দুই একবার হালকা অনুরোধ করলেন কিন্তু প্রতুল রাজি হলেন না। একদিন প্ল্যান করা হল, ওকে রাগিয়ে দিতে হবে যাতে বাধ্য হয়ে ম্যাজিক দেখায়। পরিকল্পনামত আড্ডার সময় সুভাষচন্দ্র বললেন,প্রতুল আজ আর মন লাগছে না,একটা ম্যাজিক দেখাও। সবিনয়ে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন প্রতুলচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র বললেন,দেখাবে কি করে ! বড়দের ম্যাজিক তুমি জানো না ঊ যা দেখাও ওই বাচ্চাদের জন্যেই ঊ এই কথাতেই কাজ হল। ক্ষেপে গেলেন প্রতুল, বললেন,কি আমি ম্যাজিক জানি না ! দিন আপনার রুমালটা। এই বলে সুভাষচন্দ্র বসুর রুমালটা নিয়ে দেখালেন বেশ কয়েকটা অসাধারণ ম্যাজিক মুগ্ধ হলেন সুভাষচন্দ্র। বললেন, প্রতুল একদিন তুমি অবশ্যই বড় হবে, বিশ্বজোড়া খ্যাতি হবে তোমার। তবে তোমাকে একটু রেগে উঠতে হবে,রাগলেই তুমি হবে বিশ্বজয়ী। জাপানে যাওয়ার ব্যাপারটাও প্রতুলচন্দ্র সরকারের মাথায় প্রথম ঢোকান সুভাষচন্দ্র বসু। বারবার বলতেন,ইংল্যান্ড গিয়ে লাভ নেই। ওরা নেটিভদের সম্মান দেয় না।তুমি জাপানে যাও,সম্মান পাবে ।দেখা হলেই প্রতুলকে জিজ্ঞেস করতেন,কবে যাচ্ছ জাপান ? কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না । প্রতুল তখন উঠতি জাদুকর, পরিচিতি নেই,অর্থ নেই। এসব ভাবতে ভাবতেই একদিন চৌরঙ্গী থেকে হেঁটে আসছিলেন প্রতুল। হঠাৎ একটা কালো অস্টিন গাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল। সুভাষচন্দ্র গাড়ি থেকে বললেন,প্রতুল কোথায় যাচ্ছ ? আমার গাড়িতে এসো,আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। প্রতুল প্রথমে রাজি হলেন না। সুভাষচন্দ্র বললেন,আমি বলছি,তুমি এসো । গাড়িতে উঠলেন প্রতুলকে সুভাষচন্দ্র বললেন,শোনো রাস বিহারীর সাথে কথা হল। তুমি

জাপান চলে যাও। জাপানে ম্যাজিক দেখিয়ে নিজেও উপার্জন কর, রাসবিহারীকেও কিছু টাকা তুলে দাও। এরপর আর জাপানে যাওয়া নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবেননি প্রতুল। প্রস্তুতি শুরু করলেন জাপানে যাওয়ার। তিল তিল করে জমানো পয়সা আর সুভাষচন্দ্র বসুর আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে প্রতুল জাপানে যাওয়ার জাহাজে উঠলেন। যাত্রীবাহী বিলাসবহুল জাহাজে ভাড়া বেশি, তাই মালবাহী জাহাজে চড়লেন প্রতুলচন্দ্র। খদ্দের ডেকের যাত্রী ছিলেন প্রতুল। জাপানে জাহাজ পৌঁছানোর কিছুদিন আগে শুরু হল সামুদ্রিক ঝড় বৃষ্টি। ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন কেবল যাত্রীরাই ভিতরে যেতে পারবেন। ডেকে রাখতে হবে সঙ্গের জিনিসপত্র,বাক্স কিন্তু প্রতুলের কাছে নিজের ম্যাজিক বাক্স ছিল জীবনের সব কিছু। যেহেতু ম্যাজিক বাক্স নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না তাই ম্যাজিক বাক্স আঁকড়ে ধরে ডেকেই বসে রইলেন প্রতুল। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাক্স আঁকড়ে ডেকেই রাত কাটালেন তিনি। পরদিন সকালে একজন সহৃদয় ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন,আপনি সারারাত এই বাক্সটি আঁকড়ে ধরে বৃষ্টিতে ভিজলেন। কি আছে এই বাক্সতে ঊ প্রতুল বললেন,আমার জীবন। এই বাক্স না থাকলে আমার থাকা না থাকা সমান। প্রতুলচন্দ্রের এই কথা শুনে তখন যাত্রীরা জড়ো হয়ে গেছেন। শুরু হয়ে গেছে জল্পনা। কেউ বলছেন বাক্সে আছে সোনা,কেউ বলছে ওই বাক্সে চালান করা হচ্ছে ব্রিটিশ বিরোধী গোপন নথিপত্র, কারও সন্দেহ ওই বাক্সে আছে পিস্তল বা রিভলভার। অবশেষে আত্মসমর্পণ করলেন প্রতুলচন্দ্র। তবে সজ্ঞানে নয়, অজ্ঞানে। সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর এসে যায় প্রতুলের, বেহুঁশ হয়ে যান প্রতুল। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় জাহাজের ঘরে। সেখানে কয়েক দিন পর সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি ইতিমধ্যে ঝড় থেমে গেছে। জাহাজ পৌঁছে গেছে কোবে বন্দর। প্রতুল দেখলেন তাঁর বাক্সটি তাঁর কাছে আর নেই। দুঃখ ও হতাশা গ্রাস করল প্রতুলকে। এমনিতেই নতুন দেশ, তারপরে ম্যাজিক দেখার বাক্সও নেই। প্রতুল পড়লেন মহা বিপদে। ভাবতে লাগলেন কি করবেন। মনে এসে গেল সুভাষ চন্দ্র বসুর কথা, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। প্রতুল ভাবলেন তিনি লড়াই ছাড়বেন না, স্বাধীনতার জন্যে অর্থসাহায্য তাঁকে করতেই হবে। নেমে পড়লেন বন্দরে। এদিকে ভিসা-ও চুরি হয়ে গেছে প্রতুলের। কয়েকদিন অভুক্ত থাকায় শরীর দুর্বল। বন্দরে নামলেই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল আপনার ভিসা কোথায়,আর এখানে কি করতে এসেছেন ? প্রতুল বললেন ভিসা নেই,আমি ম্যাজিক দেখাই। বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতুলকে জাপানে ঢুকতে বাধা দিলেন। প্রতুল বললেন,আমাকে যেতে হবেই,আমি লিখে দিচ্ছি আমি ম্যাজিক দেখাবো না কিন্তু শুধু আমাকে দেশে ঢোকার অনুমতি দিন। বন্দর কর্তৃপক্ষ নতুন ভিসা দিল আর উপরে লিখে দিল ম্যাজিক দেখিয়ে ব্যবসা করা যাবে না। সেই ভিসা নিয়ে জাপানে প্রবেশ করলেন প্রতুল। প্রতুলকে সেইসময় সাহায্য করেছিলেন এক প্রবাসী বাঙালি ভদ্রলোক। তিনি খবর নিয়ে জানতে পারলেন তিনদিন পর ম্যাজিশিয়ান ক্লাবে জাদুকরদের এক সভা বসছে। তবে জাপানি জাদুকরদের নাক উঁচু। ওরা বিদেশীদের পাত্তা দেয় না। প্রতুলকে নিজের প্রতিভায় জয় করতে হবে ওদের মন। প্রতুল নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছালেন সেই সভায় জাপানের জাদুকররা মানতে চাইলেন না প্রতুল জাদুকর। প্রতুল বললেন তাঁর ম্যাজিক বাক্স চুরি হয়ে গেছে। জাপানি ম্যাজিশিয়ানরা বললেন,আপনি ম্যাজিক দেখান। আমরা আপনার সব শো-র ব্যবস্থা করে দেব ।১৯৩৭ সালের ২০ জুন প্রতুলের প্রথম শো হল জাপানে। দেখালেন বিখ্যাত খেলা এক্স-রে আই ।প্রথমে ময়দার তাল তারপর রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হল প্রতুলের। কিন্তু এরপরেও সামনের বোর্ডে যা লেখা হল সব বলে দিলেন প্রতুল। হুলস্থুল পড়ে গেল জাপানে। অনুরোধ এল এই খেলা আবার দেখাতে হবে। ২৬ জুন আবার শো হল। শো হাউসফুল। জাপানে ম্যাজিক দেখিয়ে যে টাকা উপার্জন করেছিলেন তাঁর বেশিরভাগটাই তুলে দিয়েছিলেন রাসবিহারী বসুর হাতে। পরবর্তীতে ম্যাজিক দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে... প্রতুলচন্দ্র সরকার শুধুই জাদুকর ছিলেন না, ছিলেন জাদুকরের বেশে এক বিপ্লবী..!

পিসি সরকার দেশপ্রেমিক ছিলেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করলেও স্বদেশী আন্দোলনকারীদের জন্য গোপনে বহু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। জাপানে বহু স্বাধীনতী সংগ্রামীদের সঙ্গে তিনি পরিচয় করেন। তারা সবাই বলেছিল যে আপনার যশ আমাদের পক্ষে যেন থাকে। সিপি সরকার তাদের সব কথায় সায় দিয়েছিলেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছিলেন যে আমাদের দেশ পরাধীন। তার ফলে আমরা বিদেশিদের কছে পরাধীন দেশের নাগরিক বলে চিহ্নিত। আমাদের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি লাভ করছে না তার একটি মাত্র কারণ আমরা হচ্ছি পরাধীন দেশের নাগরিক। শিক্ষা এগিয়ে থাকলেও আমরা অবহেলিত।

ভারত এখন বিরল খনিজে আত্মনির্ভর হচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক

বিরল খনিজে আত্মনির্ভরতার পথে ভারত সুযোগ, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যতের রূপরেখা। ভারত স্বাধীনতার পর থেকে আত্মনির্ভরতার কথা বলেছে নানা ক্ষেত্রে। কৃষি, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান কিংবা তথ্যপ্রযুক্তি;সব জায়গাতেই আমরা ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়েছি। কিন্তু এক ক্ষেত্রে ভারতের পিছিয়ে পড়া স্পষ্ট, আর সেটি হল বিরল খনিজ বা রেয়ার আর্থ মিনারেলস। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে বিরল খনিজকে বলা হয় ক্ষ্মনতুন যুগের তেলক্ষ্ম। স্মার্টফোন থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক গাড়ি, মিসাইল সিস্টেম থেকে শুরু করে স্যাটেলাইট;সবকিছুতেই এই খনিজ অপরিহার্য। অথচ এত বিশাল ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভারত এখনও আত্মনির্ভর হতে পারেনি এই খনিজ সম্পদে। বরং আমরা আমদানির ওপর নির্ভরশীল, বিশেষত চীনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের কাছে। কেন এমন হল? এর মূল কারণ কী? এবং এখনো কি পথ খোলা আছে পরিস্থিতি বদলানোর? এই সম্পাদকীয়তে সেই নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই জানা দরকার বিরল খনিজ আসলে কী। নামের মধ্যে বিরল থাকলেও এই খনিজ পৃথিবীতে একেবারে অপ্রতুল নয়। কিন্তু সমস্যা হল এগুলিকে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করা কঠিন, ব্যয়বহুল এবং পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বিরল খনিজের সংখ্যা ১৭টি, যার মধ্যে নিওডিমিয়াম, ল্যান্থানাম, সেরিয়াম, ইট্রিয়াম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এদের ব্যবহার হয় চুম্বক তৈরিতে, ব্যাটারি প্রযুক্তিতে, লেজার যন্ত্রে, চিকিৎসা যন্ত্রে, এমনকি মহাকাশ গবেষণায়ও। অর্থাৎ আগামী দিনের প্রযুক্তি দখলের লড়াই অনেকটাই নির্ভর করবে বিরল খনিজের ওপর।

এখানেই ভারতের পিছিয়ে পড়া চোখে পড়ে। ভারতের মাটিতে বিরল খনিজ মজুত কম নয়। সমুদ্রতটে মনাজাইট বালিতে রয়েছে বিপুল খনিজ, দক্ষিণ ভারতে কিছু খনিতেও এই সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু সমস্যা হল অনুসন্ধান ও শোধন প্রক্রিয়া। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত এই ক্ষেত্রে ধারাবাহিক গবেষণা বা বিনিয়োগে আগ্রহ দেখায়নি। ফলে মজুত থাকলেও তার ব্যবহারযোগ্য রূপে রূপান্তর ঘটেনি। এর বিপরীতে চীনের সাফল্যই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় ফারাকটা কতটা। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে চীন পরিকল্পিতভাবে বিরল খনিজ খাতে বিনিয়োগ শুরু করে। সরকার সেখানে কোম্পানিগুলিকে উৎসাহ দেয়, গবেষণায় অর্থ ঢালে, আর পরিবেশের ঝুঁকি উপেক্ষা করেও বিশাল পরিমাণে খনন চালায়। আজ বিশ্বের প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ বিরল খনিজ সরবরাহ চীনের হাতেই। ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে। ভারত যেমন তেল আমদানির জন্য পশ্চিম এশিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে, তেমনই বিরল খনিজের জন্য তাকিয়ে থাকে চীনের দিকে। এই নির্ভরতা কৌশলগত ভাবে ভয়ঙ্কর। কারণ দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ, ভূ রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেকোনো সময় সরবরাহ বন্ধের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

কিন্তু কেন ভারত পিছিয়ে রইল? এর উত্তর খুঁজতে গেলে কয়েকটি দিক সামনে আসে। প্রথমত, নীতিগত অগ্রাধিকারের অভাব। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের সরকার কৃষি বা ভারী শিল্পের দিকে বেশি জোর দিয়েছে, কিন্তু বিরল খনিজকে কৌশলগত সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করতে দেরি করেছে। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা। এই খনিজ উত্তোলন এবং পরিশোধনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রযুক্তি ও দক্ষ মানবসম্পদ, যা ভারত সময়মতো গড়ে তুলতে পারেনি। তৃতীয়ত, পরিবেশগত উদ্বেগ। ভারতের ক্ষেত্রে খনন মানেই পরিবেশের ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব;বনভূমি ধ্বংস, নদী-জলাশয় দূষণ, মানুষের স্থানচ্যুতি। এই কারণে অনেক প্রকল্প রাজনৈতিক বাধার মুখে পড়ে। যদিও চীন একই সমস্যায় পড়েও রাষ্ট্রীয়ভাবে তা উপেক্ষা করে এগিয়েছে, ভারত সেখানে দ্বিধাগ্রস্ত থেকেছে।

চতুর্থত, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্নীতি। বিরল খনিজের অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য যে দ্রুত সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রয়োজন, ভারত সেখানে ধীর, অদক্ষ এবং প্রায়ই স্বার্থগোষ্ঠীর চাপে নীতি পাল্টায়। এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও নিরুৎসাহিত হন। পঞ্চমত, গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগের অভাব। ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই খাতে উল্লেখ যোগ্য গবেষণা চালালেও তা রাষ্ট্রীয় নীতি ও শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।এখন প্রশ্ন হল, এই অবস্থার পরিণতি কী? প্রথমত, ভারতের প্রযুক্তি শিল্পে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। ইলেকট্রনিক্স, নবায়নযোগ্য শক্তি, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির জন্য বিদেশমুখী।

উন্নয়নমুখী রাজনীতিই হচ্ছে দেশ রক্ষা উপায়

বিশেষ প্রতিবেদক

কী ধরনের রাজনীতি চাই এই দেশ প্রশ্ন, সংকট ও সম্ভাবনার বিশ্লেষণ। ভারতবর্ষ আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় আট দশক পেরিয়ে এসেছে, আর এই দীর্ঘ সময়ে দেশ বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছে। গণতন্ত্রের পথচলা সহজ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের পরিচিতি তৈরি করেছে। তবুও আজ নতুন করে প্রশ্ন উঠছে;কী ধরনের রাজনীতি চাই এই দেশ? কারণ গণতন্ত্রের ভিত যেমন বিস্তৃত হয়েছে, তেমনই সংকটও তৈরি হয়েছে নানা দিক থেকে। রাজনৈতিক দলগুলির আচরণ, ক্ষমতার লড়াই, জনগণের প্রত্যাশা এবং সামাজিক বাস্তবতা;সব মিলিয়ে রাজনীতির প্রকৃতি নিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি ও অসন্তোষ জন্ম নিচ্ছে।

একসময় রাজনীতি ছিল জনসেবার সমার্থক। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেতৃত্ব, তাঁদের আত্মত্যাগ এবং আদর্শভিত্তিক আন্দোলন দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। সেই সময় মানুষ বিশ্বাস করত রাজনীতি মানেই সমাজকে বদলানো, মানুষের জীবনমান উন্নত করা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির চরিত্র পাল্টেছে। স্বাধীনতার পরপরই দেশ গঠনের প্রয়োজনে রাজনীতিকরা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন আনার। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অঙ্গীকার অনেকটা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। আজ মানুষের কাছে রাজনীতি মানেই ক্ষমতার খেলা, দলবদল, দুর্নীতি এবং স্বার্থরক্ষা।

এখানেই মূল প্রশ্ন সামনে আসে; কী ধরনের রাজনীতি চাই? আমরা কি এমন এক রাজনীতি চাই যেখানে কেবলমাত্র নির্বাচনের সময় নেতারা সামনে আসবেন, প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেবেন, কিন্তু ভোট শেষ হলে জনতার কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন? নাকি এমন এক রাজনীতি চাই যেখানে প্রকৃত অর্থে মানুষের সমস্যা সমাধান হবে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, সমতা ও উন্নতির পথে দেশ এগোবে?

আজকের ভারতীয় রাজনীতির একটি বড় সমস্যা হলো বিভাজনের রাজনীতি। ধর্ম, জাতি, ভাষা, অঞ্চল;এই সবকিছুকে হাতিয়ার করে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি হয়। মানুষকে

বিভক্ত করা হয় নানা পরিচয়ে, আর রাজনৈতিক দলগুলি সেই বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় পৌঁছতে চায়। এতে সমাজে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়, গণতন্ত্র দুর্বল হয়। অথচ রাজনীতির প্রকৃত কাজ হওয়া উচিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা, ভেদাভেদ দূর করা এবং সকলের উন্নতির পথ খোঁজা। দ্বিতীয় বড় সমস্যা হলো দুর্নীতি। রাজনীতি আজ প্রায়শই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতায় গিয়ে অনেক নেতা নিজেদের প্রভাব বাড়ানো, সম্পদ অর্জন এবং আত্মীয়-স্বজনকে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হন। যারা প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন চান, তাঁদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। এই প্রবণতা গণতন্ত্রকে কলুষিত করছে। মানুষ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন;এই কি সেই রাজনীতি যার জন্য তারা ভোট দেন?

তৃতীয়ত, রাজনীতিতে আদর্শের অভাব দেখা দিয়েছে। একসময় কংগ্রেস, জনসংঘ, কমিউনিস্ট পার্টি; সব দলেরই ছিল একটি স্পষ্ট আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু আজ পরিস্থিতি এমন যে অনেক দল কেবল ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আদর্শ বিসর্জন দিচ্ছে। দলবদল, জোট ভাঙা, অপ্রত্যাশিত সমঝোতা;সবকিছুই হয়ে উঠছে স্বাভাবিক। ফলে জনগণের বিশ্বাস কমছে। রাজনীতি আজ আর নীতি বা আদর্শের লড়াই নয়, বরং সংখ্যা গণনার খেলা।

চতুর্থত, রাজনীতিতে অর্থ ও পেশিশক্তির ভূমিকা বেড়ে গেছে। নির্বাচন মানেই কোটি কোটি টাকা খরচ, প্রচারে বিশাল আয়োজন, আর ভোটের সময় প্রভাব বিস্তার। এর ফলে সাধারণ মানুষ রাজনীতির বাইরে চলে যাচ্ছেন। যে মানুষ সাধারণ সমাজ থেকে উঠে এসে নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, তিনি আজ অর্থ বা প্রভাবের অভাবে পিছিয়ে পড়ছেন। রাজনীতি ক্রমে কিছু গোষ্ঠীর হাতে বন্দি হয়ে যাচ্ছে।

এই সমস্ত বাস্তবতার মধ্যেই মানুষের প্রশ্ন;আমরা আসলে কী ধরনের রাজনীতি চাই? উত্তর সহজ, কিন্তু বাস্তবায়ন কঠিন। মানুষ এমন রাজনীতি চান যা তাঁদের জীবন বদলাবে। যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, পরিবেশের মতো বাস্তব সমস্যার সমাধান হবে। মানুষ এমন নেতাকে চান যিনি তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন, কেবল ভোট চাইতে আসবেন না। এমন এক রাজনীতি দরকার যেখানে নীতি, আদর্শ ও ন্যায়বিচারই হবে প্রধান।

তাহলে সমাধান কোথায়? প্রথমত, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়। গণতন্ত্রে মানুষই চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস। যদি ভোটাররা সচেতন হন, ভেদাভেদকে অগ্রাহ্য করে যোগ্য প্রার্থীকেই ভোট দেন, তবে রাজনীতিকরাও বাধ্য হবেন দায়িত্বশীল হতে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজেদের নীতি ও আদর্শ স্পষ্ট করতে হবে। শুধু ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবে কাজের মাধ্যমে আস্থা অর্জন করতে হবে। তৃতীয়ত, দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রভাব কমাতে শক্ত আইন প্রয়োগ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থাকে আরও স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে। চতুর্থত, রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ বাড়ানো জরুরি। তরুণরা যদি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে আসেন, তবে নতুন ভাবনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সততা জায়গা পাবে। পঞ্চমত, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকেও দায়িত্ব নিতে হবে। সত্য প্রকাশ করা, ভ্রান্তি ভাঙা এবং মানুষের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়া;এই কাজের মাধ্যমেই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা সম্ভব।

সবশেষে বলা যায়, রাজনীতি কোনও বিমূর্ত ধারণা নয়। এটি মানুষের জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। রাজনীতির চরিত্র যেমন হবে, তেমনই হবে দেশের ভবিষ্যৎ। আজকের ভারত যে প্রশ্ন তুলছে; কী ধরনের রাজনীতি চাই আমরা; তার উত্তর নির্ভর করছে জনগণের সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক দলের দায়বদ্ধতা এবং সমাজের সচেতনতায়।

'দৃষ্টিকোন'
বাউল শিল্পী করিম

সালাউদ্দিন মোল্লা, ঢাকা

সিলেটে এক অনুষ্ঠানে বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিমকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে বলা হল, এখন বাউল শাহ আবদুল করিমের হাতে সোয়া ৩ লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হবে। অন্যপাশে আবদুল করিম বসা। ঘোষণা শুনতেই তিনি তার পাশে থাকা ছেলে শাহ নূর জালাল বাবুলকে বললেন 'সোয়া ৩ হাজার টাকা! এতো টাকা দিওয়া আমি কি করমু? এতো টাকা আমার লাগবে না।'

পাশ থেকে বলা হলো সোয়া ৩ হাজার টাকা না, সোয়া ৩ লাখ টাকা। শাহ আবদুল করিম এবার টাকার অংক শুনে উঠে বলেই ফেললেন, 'এতো টাকা দিয়া আমার কাজ কী? মানুষ আমারে ভালোবাসে এটাই বড়। এই টাকা আমার লাগবো না। এই বাবুল চল, বাড়িত যাই।' আর একবার দোহারের শিল্পী কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য শাহ আব্দুল করিমকে জিজ্ঞেসা করেছিলেন- 'মানুষ আপনার গান বিকৃত সুরে গায়। আপনার সুর ছাড়া অন্য সুরে গায়। অনেকে আপনার নামটা পর্যন্ত বলে না। এসব দেখতে আপনার খারাপ লাগে না?' শাহ্ আবদুল করিম জবাবে বললেন-'কথা বোঝা গেলেই হইল আমার আর কিচ্ছু দরকার নাই'। কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ভীষণ অবাক হলেন। তিনি বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'আপনার সৃষ্টি, আপনার গান। মানুষ আপনার সামনে বিকৃত করে গাইবে। আপনি কিছুই মনে করবেন না... এটা কোন কথা... এটার কোন অর্থ আছে?' শাহ আবদুল করিম বললেন- 'তুমি তো গান গাও, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো। ধরো তোমাকে একটা অনুষ্ঠানে ডাকা হলো। হাজার হাজার চেয়ার রাখা আছে কিন্তু গান শুনতে কোন মানুষ আসে নাই। শুধু সামনের সারিতে একটা মানুষ বসে আছে। গাইতে পারবে?' কালীপ্রসাদ কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিলেন- 'না সে আমি পারবো না।' শাহ আবদুল করীম হেসে বললেন 'আমি পারবো, কারণ আমার গানটার ভেতর দিয়ে আমি একটা আদর্শকে প্রচার করতে চাই। সেটা একজন মানুষের কাছে হলেও। সুর না থাকুক, নাম না থাকুক। কিন্তু সেই আদর্শটা থাকলেই হলো। আর কিছু দরকার নাই... সেজন্যই বললাম শুধু গানের কথা বোঝা গেলেই আমি খুশি!' কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য আশ্চর্যের গলায় বললেন, 'সেই আদর্শটা কি?' 'একদিন এই পৃথিবীটা বাউলের পৃথিবী হবে, এই পৃথিবী একদিন বাউলের পৃথিবী হয়ে যাবে।' আবেগের গলায় বললেন আবদুল করিম। এতো বিখ্যাত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কোন মাপের নির্লোভ মানুষ হলে তাঁর পক্ষে এটা বলা সম্ভব ছিল তাই ভাবছি! ছিলেন কৃষকের সন্তান, মাঠে ঘাটে রাখাল হিসেব গরু চরাতেন, সেই রাখাল বালক থেকে হয়ে উঠলেন বাউল সম্রাট। অথচ এতো খ্যাতির পর ও আজীবন ছিলেন মাটির মানুষ হয়ে। তাঁর আন্তরিকতা ছিল দেখার মতো। এমন ও হয়েছে তাঁর ঘরে খাবার নেই, কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে আসা মেহমান। নিজে না খেয়ে অতিথি অ্যাপায়ন করতেন। বাংলার বাউল সঙ্গীতকে এক অনন্য উচ্চাতায় নিয়ে গেছেন তিনি। ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখ প্রেম-ভালোবাসার পাশাপাশি তার গান কথা বলেছে বারবার সকল অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। আবদুল করিম গানের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন প্রখ্যাত বাউলসম্রাট ফকির লালন শাহ, পুঞ্জু শাহ এবং দুদ্দু শাহ এর দর্শন থেকে। বাংলার বাউল সঙ্গীত নিজস্ব ঘরানায় প্রস্তুত।

মন্দারমনি যাওয়ার পথেই মধুচক্র!

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ মন্দারমনি যাওয়ার রাস্তায় মধুচক্র চালানোর অভিযোগ। আটক একাধিক তরুণী। ধৃত তিন মহিলা ও দুই পুরুষ। রামনগর থানার অন্তর্গত চাউল খোলা এলাকার ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকালে থেকে অভিযান চালিয়ে রামনগর থানার পুলিশ ২২জন মহিলাকে আটক করেছে। আর এলাকায় মধু চক্র চালানোর অভিযোগে ৩ মহিলা ও দুই জন পুরুষকেও আটক করে পুলিশ। রবিবার তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে কাঁথি আদালতে পেশ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে চাউলখোলা এলাকা সহ পাশাপাশি উত্তর শীতলা গ্রামের কিছু বাটিতে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। এদিন সেই সব এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে কাঁথি আদালতে পাঠায় পুলিশ। রামনগর থানার ওসি বৃদ্ধদেব মাল বলেন, ''আমরা বেশ কিছুদিন ধরে এই ধরণের অবৈধ কাজের অভিযোগ পাচ্ছিলাম তাই এই অভিযান।'' আগামীদিনেও এই ধরণের অভিযান চলবে বলেই জানান তিনি। অভিযোগ, উৎসবের মরসুম এলেই এলাকার কিছু অসাধু হোটেল ব্যবসায়ী বাইরে থেকে যুবতীদের নিয়ে এসে দেহ ব্যবসা শুরু করে দিচ্ছে। মোটা টাকার বিনিময়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের টোপও দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের কথাতে বিগত কয়েক মাসে সক্রিয়তা বাড়িয়েছে পুলিশ। দিঘা যাওয়ার পথে মন্দারমনি, তাজপুর, রামনগর ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি এলাকায় এরকম মধুচক্র চালানো হয় বলে অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, বিকালের বাসে রাতে পৌঁছে এক রাত কাটিয়ে ফের ফিরে যান, এরকম বহু কলকাতার চাকরিরত তরুণীও আসেই এই কাজে। এলাকাতেই বেশ কয়েকজন দালাল রয়েছেন, যাঁরা অসাধু হোটেল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে রাখেন। দালালরাই লিঙ্কম্যান হিসাবে কাজ করেন। উৎসবের মরশুমে এই ধরনের কাজ আটকাতে তৎপর পুলিশ।

যুবতীকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তরপাড়া, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ বেসরকারি হোমে যুবতীকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ। এরপর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। গ্রেফতার হয় চারজন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুর মহিলা থানায় অভিযোগ করেন বছর ছাব্বিশের ওই যুবতী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শুক্রবার চারজনকে গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যেই উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ওই হোমের কর্ণধার, সেক্রেটারি সহ দুই কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের আজ শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়। জানা যাচ্ছে, হোমের সেক্রেটারি আবার নবগ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য।

অন্য প্যাকেটে ভরা হচ্ছি রেশনের চাল-আটা! গোডাউনে পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ সরকারি রেশনের চাল ও আটা গোপনে অন্য প্যাকেটে ভরার কাজ চলছিল। অতর্কিতে পুলিশি অভিযান। বাজেয়াপ্ত প্রচুর সামগ্রী। ঘটনায় আটক করা হয়েছে এক জনকে। সিল করে দেওয়া হয়েছে গোডাউন। হাওড়া জগবল্লভপুরের বড়গাছিয়া স্টেশন রোড এলাকার ঘটনা। রেশন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ আগেই তুলেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগের ভিত্তিতে অতর্কিতে অভিযান চালায় পুলিশ। রবিবার সকালে গোডাউনে হানা দিতেই ফাঁস হয় পর্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, রবিবার দুপুরে জগবল্লভপুর থানার পুলিশ হানা দেয় ওই গোডাউনে। বড়গাছিয়া স্টেশন রোড এলাকায় ওই গোডাউনে অভিযানে সেখানে তল্লাশি চালানোর

গোডাউনের মালিক

সময় বস্তা বস্তা রেশনের সরকারি চাল ও আটা উদ্ধার হয়। গোডাউনের মালিক উত্তম দাসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পাশাপাশি পুলিশ গোডাউনটিকে বন্ধ করে সিল করে দেওয়া হয়। জগবল্লভপুর থানার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই খাদ্য দফতরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। যদিও গোডাউন মালিকের বক্তব্য, ওই চাল-আটা রেশনের নয়। সেগুলো নাকি তাঁর কাছে ভিখারি কিংবা ব্রাহ্মণরা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তা কিনে নিয়েছিলেন। গোডাউনের মালিক উত্তম দাসের বক্তব্য, ''আমার এটাই বক্তব্য, আমাদের কাছে যখনই কোনও ভিখারি কিংবা বামন ঠাকুর জিনিস নিয়ে আসেন, তখন সেগুলো কেনা হয়। ভিখারি-বামন ঠাকুরের সরকারি চালই পায়। মিনিকেট চাল তো তাঁরা পান না। মাল জঙ্গলপাড়ায় যাচ্ছে। রেশনে সরকারি দ্রব্য কিনছে, প্রত্যেকেই কেনেন। সেগুলোও বিচার করতে হবে।'' স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ''রেশনের জিনিস নিয়ে যে নয়ছয় হয়, সেটা তো আজকের বিষয় নয়। এরকম দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। পুলিশ মাঝেমধ্যে অভিযান চালায়। তখন ধরা পড়ে। সব মিটে গেলে, আবার যে কে সেই!''

'একটা নান্দনিক পুতুল হয়েছে', সংশোধনাগারে তারাশঙ্করের মূর্তি ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ সিউড়ি জেলা সংশোধনাগারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক। তারাশঙ্কর স্মৃতি স্মারক সমিতির সভাপতি দেবাশিস মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মূর্তি বসানো হচ্ছে, সেটা সংশোধনাগারের দিকে মুখ করে বসানো হয়েছে। তারাশঙ্করের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে বিপরীতমুখী মূর্তি কী বার্তা বহন করে? প্রশ্ন দেবাশিসের। দেবাশিসের আরও বক্তব্য, তারাশঙ্করের যে মূর্তি তৈরি করা হয়েছে, তা তার কোন ছবির সঙ্গে মেলে না, পাঞ্জাবির বোতাম থেকে শুরু করে চোখের গঠন, চোখ, কপাল কোনও কিছুর সঙ্গেই মিল নেই। এটা একটা নান্দনিক পুতুল হয়েছে।

তারাশঙ্করের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তাঁর পরিবারকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত ছিল। তাঁর কথায়, ''পরিবারের সদস্যরাই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অভিযোগ করেছেন। কারাগার মানে তো সংশোধনাগার, সংশোধনাগারের উচ্চপদস্থ কর্মীরা যদি অসংশোধিত হয়ে থাকে তাহলে তারা কী সংশোধন করবেন জানিনা।'' রাজ্য কারা দফতরের এডিজি লক্ষীনারায়ণ মিনা অবশ্য বলেন, ''মহাপুরুষদের চোখ সবদিকেই থাকে।'' অন্যদিকে তারাশঙ্করের ছবির সঙ্গে মূর্তির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে মিল নেই বলে অভিযোগ উঠেছে, সে প্রসঙ্গেও এডিজি বলেন, ''ছবির সঙ্গে একশো শতাংশ মিল একজন শিল্পীর পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না।'' এদিকে, মঞ্চ থেকেই দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পাল্টা জবাব দেন সরকারি আইনজীবী মলয় মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''আপনার জানা নেই কী জন্য মূর্তিটা সংশোধনাগারের দিকে মুখ করে বসানো আছে। কারণ তার পাশেই রয়েছে প্লাগ হোস্টিং-এর জায়গা। আপনারা এত লেখালেখি করে তো কিছু করতে পারেননি। এই জেলাশাসকের আমলেই মূর্তিটা বসানো হল।''

আরজি করের ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় 'প্রেমিক'কে টানা ৯ ঘণ্টা জেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ আরজি করে ছাত্রী মৃত্যু ঘিরে রহস্য এখনও কাটেনি। শনিবার মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্ত মিটলেও, রিপোর্ট এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। গতকাল রাতেই এই ঘটনায় যুক্ত একমাত্র অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। শনিবার রাত থেকে শুরু হয় জেরা। সূত্রের খবর, টানা ৯ ঘণ্টা জেরার পর রবিবার অনিন্দিতা সোরেনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত তথা প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৯ বা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, ১০৩-র ১ বা খুনের অভিপ্রায়, ১২৩ বা বিষ খাইয়ে খুন, ৩৫১-র ২ বা খুনের ষড়যন্ত্র এবং ৮৯ বা জোর করে গর্ভপাতের মামলা রুজু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পাশাপাশি, এদিনই তাকে মালদহ জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। আপাতত সাতদিনের হেফাজতের আর্জি জানিয়েছে তারা। কিন্তু সারারাত ধরে কী কী প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে অভিযুক্ত উজ্জ্বল সোরেনকে? মেয়ের মৃত্যুর পর থেকেই নানা ভাবে অভিযুক্তের দিকেই পরিকল্পনামাফিক খুনের অভিযোগ তুলেছে মা আলপনা টুডু। মেয়েকে ওষুধ খাইয়েই খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সূত্রের খবর, পুলিশি জেরাতেও উঠে

এসেছে সেই প্রসঙ্গগুলি। আর তার ভিত্তিতেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত উজ্জ্বল সোরেনও ডাক্তারি পড়ুয়া। মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেই তিনি পড়াশোনা করছেন। বাড়ি পুরুলিয়ায়। অনিন্দিতার মৃত্যু ঘিরে যখন তোলপাড় পরিস্থিতি, সেই সময় থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না উজ্জ্বলের। পরে শনিবার রাতের দিকে ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে তাঁকে আটক করে পুলিশ। নিহতের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক বলেই জানিয়েছিলেন অনিন্দিতার মা আলপনা টুডু। তাঁর কথায়, ''দিনকয়েক আগে কাউকে না জানিয়ে পুরীর মন্দিরে গিয়ে বিয়ে দু'জনে বিয়ে করেছেন। এরপর অনিন্দিতা অন্তঃসত্বা হয়ে পড়ে। তারপরই অনিন্দিতা, উজ্জ্বলকে সামাজিক বিয়ে বা রেজিস্ট্রি করে বিয়ের জন্য জানায়। কিন্তু উজ্জ্বল রাজি হয় না। ফলত, অনিন্দিতা গর্ভপাত করিয়ে নিতে হয়।'' নিহতের মায়ের সংযোজন, ''গত সোমবার মালদহে উজ্জ্বলের সঙ্গে দেখা করতে আসে সে। তারপর এখানেরই একটি হোটেলে ওঠে। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওঁ। মালদহে মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আমাদের কাছেফোন আসে শুক্রবার। জানান হয়, মেয়ে অসুস্থ। পরে কলকাতা নিয়ে যেতে গিয়েই মৃত্যু হয় ওঁর। কিছু একটা ওষুধ খাইয়েই খুন করা হয়েছে।''

উদ্ধার হাতির দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ রবিবার সাত সকালে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের উত্তর রায়ডাক রেঞ্জের কার্তিকা চা বাগানের একটি নালায় একটি হস্তিশাবকের মৃতদেহ মাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান চা বাগানে শ্রমিকরা। এরপর খবর দেওয়া হয় নর্থ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বন কর্মীরা। এরপর সেখান থেকে ওই পুরুষ হস্তিশাবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বন দফতর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে বক্সার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওই চা বাগানে এসেছিল এক পাল হাতি। এবং ওই তিন মাস বয়সী হস্তিশাবকটি ওই দলেই ছিল। কিন্তু এত ছোট ওই শাবকটি কোনওভাবে চা বাগানের নালায় পড়ে যায়। এরপর হাতির পাল তাকে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। নালায় পড়ে ওই শাবকটি গুরুতর আঘাত পায়। আবার নালা থেকে তুলতে গিয়েও আরও বেশি আঘাত লাগে হাতিটির। পায়ের চাপে ধসে আরও মাটি পড়ে। মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হয় হাতিটির। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের ক্ষেত্র উপ অধিকর্তা দেবাশিস শর্মা জানিয়েছেন, ওই পুরুষ হস্তি শাবকটির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, সেটির বয়স আনুমানিক তিন মাস। বন দফতরের এক কর্মী বলেন, ''আমরা খবর পেয়ে আসি। দেখি হাতিটি মাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে। আমরা আসার আগেই হাতিটির মৃত্যু হয়েছিল। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।''

চাকরির দাবিতে ন্যাড়া হয়ে প্রতিবাদ করা রাসমণিকে ফের বসতে হল পরীক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ সালটা ২০২৩। ধর্মতলার রাস্তায় ঘটে যাওয়া একটা ছবি দেখেছিল গোটা বাংলা। সেই ছবি যে কতখানি লজ্জার পরবর্তীতে তা নিয়ে কম কাটাছেড়া হয়নি। রাজপথে সেই সময় তিন পুরুষ চাকরিপ্রার্থী ও এক মহিলা চাকরিপ্রার্থী মাথা ন্যাড়া হয়ে প্রতিবাদ দেখিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন চুলের বিসর্জন। সেইদিন থেকেই সংবাদ শিরোনামে উঠেছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের মেয়ে রাসমণি পাত্র। বারবার প্রশ্ন তুলছিলেন কবে চাকরি পাবেন। রবিবার আবার নতুন করে পরীক্ষা নিচ্ছে এসএসসি। সেখানেই এ দিন ফের পরীক্ষায় বসতে দেখা গেল তাঁকে। রাসমণি আজও ক্ষোভ

উগরে দেন সরকার ও কমিশনের উপর। বলেন, ''এই কমিশনের উপর কোনও আস্থা নেই। সেই দশ বছর আগের মতো পরীক্ষা কি আমরা দিতে পারব? না বয়স আছে, না সেই পরিস্থিতি আছে। কিন্তু বাধ্য করেছে সরকার। আদৌ স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হবে কি না সন্দেহ রয়েছে।'' তিনি এও বলেন, ''আমায় ফ্রেশার হিসাবে পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে। এটা খুবই লজ্জাজনক। এটা খুবই দুঃখের খুবই যন্ত্রণার। আজ অনেক বুকে ব্যথা-যন্ত্রণা নিয়ে, রাতদিন এক করে বাচ্চা সামলে এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছি চাকরিটা পাব বলে। এই চাকরিটা দশ বছর আগে চুরি করে নেওয়া হয়েছিল টাকার বিনিময়ে। আমাদের চাকরিটা ফিরিয়ে দিন।''

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, আমি শ্রীমতি সুলেখা পাঁজা, স্বামী-সমীর কুমার পাঁজা, গ্রাম-গড় ভবানীপুর, পোঃ চিত্রসেনপুর, থানা-উদয়নারায়নপুর, জেলা-হাওড়া। আমি মানশ্রী গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদিকা, যারা ঠিকানাঃ গ্রাম-দক্ষিণ মানশ্রী, পোঃ-উত্তর মানশ্রী, থানা-উদয়নারায়নপুর, জেলা-হাওড়া। উক্ত সংগঠন গীতা চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বিল্লনাথ চট্টোপাধ্যায় ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এ.ডি.এস.আর. পাঁচারুল অফিসে ২৭.০২.২০২৯ তারিখে ২০৪৮ নং দলিল মুলে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করে এবং নাম পত্তনের জন্য উদয়নারায়নপুর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. অফিসে মিউটেশন কেসের আবেদন করা হয়েছে, কেস নংটি হল-MN/২০২৫/০৫১০/১০৭০৫। উক্ত বিল্লনাথ চট্টোপাধ্যায় বিগত ০৭.০৯.২০০০ তারিখে ২৬০৫ নং আমমোক্তারনামা মূলে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়কে আমমোক্তার করেন। এই মিউটেশন কেস সম্পর্কে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে উদয়নারায়নপুর বি.এল. এন্ড এল.আর. অফিসে জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হবে।

তপশীলঃ মৌজা-উদয়নারায়নপুর, জে.এল.-১৭, খতিয়ান নং-৩০৩, ৩৫২ ৩৭১, ৪০৮, দাগ নং-৭৬৪ শ্রেণী-পুকুরপাড়, দাগ নং-৭৬৩, শ্রেণী-পুকুর, পরিমান-০.৫৭ শতক।

স্বা/- সুলেখা পাঁজা

আইনি নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগন ক) কালুবুদ্দিন মন্ডল, পিতা শ্রী আহি মন্ডল, সাকিম পুনিশোল, ওন্দা, বাঁকুড়া খ) মাইদুল ইসলাম মন্ডল, পিতা খাদেক আলী মন্ডল সাকিম নতুনগ্রাম, ওন্দা, বাঁকুড়া গ) মেহেবুব আলী মন্ডল পিতা মহিরুদ্দিন মন্ডল সাকিম কেশবপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া ঘ) আব্দুল জফফার মোল্লা, পিতা আকবর আলী মোল্লা সাকিম পুনিশোল ওন্দা, বাঁকুড়া গত ০৮.১১.২০১২ তারিখে বাঁকুড়ার ডি.এস.আর.-এর ৪২৯২/১২ নং কোবালা দলিল মূলে ১) বীরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায় ২) ধীরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায় উভয়ের পিতা বারিদ বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম নতুনচটি বাঁকুড়া, উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার সঞ্জয় কুমার বন্দোপাধ্যায় পিতা বারিদ বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম নতুনচটি সার্কাস ময়দান, বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার ডি.এস.আর অফিস ২৮৩/১১ নং আমমোক্তার দ্বারা জেলা বাঁকুড়া, থানা ওন্দা দুবড়াকোন মৌজায় (জে.এল-৫৭) ২১৮ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৯৪, ১০৮, ১২০, ১৩১, ১৩৫, ১৩৬, ৭৭, ১৩৭, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৫৮, ১৬৭, ৪২৮, ৪৩৭, ৫৭৬/১৭৩৩, ১৩১/১৭৭৪, ৩৪, ৪২৬, নং দাগে মোট ২.০৫ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ওন্দা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

সুকুমার মল্লিক
(অ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, বাঁকুড়া

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

লক্ষ্য করুন যে, আমাদের ক্লায়েন্ট ৭ই অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের একটি যথাযথভাবে নিবন্ধিত পরিবহন দলিল (পরিবহন দলিল) অনুসারে খুবচন্দানি প্রপার্টিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড (**''কেপিআইপিএল''**), পারফেক্ট রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড (**''পিআরপিএল''**) এবং খুবচন্দানি হাসপাতাল প্রাইভেট লিমিটেড (''কেএইচপিএল'') থেকে ক্রয় করেছেন, (ক) তফসিল-১ এ বর্ণিত ১০,৫৯০ বর্গমিটার (**''হাসপাতালের জমি''**) জমির সাথে ২০,৮৫১.৬৫ বর্গমিটার উন্নয়ন সম্ভাবনা রয়েছে, (খ) হাসপাতালের জমি পর্যন্ত ৯ মিটার প্রশস্ত রাস্তার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে চলাচলের অধিকার এবং ৯ মিটার প্রশস্ত জমির একটি অস্থায়ী চলাচলের অধিকারের সুবিধা (গ) বেসমেন্ট + লোয়ার গ্রাউন্ড + গ্রাউন্ড + ২০,৮৫১.৬৫ বর্গমিটার পরিমাপের ৩টি উপরের তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনের অংশ। (**''ব্লক এ হাসপাতাল''**) হাসপাতালের জমিতে অবস্থিত এবং (ঘ) ৩২৩৫.৪৬ বর্গমিটার জমির উপর একটি পথের অধিকার, যার ১৩.৪ মিটার প্রশস্ত রাস্তা এবং ২৪১.৪৫ মিটার দীর্ঘ হাসপাতাল জমিতে যাওয়ার পথ রয়েছে।

আমরা (i) হাসপাতালের জমির ক্ষেত্রে এফএসআই, টিডিআর বা অন্য কোনওভাবে অবশিষ্ট উন্নয়ন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কেপিআইপিএল, পিআরপিএল এবং কেএইচপিএল-এর অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ তদন্ত করছি এবং (ii) কেএইচপিএল-এর ক্ষেত্রে (a) **তালিকা-II**-তে বর্ণিত ৭৫২.৭৭ বর্গমিটার (**''অতিরিক্ত জমি''**) জমি এবং (b) **তালিকা-III**-তে বর্ণিত ২,৭০,৩৬০.২৫৯ বর্গফুট (সম্মিলিতভাবে **''উল্লিখিত প্রাঙ্গণ''**) হাসপাতালের জমিতে অবস্থিত ৪র্থ তলা থেকে ৯ম তলা পর্যন্ত নির্মিত প্রায় ২৫,১১৭.২৯ বর্গমিটার (**''ব্লক বি হাসপাতাল''**) এর সমতুল্য অবশিষ্ট হাসপাতাল ভবন। আমাদের জানানো হয়েছে যে অতিরিক্ত জমি এবং ব্লক বি হাসপাতাল বর্তমানে কেএইচপিএল কর্তৃক ভিস্ট্রা আইটিসিএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (ভিস্ট্রা) এর অনুকূলে নিবন্ধিত বন্ধকী চুক্তির অধীনে বন্ধক রাখা হয়েছে। কেএইচপিএল আমাদের ক্লায়েন্টকে আরও জানিয়েছে যে **তালিকা-IV**-তে বর্ণিত ব্লক বি হাসপাতালের সাথে সম্পর্কিত কিছু মূল মালিকানা নথি হারিয়ে গেছে এবং/অথবা হারিয়ে গেছে এবং যথাযথ পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান সত্ত্বেও কেএইচপিএল কর্তৃক সেগুলি খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং উল্লিখিত নথিগুলি কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তি, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে রাখা বা জমা করা হয়নি যাতে ব্লক বি হাসপাতাল এবংঅথবা এর কোনও অংশ বা অংশের কোনও বন্ধক/সিকিউরিটি/চার্জ/লিয়েন এবং/অথবা অন্য কোনও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা যায়।

বিস্ট্রা ব্যতীত অন্য যে কোনও ব্যক্তির, উক্ত প্রাঙ্গণ বা এর যেকোনো অংশ এবং/অথবা ব্লক বি হাসপাতালের মালিকানা দলিলের ক্ষেত্রে, বিক্রয়, হস্তান্তর, বরাদ্দ, বিনিময়, উপহার, ওয়াকফ, ইজারা, উপ-লিজ, ভাড়াটে, উপ-ভাড়াটে, লাইসেন্স, দখল, ব্যবহার, দখল, তত্ত্বাবধায়ক অধিকার, বন্ধক, চার্জ, লিয়েন, ট্রাস্ট, উত্তরাধিকার, উইল, উত্তরাধিকার, পারিবারিক ব্যবস্থা/বন্দোবস্ত, উইল, উইলপত্র, প্রোবেট, প্রশাসনের চিঠি, স্বচ্ছতা, রক্ষণাবেক্ষণ, সুবিধাভোগী, দায়বদ্ধতা, এফএসআই, টিডিআর, ডিক্রি বা আদেশ বা কোনও আদালতের রায় (অন্তর্বর্তীকালীন বা চূড়ান্ত), চুক্তি, বা অন্য যে কোনও উপায়ে, লিখিতভাবে, সহায়ক নথি সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তার অফিসে, ভাকিলস হাউস, তৃতীয় তলা, ১৮, স্প্রট রোড, ব্যালার্ড এস্টেট, মুম্বাই-৪০০০০১, চৌদ্দ (১৪) এর মধ্যে জানাতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে দিন পর পর, অন্যথায় দাবি বা দাবি মওকুফ এবং পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হবে এবং কোনও উল্লেখ ছাড়াই বিক্রয় সম্পন্ন করা হবে।

তালিকা-I

মুম্বই শহরতলী জেলার তালুকা আন্ধেরিতে অবস্থিত পুরাতন জরিপ নং ১০৬ এ-আইএ(পিটি) এবং ৮০(পিটি) এবং নতুন সিটিএস নং ১৯৮এ৩ সম্বলিত ১০,৫৯০ বর্গমিটার জমি।

তালিকা-II

মুম্বই শহরতলী জেলার তালুকা আন্ধেরিতে অবস্থিত পুরাতন জরিপ নং ১০৬ এ-আইএ(পিটি) এবং ৮০(পিটি) এবং নতুন সিটিএস নং ১৯৮এ৩ সম্বলিত ৭৫২.৭৭ বর্গমিটার জমি এবং এফএসআই, টিডিআর বা অন্য কোনও দিক থেকে বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের উন্নয়ন সম্ভাবনা সহ।

তালিকা-III

২৫,১১৭.২৯ বর্গমিটার পরিমাপের চতুর্থ থেকে নবম তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল। মুম্বই শহরতলির তালুকা আন্ধেরিতে অবস্থিত পুরাতন জরিপ নং ১০৬ এ-আইএ(পিটি) এবং ৮০(পিটি) এবং নতুন সিটিএস নং ১৯৮এ৩ সম্বলিত ১০,৫৯০ বর্গমিটার জমির উপর অবস্থিত ২৭০৩৬০.২৫৯ বর্গফুটের সমতুল্য বিল্ট-আপ এলাকা।

তালিকা-IV

১. আরোগ্য ভারতী হাসপাতাল প্রাইভেট লিমিটেড এবং কেএইচপিএল-এর মধ্যে সম্পাদিত আশ্বাসের সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে ২৬শে জুন, ২০০৮ তারিখের নিশ্চিতকরণ দলিল, যা ক্রমিক নং বিডিআর-১৫/৫৬৩১/২০০৮ অনুসারে যথাযথভাবে নিবন্ধিত,
২. ২৭শে জুন, ২০০৮ তারিখের উন্নয়ন অধিকারের বরাদ্দপত্র, যা আরোগ্য ভারতী হাসপাতাল প্রাইভেট লিমিটেড এবং কেএইচপিএল-এর মধ্যে সম্পাদিত আন্ধেরি-৪-এর সাব-রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্সের অফিসে ক্রমিক নং ৫৬৩২/২০০৮-এর অধীনে যথাযথভাবে নিবন্ধিত এবং,
৩. ২৫শে জুলাই, ২০০৮ তারিখের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, যা আরোগ্য ভারতী হাসপাতাল প্রাইভেট লিমিটেড এবং কেএইচপিএল-এর দ্বারা সম্পাদিত আন্ধেরি-৪-এর সাব-রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্সের অফিসে ২০০৮ সালের ক্রমিক নং ৬৩৫৭-এর অধীনে যথাযথভাবে নিবন্ধিত।

মুম্বই, তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫

জে. সাগর অ্যাসোসিয়েটস-এর পক্ষে
স্বা/-
ফরিদ করাচিওয়ালা
পার্টনার

ভারত-নেপাল সীমান্তে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক ট্রাক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ নেপালে অশান্তির প্রভাব পড়েছে হলদিয়া বন্দরের 'নেপাল কার্গো' পরিবহনে। সীমান্তে দাঁড়িয়ে এক হাজারের বেশি ট্রাক। পূর্ব মেদিনীপুরের শিল্পতালুক হলদিয়ার মাধ্যমে ভোজ্যতেলের কাঁচামাল অশোধিত পাম অয়েল সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করে নেপাল। বন্দর বাণিজ্যে এটি নেপাল কার্গো হিসেবে পরিচিত। অশান্তির জেরে মূলত প্রভাব পড়েছে ওই ক্রুড পামঅয়েল পরিবহনে। ট্যাঙ্কারে করে ওই ক্রুড পামঅয়েল হলদিয়া বন্দর থেকে নেপালের বিভিন্ন ভোজ্যতেল কারখানায় পাঠানো হয়। থমকে গিয়েছে সেই ভোজ্যতেলের কাঁচামাল পরিবহন। বন্দর থেকে লোডিংয়ের পর মাঝপথে প্রায় ৩০ হাজার টন তেল পরিবহন থমকে গিয়েছে। ভারত-নেপাল সীমান্তে পাঁচদিন ধরে আটকে রয়েছে ক্রুড পামঅয়েল বোঝাই প্রায় এক হাজারের বেশি ট্রাক। হলদিয়া বন্দরেও ট্যাঙ্কারে ক্রুড পামঅয়েল লোডিং বন্ধ। ফলে চিন্তায় পড়েছেন হলদিয়া সহ রাজ্যের ট্রাক ও ট্যাঙ্কার পরিবহন ব্যবসায়ীরা। নেপালের পট পরিবর্তন ও অশান্তি কবে মিটবে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা। শুধু ট্রাক ও ট্যাঙ্কার ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য নয়, এক্সপোর্টার, ইমপোর্টার এবং হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষও এনিয়ে উদ্বেগে রয়েছে। তবে বিষয়টি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ের কারণে বন্দর কর্তৃপক্ষ মুখ খুলতে চায়নি। নেপালে পট পরিবর্তনের ফলে সেখানকার সরকারের ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কে কী ধরনের মনোভাব গ্রহণ করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। কারণ নেপাল পণ্য আমদানি রফতানির জন্য ভারতের বন্দরগুলি ব্যবহার করে। এরা হলদিয়া বন্দরকে বাড়তি গুরুত্ব দেয় বরাবরই। হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে নেপাল বছরে ক্রুড পাম অয়েল আমদানি করে ১২ লক্ষ টনের উপরে।

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT, BLOCK SASATI, HOWRAH, 711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-12/2025-26 Vide **Memo No-704/Shy-II Dated-12.09.2025** On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission-**22.09.2025 at 5.00 PM**

Sd/- **BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
SHYAMPUR-II, DEVELOPMENT BLOCK SASATI, HOWRAH, 711312

Office of the Chekya Gram Panchayat
Vill+PO- Chekya, PS-Kotshila, Dist-Purulia

NIT No. 02(2025-26)
Sealed Tender is invited for the 37(Thirty Seven) Nos. different works. By the Pradhan, Chekya Gram Panchayat. Date of sale of tender form on any working days from **09/09/2025 to 18/09/2025 from 12.00 noon to 3.00 pm.** Last date of dropping of sealed tender form on or before **18/09/2025 up to 12.30 pm.** Date and time of opening of tender **19/09/2025 at 1.00 pm.** For details please visit office of the undersigned.

Sd/- **Pradhan**
Chekya Gram Panchayat

পাকিস্তানের নির্লজ্জতা! জঙ্গিঘাঁটি তৈরি হচ্ছে বন্যা ত্রাণের টাকায়

বিশেষ প্রতিনিধি, ইসলামাবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ বদলায়নি পাকিস্তান। সন্ত্রাসবাদে তারা আগেও মদত দিয়েছে, এখনও মদত দিয়ে চলেছে। তার প্রমাণ মিলল হাতেনাতে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে আবার গড়া হচ্ছে জঙ্গি ঘাঁটি, যা অপারেশন সিঁদুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। এবং তার নজরদারি করছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠন। পহেলগাঁও হামলার জবাবে ৭ মে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল ভারত। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল মুরিদকের মারকাজ তৈবা, যা লস্করের প্রধান ঘাঁটি ছিল। সম্পূর্ণ ধূলিসা করে দেওয়া সেই জঙ্গিঘাঁটিই আবার পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। এর তথ্য প্রমাণ উঠে এসেছে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে। জানা গিয়েছে, অপারেশন সিঁদুরের পর কয়েক মাস চুপচাপ থাকলেও, ১৮

আগস্টের মধ্যে লস্কর-ই-তৈবা সেই ধ্বংসাবশেষ সাফ করে ফেলেছিল। যে ক'টা পিলার দাঁড়িয়েছিল, তাও ভেঙে ফেলে। ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উম-উল-কোরা বিল্ডিং, ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লাল বিল্ডিংটিও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এতসব ভাঙচুর কীসের জন্য? আবার সেখানে জঙ্গিঘাঁটি গড়া হচ্ছে বলে। সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, কাশ্মীর ঐক্য দিবসেই এই জঙ্গিঘাঁটির উদ্বোধন করার পরিকল্পনা রয়েছে লস্কর-ই-তৈবার। এই মারকাজকে ফের একবার জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করতে চায় তারা। এর নির্মাণের দেখভাল করছেন মারকাজ তৈবার ডিরেক্টর তথা লস্কর-ই-তৈবার মূল প্রশিক্ষক মৌলানা আবু জার। আপাতত ভাওয়ালপুরে তাদের প্রশিক্ষণ শিবির স্থানান্তর করা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, যে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনও যোগ নেই বলেই দাবি করে, তারা প্রকাশ্যে এই বিল্ডিং পুনর্নির্মাণের জন্য টাকা চেয়েছে। গত আগস্ট মাসেই লস্কর-ই-তৈবা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে ৪ কোটি পাকিস্তানি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায় ১.২৫ কোটি টাকা) পেয়েছে। এই বিল্ডিং তৈরি করতে মোট খরচ হতে পারে ১৫ কোটি পাকিস্তানি মুদ্রা। আরও হাস্যকর বিষয় হল, লস্কর-ই-তৈবা নিজেদের ঘাঁটি তৈরি করার জন্য লোকজনের কাছ থেকে চাঁদা তুলছে। তবে প্রকাশ্যে তো আর বলতে পারে না যে জঙ্গি ঘাঁটির জন্য টাকা তুলছে, তাই বন্যা ত্রাণ হিসাবেই অর্থ সংগ্রহ করছে।

আইনি নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল বন্দনা লোহার, স্বামী কার্ত্তিক লোহার, সাকিম লালবাজার, ডিপোগড়া, বাঁকুড়া, গত ০৮.০৩.২০২২ তারিখে বাঁকুড়ার ডি.এস.আর অফিস-এর ১২০১/২০২২ নং কোবালা দলিল মূলে ১। নিরঞ্জন পাল, ২। পার্থ পাল, উভয়ের পিতা রোহিত পাল ওরফে রোহিত চন্দ্র পাল, সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া, ৩। শিখা নন্দী (পাল), স্বামী শ্রীদাম নন্দী, সাকিম কেটারডাঙ্গা, বাঁকুড়া। উক্ত ১ নাগাদ ৩ নং দাতা-দাত্রীগণ পক্ষে বাঁকুড়ার ডি.এস.আর অফিসের ৪৬৮/১৯ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল ৪। বাদল শীট, পিতা কুচিল শীট, সাকিম জগদল্লা, বাঁকুড়া, উক্ত ৪ নং দাতার বাঁকুড়ার ডি.এস.আর ২৯৯/১৮ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী গৌতম চৌধুরী, পিতা স্বর্গীয় নিতাই চৌধুরী, পেশা ব্যবসা, সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া, আমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, গোবিন্দপুর মৌজায় (জে.এল-১৯৭) ৪১৯, ৩৪২ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৫১২ নং দাগে ৩৯৪ স্কোঃ ফিট জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও-১ অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

সুকুমার মল্লিক
(অ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, বাঁকুড়া

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (BR-XI), J. Unit, KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/124/2025-26 1st Call
Name of the work: **Restoration of W/S S/Main by leakage repair house connection with change of house connection pipe etc. at Thakur Para, Dinesh Pally, New Tollygunge, Saha Para different Bye Lane in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 2,01,648.25.** Earnest money: **₹ 4,100.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/123/2025-26 1st Call
Name of the work: **Laying of 150 mm dia. DI pipe by replacing existing worn out 150 mm dia. C.I pipe from Hartiki Tala More to Tarun Sangho Club at Dakhin Para in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 2,10,644.47.** Earnest money: **₹ 4,300.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/118/2025-26 1st Call
Name of the work: **Supplying & laying of 100 mm dia DI pipe from H/O Suban Pal to Sweet Shop, Bokul Appartment to Kabir Saha at Talbagan in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: **₹4,93,964.31.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/117/2025-26 1st Call
Name of the work: **Supplying & laying of 100 mm dia DI pipe by replacing existing worn out 100 mm C.I pipe from H/O Pradip Basak to Mittu Pukur Pump House at D. Ananda Pally in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 4,98,010.39.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **35 days.**

(5) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/116/2025-26 1st Call
Name of the work: **Supplying & laying of 100 mm dia DI pipe by replacing existing worn out 100 mm C.I pipe from H/O Asit Saha to Susanto Saha at Saha Para in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 4,97,823.20.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **35 days.**

(6) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/115/2025-26 1st Call
Name of the work: **Shifting of water supply service line of 100 mm & 150 mm dia D.I near F11 Playground in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 2,32,018.55.** Earnest money: **₹ 4,800.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/114/2025-26 1st Call
Name of the work: **Maintenance work of W/S service line by leak repair, SV installation and cleaning of compound area at Patuli 2 No. Overhead Tank area in Ward No.-110.** Estimated amount: **₹ 2,38,038.80.** Earnest money: **₹ 4,800.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **22.09.2025 (5 P.M.)/25.09.2025 (11 A.M.) (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer, Water Supply (GRWW), KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/59
Name of the work: **Daily monitoring of systematic pressure residual chlorine and turbidity of FW pipelines at different locations under GRWW network.** Estimated amount: **₹ 3,51,936.00.** Earnest money: **₹ 7,100.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **08.10.2025 at 2 P.M./10.10.2025 at 2 P.M.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (BDT), KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/PBDT/E/2025-26/13/1st Call
Name of the work: **Supply and installation of electrical items in place of damaged items for operating big dia tubewell at Jadavpur North Road and other 5 big dia tubewell.** Estimated cost: **₹2,68,060.89.** Earnest money: **₹ 5,400.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/PBDT/E/2025-26/10/1st Call
Name of the work: **Installation of electrical operating system with cable laying of newly installed big-dia tubewell at Jagannath Ghosh Road in Ward No.-91.** Estimated cost: **₹ 2,11,321.29.** Earnest money: **₹ 4,300.00.** Period of completion: **10 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/PBDT/E/2025-26/11/1st Call
Name of the work: **Laying of power cable for operating big-dia tubewell and allied work at Gobindapur Supravat Sangha in Ward No.-93 and Sultan Alam Road Mutepara in Ward No. 89.** Estimated cost: **₹ 3,14,162.52.** Earnest money: **₹ 6,300.00.** Period of completion: **10 days.**

(4) NIT No. : KMC/WS/PBDT/E/2025-26/12/1st Call
Name of the work: **Refurbishing of 9 nos. submersible pump-motor set at Anil Roy Road and other 8 nos. big-dia T/W under Poddarnagar big-dia T/W unit.** Estimated cost: **₹ 2,74,762.42.** Earnest money: **₹ 5,500.00.** Period of completion: **21 days.**

(5) NIT No. : KMC/WS/PBDT/M/2025-26/11/1st Call
Name of the work: **Withdrawal-refixing including fishing of submersible pump-motor at Anil Roy Road big-dia tubewell and other 14 location under Poddarnagar big-dia T/W unit.** Estimated cost: **₹ 2,96,054.86.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/WS/PBDT/M/2025-26/10/1st Call
Name of the work: **Improvement of 3 nos. old big-dia T/W by surging at Newland Jheel Road Kathgola, N. K. Pal School in Ward No.-92 and Jahura Bazar in Ward No.-91 under Poddarnagar big-dia T/W unit.** Estimated cost: **₹ 2,58,480.17.** Earnest money: **₹ 5,200.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **14.10.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 6).** Tender will be opened on: **16.10.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **19.09.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer, Water Supply (S.S. Unit), KMC invites e-tender online system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-115/07/25-26/L1/117
Name of the work: **Supplying and laying of 100 mm dia. D.I. pipe near 240, Banerjee Para Road, 6/1A, Jadunath Ukil Road in Ward No.-115, BR-XIII.** Estimated amount: **₹ 2,86,837.80.** Earnest money: **₹ 5,800.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **24.09.2025 - 1 P.M.** Tender will be opened on: **08.10.2025 - 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2025 - 10 A.M.** from the website: **https://etender.wb.nic.in** (1071/25-26)

বিজ্ঞাাান ও পরিবেশ

নাসা এবার আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে চাঁদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ নাসা এবার আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে চাঁদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার। তবে সশরীরে নয়। আপনার নাম থাকবে মার্কিন

মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের চন্দ্রযান আর্টেমিস ২-তে! বলে রাখা ভালো, ২০২৬ সালের শুরুর দিকেই চাঁদে যাবে ওই মহাকাশযান। যে যানে থাকবেন চারজন মহাকাশচারীও। তবে তাঁরা চাঁদে নামবেন না। থাকবেন যানের ভিতরেই। আর যানটিও উড়বে চন্দ্রপৃষ্ঠের উপর দিয়ে। তারপর সেই যানেই তাঁরা ফিরবেন পৃথিবীতে। এই অভিযানের দিকে বিশেষ নজর থাকবে ইসরোর। এই মিশনই আর্টেমিস ৩ মিশনের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। ওই মিশনে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামার কথা মহাকাশচারীদের। এখানেই শেষ নয়। ওই মিশনেরই দূরবর্তী লক্ষ্য মঙ্গলে অভিযান করা। সুতরাং প্রাথমিক ভাবে ওই মিশনের সফলতা আগামিদিনে বহু মাইলফলকের নির্মাণের প্রেক্ষাপটই তৈরি করবে। এই ঐতিহাসিক চন্দ্রাভিযানের শরিক হতে পারবেন আপনিও।

এর জন্য ক্লিক করতে হবে https:www3.nasa.govsend-your-name-with-artemis লিঙ্কে। সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে। নাম ও পিন কোড লিখে সাবমিট করলে সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাবেন ডিজিটাল সার্টিফিকেট। আর এই নামও সংরক্ষিত হয়ে গেল নাসার ডেটা বেসে। যখন ওই যান চাঁদের উদ্দেশে উড়বে, তাতে থাকবে আপনার নামও। কেননা ওরিয়ন নামের রকেটটিতে থাকবে একটি এসডি কার্ড। আর তাতেই থাকবে জমা পড়া সমস্ত নামও।

শুধু চাঁদে নয়, মহাকাশে মঙ্গলগ্রহেও নামার পরিকল্পনা রয়েছে নাসার। এবং সেটাও যত দ্রুত সম্ভব। এ প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। মঙ্গল গ্রহে অভিযান চালিয়ে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে পৃথিবীর বুকেই এক টুকরো মঙ্গল বানিয়ে, চার জন নভশ্চরকে সেখানে থাকার জন্য প্রস্তুত করছে নাসা। পৃথিবীর বুকেই তৈরি করা হয়েছে একটুকরো ' আগামী ১৯ অক্টোবর এই চার জন পৃথিবীর ' অর্থাৎ হিউস্টনের জনসন স্পেস সেন্টারের অন্তর্গত নাসার মার্স ডিউন আলফা-র জগতে প্রবেশ করবেন। প্রায় ১,৭০০ বর্গফুটের সেই থ্রি-ডি প্রিন্টেড হ্যাবিট্যাটে চার নভশ্চর থাকবেন ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। অর্থাৎ মোট ৩৭৮ দিন। এই অভিযানে নভশ্চররা নানা ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। যেমন নিভৃতবাসে থাকা, যোগাযোগে দেরি হলে বা কোনও যন্ত্রাংশ (মহাকাশযানের) হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, বাঁচার জরুরি সামগ্রী ফুরিয়ে এলে কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে, অত্যধিক তাপমাত্রায় কীভাবে স্পেসওয়াক করতে হবে প্রভৃতি।

নভশ্চরদের লাল গ্রহে জীবনযাপন কার প্রস্তুতি

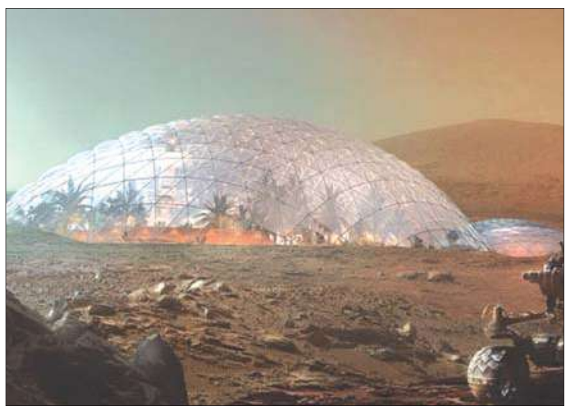

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ লাল গ্রহে জীবনযাপন করা কি ঠিক। স্বাস্থ্যের উপর কী তেমন প্রভাব পড়ে? এ সব জানতে ই লেখাটি পড়তে হবে। গবেষণাধর্মী কাজকর্মই বা চালানো যায় কীভাবে? ই সবের উত্তর পেতে চায় নাসা। তাই পৃথিবীর বুকেই এক টুকরো মঙ্গল বানিয়ে, চার জন নভশ্চরকে সেখানে থাকার জন্য প্রস্তুত করছে নাসা।

আগামী ১৯ অক্টোবর এই চার জন পৃথিবীর হিউস্টনের জনসন স্পেস সেন্টারের অন্তর্গত নাসার মার্স ডিউন আলফা-র জগতে প্রবেশ করবেন। প্রায় ১,৭০০ বর্গফুটের সেই থ্রি-ডি প্রিন্টেড হ্যাবিট্যাটে চার নভশ্চর থাকবেন ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। অর্থাৎ মোট ৩৭৮ দিন। যে চার জন নভশ্চরকে এই অভিনব অভিযানের জন্য বাছাই করা হয়েছে, তাঁরা হলেন-রস এল্ডার, এলিন এলিস, ম্যাথু মন্টগোমারি এবং জেমস স্পাইসার। এঁদের অভিযানের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। নানা ধরনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এঁরা। তবে আকস্মিক কোনও কারণে যদি কোনওভাবে একেবারে শেষ মুহূর্তে কারও যাত্রায় বাধা পড়ে, তাহলে তাঁর স্থান নেওয়ার জন্য বিকল্প হিসাবে তৈরি করে রাখা হচ্ছে আরও দু'জনকে। এঁরা হলেন এমিলি ফিলিপস এবং লরা ম্যারি। নাসার তরফে জানতে পারা গিয়েছে, এই 'এই অভিযান তাদের ' হেলথ অ্যান্ড পারফরম্যান্স এক্সপ্লোরেশন অ্যানালগ'-র অংশ। বাস্তবের মঙ্গল গ্রহে না গিয়েও সেখানে থাকার অভিজ্ঞতা পেতে নভশ্চরদের সাহায্য করবে এই মিশন। ৩৭৮ দিনের এই অভিযানে নভশ্চররা নানা ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন যেমন নিভৃতবাসে থাকা কেমন, যোগাযোগে দেরি হলে বা কোনও যন্ত্রাংশ (মহাকাশযানের) হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, বাঁচার জরুরি সামগ্রী ফুরিয়ে এলে কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে, অত্যধিক তাপমাত্রায় কীভাবে স্পেসওয়াক করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবে জন্ম হয়েছিল বৃহস্পতির? সঠিক সময় বের করলেন বিজ্ঞানীরা

বিশেষ প্রতিনিধিঃ বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাশূন্যে নিজেদের গতিতে চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল উল্কার বিশাল

দল। মহাকর্ষ বলের বিচিত্র টানে আবার মহাশূন্যেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। তাদের কিছু খণ্ডাংশ অবশ্য আছড়ে পড়ছিল কোনও কোনও গ্রহের উপরও। পৃথিবী সৃষ্টির মুহূর্তে এমনই সব তাণ্ডব ঘটেছিল বলে জানা গিয়েছে। এখন বিভিন্ন গ্রহের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে মহাকাশপ্রেমীদের কৌতূহল কখনই থামবে না। বিশাল চেহারার জন্য সৌরজগতে পরিচিত বৃহস্পতি। পৃথিবী থেকে সাড়ে ৮০০ মিলিয়ন মাইল দূরের গ্রহটির বয়স কত, কেউ কি জনেন। তা নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা চলছে। অবশেষে একটা সময়রেখা বের করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা বলে জানতে পারা গিয়েছে। বলা হচ্ছে, উল্কার ধ্বংসাবশেষ বৃহস্পতির জন্মদাগ রেখে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, এ পৃথিবীর বুকের শিলাখণ্ডও তার সাক্ষ্য বহন করে।

জানা গিয়েছে, জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইটালির মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে এনিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। তাঁদের গবেষণা কাজ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এক বিজ্ঞান পত্রিকায়। তাতে জানা যাচ্ছে, সাড়ে চার হাজার কোটি বছরেরও বেশি সময় আগে, যখন সদ্য সৌরজগত তৈরি হয়েছে, বৃহস্পতির আবির্ভূত হওয়ার সময়ও তখনই। তবে অন্যান্য গ্রহের তুলনায় গুরুগ্রহের বিবর্তন হয়েছে অনেক দ্রুত। তার রাসায়নিক পরিবর্তন, গড়ন সব কিছুতেই উল্কাপাতের প্রভাব বেশি। উল্কাবৃষ্টির তথ্য-পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখে বড় বড় হিসেবনিকেশ করে তবেই বৃহস্পতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জানতে পারা গিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, উল্কাপাতের ফলে ছিটকে আসা ক্ষুদ্র খনিজ কণা থেকে বোঝা যায় জন্মকাল। মহাশূন্যে ক্রমশ গ্রহাণু, উল্কাদের গতিবিধি, সংঘর্ষের ফলে উচ্চ তাপশক্তি বলয় থেকে ছিটকে এসে কোন কণা কত দ্রুত শীতল হচ্ছে, সেই সময়সীমা বের করতে পারলেই বোঝা যাবে কোন গ্রহের কত বয়স। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গলিত কণা থেকে শীতল হওয়া এবং ক্রমে জমাট বাঁধার যে গতিপ্রকৃতি, সেটাই জন্ম সময়।

সময়টা কবে, প্রশ্ন উঠছে। মোটের উপর সৌরজগত তৈরির ১ হাজার ৮০০ কোটি বছর পর। উল্কাখণ্ডের অংশ নাকি খুব দ্রুত শীতল হয়ে যায়। তারপর গ্যাসীয় পদার্থ জমে জমে এত বিশাল আকার হয় তার। সৌরজগতের সবচেয়ে বৃহৎ গ্রহ হল বৃহস্পতি। গবেষকদলের অন্যতম বিজ্ঞানী ড. দিয়েগো তুরিনির কথায়, একমাত্র উল্কাখণ্ডই এই রেকর্ড ধরে রাখতে পারে। গ্রহ জন্মের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ সেটাই। তবে বৃহস্পতির জন্মরহস্য উদঘাটনের নেপথ্যে পৃথিবীরও অবদান কম নয়। পৃথিবীর মাটিতে গলিত অবস্থার খনিজ পাথর বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য হাতে এসেছে।

কলেজ বন্ধুদের উদ্যোগে পড়ুয়াদের নতুন পোশাক ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

সুমন আদক ঃ কলেজ বন্ধুদের মিলিত উদ্যোগে পুজোর আগে প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হলো নতুন পোশাক ও শিক্ষা সামগ্রী। হাওড়ার ব্যাঁটরার নরসিংহ দত্ত কলেজের ১৯৯৬ ব্যাচের প্রাক্তনীরা আবারও এগিয়ে এলেন মহ কাজে। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় শনিবার সারাদিনের এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাওড়া জেলার মৌরিগ্রামের উনসানি গোয়ালবাটি প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হাতে ওইসব পুজোর উপহার তুলে দেওয়া হয়। পুজোর আগে এই উপহার পেয়ে বেজায় খুশি খুদে পড়ুয়ারাও। এদিন কার্যত স্কুলের ছোট ছোট পড়ুয়াদের নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন প্রায় বছর ত্রিশ আগের কলেজ গণ্ডি পেরনো বন্ধুরা। গানে, আবৃত্তিতে আর কচিকাঁচাদের কলতানে এদিন ভরে ওঠে স্কুল প্রাঙ্গন।ছোটদের সাথে একত্রিত হয়ে মেতে ওঠেন বয়সে হাফ সেঞ্চুরি পেরনো আরেক শিশু'র দল। এদিন উপহার পেয়ে বাচ্চারা যেমন খুশি তেমনি তাদের মিষ্টি করে বলা ছড়া আর গান উপভোগ করেন সবাই। সেই সাথে তাদের খুশিগুলো ছড়িয়ে গেল অর্ধশতক পেরনোদের হৃদয়ে। এদিন খাওয়াদাওয়া, নাচ, গান, কবিতা ও গল্পগুজবের আনন্দ পাঠে কোথা থেকে যেন কেটে গেল সারাটা দিন। কেউ টের পেলনা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা নরসিংহ দত্ত কলেজের '৯৬ ব্যাচের প্রাক্তনী সুকান্ত হালদার বলেন, এরাও একদিন ব। হবে। ব।রাও ব্যাস্ত হয়ে পড়বেন নিজ পেশার কাজে। কিন্তু এর রেশ রয়ে যাবে আজীবন সকলের মনে। এন ডি কলেজের এই '৯৬ ব্যাচের উদ্যোগে গোয়ালবাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই আনন্দ অনুষ্ঠান সত্যিই একটা মেলবন্ধন হয়ে রয়ে গেল শিশু আর এই প্রাক্তনী ব্যাচটার সাথে।

ফের ইজরায়েলের হামলায় গাজায় মৃত অন্তত ৩২

১৪ সেপ্টেম্বর ঃ ফের গাজায় মৃত্যুমিছিল। ইজরায়েলি সেনার আকাশপথে হামলায় অন্তত ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। মৃতদের মধ্যে ১২টি শিশুও রয়েছে। শনিবারের হামলা আরও একবার বুঝিয়ে দিল ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি নিয়ে কিছু ভাবছে না। কেবল তাই নয়, বরং আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে তারা। এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলি সেনা এই হামলার দায়স্বীকার করেনি।জানা গিয়েছে, শেখ রাদওয়ানে এক হামলায় একই পরিবারের ১০ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে এক মা এবং তাঁর তিন সন্তান রয়েছে। প্যালেস্তিনীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, আল-হেলাল স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড় মহম্মদ রমেজ সুলতান তাঁর পরিবারের ১৪ সদস্যের সঙ্গে এই হামলায় নিহত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ইজরায়েলের লাগাতার হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গোটা গাজা। সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনা চললেও তার ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত। ২ বছরের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা গাজা যুদ্ধ থামাতে উঠেপড়ে লেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ওয়াশিংটন হামাসের সঙ্গে গভীর আলোচনা চালাচ্ছে। হামাসকে অবশ্যই পণবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে। যদি তারা বন্দিদের মুক্তি না দেয় সেক্ষেত্রে ওদের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ ও জটিল হয়ে উঠবে।২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিয়ে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন নেতানিয়াহু। তারপর থেকেই লড়াই জারি রয়েছে গাজায়। যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত গাজায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজারেরও বেশি। পাশাপাশি আহতের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। অন্যদিকে হামাসের হাতে এখনও পণবন্দি রয়েছেন বহু মানুষ। ইজরায়েলের অন্দরেই অভিযোগ উঠেছে, পণবন্দিদের উদ্ধারের কোনও চেষ্টা করছেন না নেতানিয়াহু।

নিউ ইয়র্কে পা রাখলেই গ্রেপ্তার করব', নেতানিয়াহুকে ফের হুঁশিয়ারি জোহরানের

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ যদি ক্ষমতায় আসতে পারি, তবে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে নিউ ইয়র্কে পা রাখতে দেব না। তাহলে তৎক্ষণা তাঁকে গ্রেপ্তারির নির্দেশ দেব। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন নিউ ইয়র্কের মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানি।একটি সাক্ষাৎকারে জোহরান জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ কোর্ট আগেই নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। আমি সেটিকে সম্মান করতে চাই। যদি আমি নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হই এবং তখন যদি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শহরে পা রাখেন, তাহলে তৎক্ষণা তাঁকে গ্রেপ্তারির নির্দেশ দেব। নিউইয়র্ককে আন্তর্জাতিক আইনের পক্ষে দাঁড় করানো আমার কর্তব্য। এর আগেও জোহরান একই হুঁশিয়ারি

দিয়েছিলেন নেতানিয়াহুকে। সেই সময় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর ঢাল হয়ে দাঁড়ান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পালটা আক্রমণ করেন নিউ ইয়র্কের মেয়র পদপ্রার্থীকেও।প্রসঙ্গত, নিউ ইয়র্কের মেয়র পদপ্রার্থী বছর তেত্রিশের জোহরানের জন্ম উগান্ডায়। তবে তাঁর বাবা মাহমুদ মামদানি গুজরাটের বাসিন্দা। অন্যদিকে জোহরানের মা হলেন স্বনামধন্য পরিচালক মীরা নায়ার। জন্মের কিছু বছর পর জেহরান নিউ ইয়র্কে চলে আসেন। বর্তমানে তিনি নিউ ইয়র্কের কুইন্সের বাসিন্দা। এই কুইন্স শহরে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশির বাস। সেখানে থাকতে থাকতেই বাংলা ভাষা রপ্ত করেছেন জেহরান। সমাজমাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারে তাঁকে বাংলা ভাষাতেও কথা বলতে দেখা গিয়েছে। সস্তায় খাদ্য,বস্ত্র এবং বাসস্থান মূলত নিউ ইয়র্কের বাসিঃ দাদের জন্য এই তিন প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন জেহরান।

টমি রবিনসনের ডাকে মিছিল, চিন্তার ভাঁজ ব্রিটেনের শাসকের কপালে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত শনিবারের দুপুরে লন্ডনের বুক কাঁপিয়ে লক্ষ মানুষের মিছিল চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে ব্রিটেনের শাসকের কপালে। অভিবাসন বিরোধী মিছিল ক্ষেত্র বিশেষে হিংসাত্মক হয়ে উঠলেও ব্রিটেনের রাজনীতির বদলাতে থাকা আবহে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কিছুটা হলেও দেখা গিয়েছে এখানে। মিছিলে আসা হাজার হাজার মানুষের মুখে শোনা গিয়েছে অভিবাসন বিরোধী স্লোগান। এর আগেও টমি রবিনসন বেশ কয়েকবার মিছিল করেছেন। কিন্তু সেখানে এত ভি। দেখা যায়নি। শনিবারের মিছিল নিঃ সন্দেহে সাম্প্রতিক অতীতের সবথেকে বড় জমায়েত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সুনক সরকারের পতনের পরে, লেবার প্রধানমন্ত্রী বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এলেও দ্রুত সেই সমর্থনে ভাঁটার টান দেখা গিয়েছে। সরকারের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নীতি মানুষের মনে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই রাগকে রসদ করেই নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ার তৈরি করেছেন রবিনসন।

নেপালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, সাধারণ মানুষ নেমেছে স্বাভাবিক জীবনে

বিশেষ প্রতিনিধি, কাঠমাণ্ডু, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ সম্প্রতি নেপালে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পরিবেশগত কারণে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তা এখন ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসছে। দেশটির রাজধানী কাঠমাণ্ডু এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রয়েছে। সাধারণ মানুষও নতুন করে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে এসেছে এবং আতঙ্ক মুক্ত হয়ে বাইরে বেরোচ্ছে। নেপালের অভ্যন্তরীণ সংবাদমাধ্যম এবং স্থানীয় সূত্রে খবর, শহরের রাস্তা ও বাজারগুলোতে গত কয়েকদিন ধরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, ব্যাংক ও দোকানপাট স্বাভাবিকভাবে খোলা রয়েছে। মানুষ বিনা ভয়ে নিজ নিজ কাজে বেরোচ্ছেন। সরকারের পক্ষ থেকেও নিশ্চিত করা হয়েছে, দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে এবং অতীতের মতো কোনও বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর ঘটনা ঘটবে না। নেপালের সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা এবং পুলিশকে সম্পূর্ণ সক্রিয় করে রেখেছে। বিশেষত রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে পুলিশের টহল বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা গার্ড এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি না হয়। সরকারি মুখপাত্র জানান, নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা সচল আছে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছেন।

স্থানীয়রা বলছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর পুনরায় শহরের জীবনে গতিশীলতা ফিরে এসেছে। বাজারে মানুষের ভিড়, রাস্তায় যানজট, স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি সবই প্রমাণ করছে যে মানুষ এখন আতঙ্কমুক্ত। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক উত্তেজনার কারণে কিছুদিন ব্যবসা বন্ধ থাকলেও এখন পুরোপুরি পুনরায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে।অপরদিকে, পর্যটকদের মধ্যেও স্বস্তি ফিরেছে। নেপাল প্রতি বছর বহু পর্যটকের আকর্ষণের কেন্দ্র। বিশেষত হিমালয়, কাঠমাণ্ডুর ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য ও সংস্কৃতি পর্যটকদের জন্য বড় আকর্ষণ। সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশে পর্যটকরা নিরাপদে দেশ ভ্রমণ করতে পারছেন। পর্যটকরা জানাচ্ছেন, এখন আর কোনও আতঙ্ক নেই, তাঁরা স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিশ্লেষকদের মতে, নেপালের বর্তমান পরিস্থিতি প্রমাণ করছে যে, সঠিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক বা সামাজিক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। স্থানীয় নাগরিক ও ব্যবসায়ীরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। তাঁরা আশাবাদী, আগামী দিনে এমন পরিস্থিতি আর সৃষ্টি হবে না। রাজনৈতিক মহলও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় স্বস্তি প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন দল জানিয়েছে, দেশকে স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য সকলকে সংযম এবং সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সরকারের তরফ থেকে বারবার নিশ্চিত করা হয়েছে.

মধ্যপ্রদেশে বন্যার ঝুঁকি কমাতে ঘাটালে খনন কাজ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ মধ্যপ্রদেশ, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ সপ্রকৃতির অকাল রূপের প্রভাবে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি ও জলসম্পদ দফতর ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ঘাটাল অঞ্চলে খনন কাজ শুরু করা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য জলপথ পরিষ্কার করে বন্যার ঝুঁকি কমানো। স্থানীয় প্রশাসনের সূত্রে জানা যায়, বর্ষাকালে নদী এবং খালগুলির জলের স্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে ঘাটাল ও আশেপাশের এলাকায় পানিবন্দি সমস্যার সৃষ্টি হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যথাযথ খনন না করলে শহর ও গ্রামের মানুষ হঠাৎ বন্যার কবলে পড়তে পারেন। সেই কারণেই এবার সময়মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে, খনন কাজে বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। খাল এবং নর্দমার তল খুঁড়ে জল প্রবাহের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে, যাতে বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল দ্রুত নিঃসৃত হতে পারে। দফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, খনন কাজ সম্পন্ন হলে ঘাটাল অঞ্চলে বন্যার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। স্থানীয়রা এই পদক্ষেপকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, প্রতি বর্ষায় ঘাটাল অঞ্চলে জলমগ্ন হয়ে সমস্যা হয়। এবার প্রশাসনের উদ্যোগ দেখে আমরা কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছি। আশা করছি, খননের ফলে বন্যার প্রভাব কমবে। প্রশাসনের লক্ষ্য, বন্যার আগে জলপথ পরিষ্কার করে পুরো এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা।অধিকাংশ কৃষকও খনন কাজকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, অতিরিক্ত জল জমে ফসলের ক্ষতি হওয়া এড়ানো সম্ভব হবে।

কাতারে গোলাবর্ষণ

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ সম্প্রতি হামাস নেতাদের খতম করতে কাতারের রাজধানী দোহায় গোলাবর্ষণ করে ইজরায়েলি সেনা। কিন্তু সেই হামলায় মত ছিল না খোদ ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাতারে হামলা চালায় বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশ। এমনটাই জানা গিয়েছে সূত্র মারফত।জানা গিয়েছে, মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নিয়া জানিয়েছিলেন.

MARRIAGE NOTICE

ABHISHEK DAS (Indian citizen, at the Passport No. V8582917) and PUJA ROY (Bangladeshi citizen, Passport No. A12666057) were married on 04th June 2025 at the Shree Shree Dhakeshwari National Temple, Lalbagh, Dhaka, as per Hindu Marriage Act, 2012 (Bangladesh). All concerned may note.

Name Change

I, Md Abed Ali (Old Name) S/O– Ushman Ali resident of Vill-Khanpur , Po-Chhabghati, Ps-Suti , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742201 do hereby declared that I have changed my name from Md Abed Ali to Abed Ali and henceforth I shall be known as Abed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/09/2025. My name Abed Ali & Md Abed Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Enamul Hoque Mandal (Old Name) S/O–Faku Sekh resident of Vill-Laskarpur , Po-Babaltali , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Enamul Hoque Mandal to Enamul Hoque and henceforth I shall be known as Enamul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/09/2025. My name Enamul Hoque & Enamul Hoque Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Kochi Shaikh (Old Name) S/O– Lutfal Hoque resident of Vill- Sidhori Paschim para , Po- Sidhori, Ps-Suti , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-731222 do hereby declared that I have changed my name from Kochi Shaikh to Kochi Saikh and henceforth I shall be known as Kochi Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Kochi Saikh & Kochi Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Haji Abul Keshem Mia (Old Name) S/O–Md Murshed Ali resident of Vill-Juginda Malopara, Po-Juginda , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my name from Haji Abul Keshem Mia to Md Abul Quasem and henceforth I shall be known as Md Abul Quasem (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/09/2025. My name Md Abul Quasem & Haji Abul Keshem Mia both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Rajab Ali Mondal (Old Name) S/O– Aich Mohammad Mandal resident of Vill-Partap Nagar, Po-Topla Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Rajab Ali Mondal to Rajab Ali Mandal and henceforth I shall be known as Rajab Ali Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/09/2025. My name Rajab Ali Mandal & Mohammad Rajab Ali Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Ranjit Kr Ghosh & Ranjit Kumar Ghosh (Old Name) S/O– Makhan Ghosh resident Vill- Beleyadi, Po-Nawpara, Ps-Ranaghat Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741255 do hereby declared that I have changed my name from Ranjit Kr Ghosh & Ranjit Kumar Ghosh to Ranjit Ghosh and henceforth I shall be known as Ranjit Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Ranjit Ghosh (new name) & (old name) Ranjit Kr Ghosh & Ranjit Kumar Ghosh both are same and one identical person.

Name Change

I, Sarbhanu Bibi , (W/O-Murtaja Molla) my daughter's (Old Name) Marjia Bibi resident of Vill- Kumarpur , Po-Natial , Ps-Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my daughter's name from Marjia Bibi to Marjia Khatun and henceforth my daughter's name shall be known as Marjia Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 29/08/2025. My daughter's name Marjia Khatun & Marjia Bibi both are same and one identical person.

I, Sabana Khatun Dafader, W/o-Jasim Dafader, R/o- Vill- Paschim Jagadanandapur, P.O. Bethuadahari, P.S. Nakashipara, Nadia-741126 do hereby declare that My actual name is Sabana Khatun Dafader. That in my Addhar Card No. 3829 1042 2089 my name has been recorded as Shabban Bibi in place of Sabana Khatun Dafader. That Sabana Khatun Dafader and Shabban Bibi is the same and one identical person vide affidavit dated-10.09.2025 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Krishnagar, Nadia.

Name Change

I, Shirin Akhtary Gazi (old name) wife of Mizanur Haque, residing at Vill : Gadi Uttar, Sabsit, PO-Bagnan, Howrah – 711303, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shirin Akhtari Gazi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 12/09/2025. Shirin Akhtary Gazi and Shirin Akhtari Gazi both are same and one identical person.

Name Change

I, Deluria Khatun (old name) daughter of Lutfor Rahaman and wife of Sirajul Haque, residing at Vill & PO – Subsit, Howrah – 711303, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Delwara Khatun (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 12/09/2025. Deluria Khatun and Delwara Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I,Iman Ali Sk, S/o- Tayachhaddi Sekh, resident of Vill, Chapra Majher para, P.o. - Bangaljhi, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin- 741123 do hereby declare that I have changed my name from Iman Ali Sk to Iman Ali Sekh and henceforth. I shall be known as Iman Ali Sekh in all purpose, vide affidavit No. 110 sworn in Notary Public at Krishnagar, Nadia on 09.09.2025. Iman Ali Sekh and Iman Ali Sk both are same and identical person.

Name Change

I, Mondal Taofazzel (Old name) S/o-Dalil Mondal, Resident at, Vill & PO-Karanga, Ps-Bagdah, Dist-North 24 Parganas, 743251 West Bengal, I have changed my name Tofajjel Mondal (New name) I shall be known as Tofajjel Mondal vide affidavit before the Notrya at Berehampore on 12/09/2025 Tofajjel Mondal and Mondal Taofazzel same and one identical person.

Name Change

I, Prasun Mondal S/o Arun Kumar Mondal residing at Vill.+ P.O.-Dakshin Chandranagar, P.S.-Namkhana, Dist-South 24 Pgs, West Bengal, do hereby declare my father's actual name Arun Kumar Mondal instead of Arun Mondal, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Pgs on dated 12/09/2025. Arun Kumar Mondal and Arun Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, PANKAJ KUMAR JAISWAL S/o. Sri Krishna Prasad Jaiswal, residing at Baishnab Sett 1st Lane, Jorabagan, Beadon Street, Kolkata – 700006, also be known as PANKAJ JAISWAL. I declare that PANKAJ KUMAR JAISWAL and PANKAJ JAISWAL is same and one identical person by virtue of an affidavit no. 09AC 815409 according to the Notary Public on 12-09-2025.

Name Change

I, Bulu Sahu (Old Name) W/o Mrinal Kanti Sahu Residing at Flat No - C02, Block -BC-152, P.o - Newtown, District - North 24 Parganas, Pin - 700156 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Bulu Mukherjee Sahu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-09-2025. Bulu Sahu (Old Name) and Bulu Mukherjee Sahu (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sushil Bakchi alias Sushil Kumar Bakchi (Old Name) S/o Late Monimohan Bagchi Residing at Vill - Mondalpara, P.o - Matuadham Mondalpara, P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743245, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sushil Bagchi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-09-2025. Sushil Bakchi, Sushil Kumar Bakchi (Old Name) and Sushil Bagchi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Geeta Yadav D/o Ram Pal Yadav, aged about 30 Years, resident of 11/5/1, Cossipore Road, P.S. Chitpur, Kolkata-700002, have embraced Islam on 04/08/2025 and adopted the new name Shabnam Khatoon.Gita Yadav and Shabnam Khatoon are one and the same person. by virtue of an affidavit sworn before Judicial Magistrate 1st Class, Alipore.

Name Change

I, Rabia Mollick (Old Name) W/o Jalil Mollick Residing at Vill+P.o - Dosotina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rabiya Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-09-2025. Rabia Mollick (Old Name) and Rabiya Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Seikh Rabul (Old Name) S/o Sk Soleman Residing at Vill - Durgapur, P.o - Sagareswar, P.s - Ramnagar, District- East Medinipur, Pin- 721446, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Rabul (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-09-2025. Seikh Rabul (Old Name) and Sk Rabul (New Name) both are same and one identical person.

মালদহ কাণ্ডে একজন আটক, তদন্তে নেমে নতুন দিশা পেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ মালদহে ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে ঘিরে ধীরে ধীরে নতুন তথ্য উঠে আসছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্তে নেমে একজনকে আটক করেছে। এই আটকের ফলে মামলার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী দল। শনিবার সকালেই পুলিশের তরফে খবর নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েক দিন আগে মালদহে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি নিয়ে গোটা জেলা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘটনা ঘটার পরও পুলিশ প্রাথমিকভাবে তৎপরতা দেখায়নি। তবে ঘটনার গুরুত্ব বাড়তেই পুলিশি সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এবার সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে আটক করার পর তদন্তে নতুন দিশা খুলে গেল। পুলিশ সূত্রে খবর, আটক ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনাস্থলের যোগাযোগ রয়েছে। তিনি ওই দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে সঠিক প্রমাণ মেলেনি এখনো। তবে পুলিশ নিশ্চিত, জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যেই তাঁকে নিয়ে থানায় ব্যাপক জেরা শুরু হয়েছে। তদন্তকারী অফিসাররা মনে করছেন, এই জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেই ঘটনার প্রকৃত চিত্র পরিষ্কার হবে।

ঘটনার পর থেকেই মালদহের স্থানীয় গ্রামে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। সাধারণ মানুষ দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, অভিযুক্তরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পুলিশের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। এবার পুলিশ যে একজনকে আটক করেছে, তাতে স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে। তবে তাঁরা চাইছেন, শুধু আটক নয়, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হোক। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবির দাবি করছে, প্রশাসনের গাফিলতির ফলেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ প্রথম থেকেই উদাসীন মনোভাব দেখিয়েছিল, না হলে এতদিনে দোষীদের গ্রেপ্তার করা যেত। শাসক শিবিরের পাল্টা দাবি, সরকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং তদন্ত দ্রুত এগোচ্ছে। এদিকে আটক ব্যক্তির পরিবার দাবি করেছে, তিনি নির্দোষ। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসন চাপে পড়েই ভুল মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে সন্দেহজনক ভূমিকার জন্যই তাঁকে আটক করা হয়েছে। প্রমাণ মেললে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয়দের মধ্যে ভয় এবং ক্ষোভ দুটোই কাজ করছে। অনেকেই মনে করছেন, কেবলমাত্র একজনকে আটক করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। এই ঘটনার সঙ্গে আরও বহুজন জড়িত থাকতে পারে। তাই মূল চক্রের সন্ধান পেতে হবে এবং তাঁদের আইনের আওতায় আনতে হবে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, আটক ব্যক্তির মোবাইল ফোন এবং তাঁর যোগাযোগের খোঁজখবর খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য যাচাই করে ঘটনার মূল কারণ ও নেপথ্য শক্তির হদিশ পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

পুজোর আগেই রাজ্যের বাজারে প্রবেশ করবে পদ্মার ইলিশ, দাম কমবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি,১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বহু প্রতীক্ষার অবসান হল বলা যেতে পারে। কেন, তার কারন হল পদ্মা-মেঘনার রুপালি ইলিশ আবারও আসছে এ রাজ্যের বাজারে। দুর্গাপুজোর আগে ভোজনরসিক বাঙালির রসনাতৃপ্তির জন্য এটা ভালো খবর। প্রতিবেশী

দেশটি এ বছরও সীমিত পরিমাণে ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে আবারও পদ্মার ইলিশের চাহিদা পূরণ হবে বলে আশা করছেন পাইকার ও খুচরো ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ। তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, বাংলাদেশ সরকার দুর্গাপূজোর আগে ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে। আশা করি, এই সিদ্ধান্ত দুই দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে এবং এ বাংলার মানুষের উসবের আনঃদ বাড়িয়ে দেবে।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও দুর্গাপুজোর আগে ইলিশ নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন, এ বছর হয়তো পদ্মার ইলিশ আর আসবে না। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারের এই সিদ্ধান্তে উচ্ছসিত রাজ্যের ইলিশপ্রেমীরা। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও নদিয়ার বাজারে ইতিমধ্যেই খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শুধু ভোক্তারাই নন, রাজ্যের পাইকারি মাছ ব্যবসায়ীরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। তাঁরা মনে করছেন, বাংলাদেশি ইলিশ এলে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে, ফলে দামও কিছুটা নিযন্ত্রণে থাকবে। কলকাতার বাজারের এক ব্যবসায়ী জানান, প্রতি বছরই দুর্গাপুজোর সময় বাংলাদেশ থেকে ইলিশ এলে বাজার জমে ওঠে। এ বছরও আশা করছি, পদ্মার রূপালি আমাদের ব্যবসায় রঙ আনবে। বাংলাদেশ সরকার সাধারণত বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষত দুর্গাপুজোর আগে সীমিত পরিমাণে ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেয়। এর মাধ্যমে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হয় বাংলাদেশ। জানা গেছে, এবারও প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন ইলিশরপ্তানির অনুমতি দিয়েছে ঢাকা। বাংলাদেশ থেকে ইলিশ রপ্তানির ঘোষণা হতেই অনেকেই ভাবছেন, দাম কি কিছুটা কমবে? বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশি ইলিশ আসলেও প্রাথমিক পর্যায়ে দাম খুব একটা কমবে না। কারণ চাহিদা বেশি, যোগান সীমিত। তবে দ্বিতীয় চালানে ইলিশ এলে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন ক্রেতারা। কলকাতার মাছ ব্যবসায়ী সমিতির এক পদস্থ কর্তা জানান, বাংলাদেশি ইলিশের স্বাদ অন্যরকম। তাই দাম কিছুটা বেশি হলেও ক্রেতাদের চাহিদা সবসময়ই থাকে। আমরা আশা করছি, এবার ১ কেজি ওজনের ইলিশের দাম ১,৫০০ থেকে ১,৭০০ টাকার মধ্যে থাকবে। ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ওজনের ইলিশের চাহিদাই সবথেকে বেশি।

ইলিশ বাঙালির জীবনে শুধু মাছ নয়, এক আবেগ। দুর্গাপুজোর আগে ইলিশের পদ যেন বাঙালির খাওয়াদাওয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পুজোর কেনাকাটা, সাজগোজের পাশাপাশি মেনুতে ইলিশ থাকলে উসবের আনঃদ যেন আরও বেড়ে যায়। আর পদ্মা-মেঘনার ইলিশের স্বাদ যে একেবারে অনন্য, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তে শুধু বাজারই জমে উঠবে না, দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনও আরও দৃঢ় হবে। সীমান্ত পেরিয়ে পদ্মার রূপালি ইলিশ এলে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে উৎসবের আমেজ আরও বাড়বে। বলে মনে করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ ও আসামের বিস্তীর্ণ চা বাগান বর্তমানে এক ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন

‘নিজস্ব প্রতিনিধি,জলপাইগুড়ি, ১৪ সেটেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ ও আসামের বিস্তীর্ণ চা বাগান বর্তমানে এক ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন। ছত্রাকের সংক্রমণে চা পাতায় পচন ধরছে, ফলে চাষিরা হয়ে উঠছেন চরম

দিশেহারা। বহু জায়গায় চা পাতার মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার জেরে উপাদনও ব্যাপক হারে কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত কয়েক মাস ধরে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা-অতিরিক্ত বৃষ্টি ও আর্দ্রতা-ছত্রাক বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

চা শিল্প উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির প্রধান ভরকেঃদ্র। হাজার হাজার শ্রমিক এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু রোগবালাইয়ের কারণে একদিকে চা পাতার ফলন কমছে, অন্যদিকে মান খারাপ হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যেই দার্জিলিং ও দুয়ার্সের বেশ কিছু চা বাগানে প্রভাব পড়েছে। স্থানীয় শ্রমিক সংগঠনের দাবি, উৎপাদন কমে গেলে চা বাগান কর্তৃপক্ষ খরচ বাঁচাতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে পারে। ফলে তাদের জীবিকাও বিপন্ন হতে চলেছে। চা বাগান মালিকরা বলছেন, হঠাৎ করে ছত্রাক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপুল খরচের প্রয়োজন। ওষুধ, কীটনাশক ও বৈজ্ঞানিক পরিচর্যা ছাড়া পরিস্থিতি সামাল দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বর্তমান বাজারে চায়ের দাম স্থিতিশীল থাকায় সেই খরচ জোগানো কঠিন হয়ে পড়ছে। চাষিদের বক্তব্য, সরকার যদি বিশেষ ভর্তুকি বা আর্থিক সহায়তা না দেয়, তবে এই সংকট থেকে বেরোনো সম্ভব নয়। কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ছত্রাক দমনে আধুনিক প্রযুক্তি ও জৈবিক চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তার জন্য চাষিদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দরকার। কিছু চা বাগানে পরীক্ষামূলকভাবে জৈবিক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সেখানকার পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও বৃহ পরিসরে এটি কার্যকর করতে গেলে সময় ও অর্থ-দুটিরই প্রয়োজন। চা চাষিদের মতে, তাদের লড়াই এখন একপ্রকার প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ। প্রতিদিন নতুন করে গজিয়ে উঠছে পচনধরা পাতা। ফলে শ্রমিকরা যতই যত্ন করে পাতা তুলুন, গুণমান নষ্ট হওয়ায় তার দাম মিলছে না। এর ফল ভুগতে হচ্ছে সরাসরি চাষি ও শ্রমিকদের। চা বাগানকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার পরিবার নির্ভরশীল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে স্থানীয় ছোটখাটো ব্যবসা-সবই চা শিল্পের উপর নির্ভর করে। সেই শিল্প যদি ছত্রাকজনিত রোগে বিপর্যস্ত হয়, তবে গোটা অঞ্চলের অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চাষি সংগঠনগুলির দাবি, দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে। বিশেষত চাষিদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, ভর্তুকি ও আধুনিক পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে। নাহলে এই শিল্পের ভবিষ্য অন্ধকার। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চায়ের সুনামও মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে স্পষ্ট, ছত্রাকের সংক্রমণ এখন শুধুমাত্র কৃষি সমস্যা নয়, এটি এক সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকটেও রূপ নিচ্ছে। চা বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে রপ্তানি ব্যবসায়ী-সবাই এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এখন দেখার বিষয়, সরকার ও প্রশাসন কত দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয় এই সঙ্কট কাটাতে। পাহাড় থেকে নামার পথে হু হু করে কমে যাচ্ছে চা উপাদন! এই তথ্য উঠে এসেছে টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে। এতে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে চা শিল্পে দুটি ভিন্ন ছবি। একদিকে পাহাড়ের চা বাগানগুলিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। পাহাড়ে কাঁচা চা পাতার উপাদন বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। আর ডুয়ার্স ও তরাইয়ে উৎপাদন হু হু করে উপাদন কমছে। তরাই ডুয়ার্সে চা উৎপাদনের ঘাটতি চা অর্থনীতিকে প্রভাব ফেলবে। কারণ ডুয়ার্স-তরাই অঞ্চলে চা উৎপাদনের উপর বহু মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল। টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আবহাওয়ার তারতম্যে পাহাড়ি এলাকা ও তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানে উৎপাদনের বিপরীত পরিসংখ্যান ধরা পড়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জুন মাসে ডুয়ার্সে চা বাগানে উৎপাদন কমেছে প্রায় ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার কেজি। তরাইয়ে কমেছে ১ লক্ষ কেজির বেশি। গতবছরের তুলনায় এই বছর ডুয়ার্সে চা উৎপাদন ৬৪ লক্ষ ৮৪ হাজার কেজি থেকে নেমেছে ৫৮ লক্ষ কেজির ঘরে। তরাই অঞ্চলে ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার কেজির জায়গায় উপাদন কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ লক্ষ ২০ হাজার কেজি। পাহাড়ি এলাকার ছবি আলাদা। দৃশ্যপট একেবারেই আলাদা। গত বছর জুন মাসে চা উৎপাদন ছিল ৩ লক্ষ ৭৭হাজার ৭৮৬ কেজি। এবারে বেড়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৪১ কেজি। অর্থাৎ, উৎপাদন বেড়েছে ১ লক্ষ ৭হাজার কেজির বেশি। কালিম্পং বাদে দার্জিলিং জেলার পাহাড়ের প্রায় সব এলাকায় দেখা গেছে এই বৃদ্ধি। জুন মাসে ডুয়ার্সে বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৫০৫ মিলিমিটার। গত বছর হয়েছিল ১২১৪ মিলিমিটার। বৃষ্টির দিন কমে দাঁড়িয়েছে ২৫ থেকে ১৮ দিনে। তাপমাত্রা বেড়েছে ৩৪.৭ ডিগ্রি থেকে ৩৬.৯ ডিগ্রিতে। তরাইয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ। জুনে বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৩২৯ মিলিমিটার, যা আগের বছরের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়েছে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। এই কারণে চা উৎপাদনে ঘাটতি। পাহাড়ের ক্ষেত্রে একই রকম আবহাওয়া সত্ত্বেও চা উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাহাড়ি চা বাগানগুলিতে উন্নত চাষ পদ্ধতি এবং মাটির স্বাভাবিক আর্দ্রতা বেশি। যার ফলে তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের মধ্যেও উৎপাদনে প্রভাব পড়েনি।

হিমাচলে ৬৪৭টি রাস্তা বন্ধ, ক্ষতির অঙ্ক ছাড়াল সাড়ে চার হাজার কোটি

শিমলা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ টানা বৃষ্টি ও ধসের জেরে হিমাচল প্রদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। রাজ্যে তিনটি জাতীয় সড়ক সহ মোট ৬৪৭টি রাস্তা বন্ধ। মাণ্ডি জেলায় ২৪৬টি রাস্তায় যান চলাচল থমকে গেছে। বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ক্ষেত্রেও মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। ১৮৫টি ট্রান্সফরমার ও ৩৪৩টি জল প্রকল্প কার্যত অচল। সরকারি হিসাবে এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত ৪,৪৬৭ কোটির বেশি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। মন্ত্রীরা ইতিমধ্যেই দুর্গত এলাকায় পরিদর্শন শুরু করেছেন।

নেপালে আটকা তুফানগঞ্জের ২৫ শ্রমিক, পরিবারে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা

তুফানগঞ্জ, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ নেপালে কাজের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন তুফানগঞ্জের ২৫ জন শ্রমিক। তবে বর্তমানে তারা সেখান থেকে ফিরতে পারছেন না। শ্রমিকদের ফিরে আসতে পারছেন না। শ্রমিকদের পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে জানিয়েছেন, আমরা ফোন বা মেসেজের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারছি না।

পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। অভিযোগ, সীমান্তের জটিলতা এবং নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শ্রমিকরা আটকা পড়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্রমিকরা বেশ কয়েক মাস ধরে নেপালে কাজ করছিলেন। মূলত নির্মাণ ও কৃষি ক্ষেত্রে তাঁদের নিয়োগ হয়েছিল। নিয়মমাফিক সাপ্লাই এবং ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে তাদের সেখানে পাঠানো হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সীমান্তে চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপের ফলে তাঁরা নিজ দেশে এখনই ঠিক কী অবস্থা তা জানা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের সন্তানরা নিরাপদে আছে কি না, তা নিয়ে আমরা আতঙ্কিত। পরিবারের দাবী, দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানা যায়, বিষয়টি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নজরে আনা হয়েছে। তুফানগঞ্জের জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের অবস্থান এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেপালের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। এছাড়া, নেপাল সীমান্তে ভারতীয় কনসাল বা শ্রমিক কল্যাণ দফতরেও বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সীমান্তবর্তী এলাকায় এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে চলাচল নিয়ন্ত্রণে কঠোরতা থাকায় শ্রমিকদের ফিরতি পথে জটিলতা তৈরি হয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। তাই সরকার ও প্রশাসনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ খুবই জরুরি।শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সঙ্গঠন ও নাগরিক সমাজও উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্রমিকদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছেন। সমাজের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যাতে পরিবারগুলোর উদ্বেগ কিছুটা হলেও কমানো যায়। অপরদিকে, শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়োগকর্তা সংস্থা যোগাযোগে আছে এবং তাদের ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পরিবহন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছে। সংস্থার বক্তব্য, আমাদের লক্ষ্য, শ্রমিকরা নিরাপদে তাদের বাড়ি পৌঁছুক। সীমান্তের নিয়ম অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।পরিস্থিতি ক্রমেই উদ্বেগজনক রূপ নিচ্ছে। এলাকার মানুষ এবং শ্রমিকদের পরিবার আতঙ্কিত। অনেকেই জানিয়েছেন, এমন পরিস্থিতি আগে কখনও দেখা যায়নি। তাঁরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ আশা করছেন।

ঘুমের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু তিন ভাইবোনের

মিঠুন হালদার ঃ ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঘুমের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল যমজ দুই ভাই এবং তাদের সাত বছরের এক বোনের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অন্তর্গত বেনীপুর-ভাঙ্গনপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিন নাবালকের নাম সাহিল আলি (৯), আদিল আলি (৯), এবং তাদের বোন সাজিদা খাতুন(৭)। রানিতলা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে যায় জানা গিয়েছে, মৃত তিন নাবালকের বাবা সায়ন আলি কলকাতায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। বর্তমানে তিনি বাড়িতে নেই। তিন নাবালক তাদের মা সায়মা খাতুনের সঙ্গে বেনীপুর-ভাঙ্গনপাড়া এলাকায় একটি কাঁচা বাড়িতে থাকত।

শনিবার গভীর রাতে সায়মা যখন তার দুই ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন সেই সময় কোনও কারণে শর্ট সার্কিট থেকে ঘরে আগুন লেগে যায়। কোনওক্রমে সায়মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘরের মধ্যেই মৃত্যু হয় হয় সাহিল, আদিল এবং সাজিদার। গ্রামের বাসিন্দারা আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে টিউবয়েল এবং পদ্মা নদী থেকে জল নিয়ে এসে কোনওক্রমে আগুন নেভান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেনীপুর-ভাঙ্গনপাড়া এলাকা অতি সম্প্রতি একটি জনবসতি গড়ে উঠেছে। এই গ্রামে বেশিরভাগ বাসিন্দাই একসময় আখরিগঞ্জ এলাকায় বসবাস করতেন। কিন্তু সেখানে পদ্মা নদীর ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করায় বেশিরভাগ বাড়ি বর্তমানে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে বর্তমানে বেশ কিছু পরিবার বেনীপুর-ভাঙ্গনপাড়া এলাকায় এসে পদ্মা নদীর একটি শাখার ধারে নতুন করে বসতি স্থাপন করেছে।

ইব্রাহিম শেখ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ’শনিবার রাতে যখন সাইমা তার ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই সময় শর্ট সার্কিট থেকে ওই বাড়িতে আগুন ধরে যায়। বাড়িটির মেঝে থেকে ভিত পর্যন্ত পাকা হলেও পরবর্তী অংশ পাটকাঠি এবং টিনের তৈরি।’

গ্রামবাসীরা বলেন, আগুনে স্ফুলিঙ্গ থেকে পাটকাঠিতে আগুন ধরে যায়। এরপর সাইমার ছেলেমেয়েরা যেখানে ঘুমিয়ে ছিল, সেখানে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। কোনওক্রমে সাইমা ঘর থেকে বার হয়ে চলে আসতে পারলেও, তাঁর ছেলেমেয়েরা কেউই ঘর থেকে বার হতে পারেনি। তারা তিনজনেই ঘুমের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

পুজোরর কয়েক সপ্তাহ আগে মণ্ডপসজ্জার মাঝপথে শিল্পীর পলায়ন, বিপাকে মালদহের পাঁচ পুজো কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজো আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ দূরে। জোরকদমে চলছে প্রতিমা গড়া থেকে শুরু করে মণ্ডপসজ্জার কাজ। কিন্তু এর মধ্যেই মালদহের অন্তত পাঁচটি পুজো কমিটি পড়ল বড়সড় সমস্যায়। অভিযোগ, মণ্ডপের থিমশিল্পী হঠাৎই মাঝপথে কাজ ছেড়ে পালিয়েছেন। ফলে, এখন পুজোর আগে অসম্পূর্ণ মণ্ডপসজ্জা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কমিটির সদস্যরা।স্থানীয় সূত্রে খবর, শিল্পীকে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে মণ্ডপসজ্জার কাজ শেষ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই দেখা যায়, তিনি আর সাইটে আসছেন না। ফোন করলেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এতে হতবাক পুজো উদ্যোক্তারা। অনেকেই বলছেন, এই অবস্থায় নতুন শিল্পী এনে কাজ শেষ করা কার্যত দু ঃসাধ্য, কারণ হাতে সময় একেবারেই নেই।

একটি পুজো কমিটির সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা প্রচুর টাকা খরচ করেছি থিমের জন্য। সবকিছু পরিকল্পনা করে এগিয়েছিলাম। কিন্তু শিল্পী হঠাৎ কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় এখন সব ওলটপালট হয়ে গেল। সামনে কয়েকদিনের মধ্যে যদি সমাধান না হয়, তবে পুজোয় আমাদের ভরাডুবি নিশ্চিত। শিল্পীর এই আচরণের কারণে শুধু কমিটিগুলি নয়, স্থানীয় মানুষের মধ্যেও হতাশা দেখা দিয়েছে। প্রতি বছরই তাঁরা নতুন কিছু দেখার আশায় থাকেন। থিমের অভিনবত্ব নিয়েই আগ্রহ থাকে সর্বাধিক। কিন্তু শিল্পীর পালানোর ফলে সেই আকাঙ্ক্ষায় জল পড়তে পারে। অনেক দর্শনার্থীও চিন্তায় পড়েছেন, এ বার পুজোয় কি আদৌ তাঁদের প্রিয় মণ্ডপ সঠিক রূপে সাজানো দেখতে পাবেন?এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে শিল্পীদের চুক্তি সঠিকভাবে নথিভুক্ত করা হলে এমন

সমস্যা তৈরি হতো না। অন্যদিকে, শাসক শিবিরের বক্তব্য, এই ঘটনা নিছক ব্যক্তিগত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফল। সরকারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুজো উদ্যোক্তাদের অভিযোগ পেলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। তবে এ মুহূর্তে প্রধান চিন্তা, কীভাবে দ্রুত মণ্ডপসজ্জার কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। উদ্যোক্তারা বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে বাকি কাজ করিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

এদিকে শিল্পীর হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চরম আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, তাঁরা আগে থেকেই বড় অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন। এখন যদি কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তবে সেই টাকা কার্যত নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকেই তাই আইনি পথে শিল্পীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ভাবছেন। মালদহে দুর্গাপুজো সবসময়ই বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র। জেলার বহু মানুষের আবেগ জড়িয়ে থাকে এই উৎসবের সঙ্গে। তাই শিল্পীর দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ বাড়ছে। মানুষ আশা করছেন, শেষ মুহূর্তে হলেও মণ্ডপসজ্জার কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং দুর্গাপুজোর আনন্দে ভাটা পড়বে না।

গ্রেফতার নলহাটির অবৈধ পাথর খাদানের মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ গ্রেফতার করা হল বীরভূমের নলহাটির অবৈধ পাথর খাদানের মালিক সঞ্জীব ঘোষ ওরফে ভুলুকে। শুক্রবার বীরভূমের নলহাটির বাহাদুরপুরের ওই খাদানে ধস নেমে ছয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তার পর থেকেই পলাতক ছিল ভুলু। জানা গেছে, শনিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে রামপুরহাট আদালতে হাজির করায় পুলিশ।

গাজিয়াবাদে রাতভর গুলি, গ্রেফতার চার দুষ্কৃতী

গাজিযাবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ঃ উত্তর প্রদেশে ২৪ ঘণ্টায় দু’দফার সংঘর্ষে চার দুষ্কৃতী গুলিবিদ্ধ হয়ে ধরা প ড়ল পুলিশের হাতে। জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে কানাওয়ানি পুলিয়ার কাছে নাকা চেকিং চলছিল। ঠিক তখনই ইন্দিরাপুরমে বাইকে করে পালাতে গিয়ে পুলিশের উপর গুলি চালায় শেহবাজ ওরফে ‘ পাল্টা গুলিতে আহত হয়ে ধরা পড়ে সে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় অবৈধ অস্ত্র ও চুরি করা বাইক। অন্যদিকে, বিজয়নগরে নদীর ধারে তিন দুষ্কৃতী পুলিশের উপর গুলি চালায়। পাল্টা পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ধরা পড়ে রাজা ওরফে মুকেশ, দীপক ওরফে ‘ এবং বংশ। ধৃতরা স্বীকার করেছে, তারা লুটপাট ও ছিনতাই-চক্র চালাত। তদন্ত শুরু হয়েছে।

চম্বায় জাতীয় সড়ক ধসে গড়াল ট্রাক ও বাইক

চম্বা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ প্রবল বৃষ্টির জেরে হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলার ডালহৌসি থানার অন্তর্গত ভ্যালি এলাকায় ভেঙে প।ল পাঠানকোট-চম্বা জাতীয় স।কের একটি বড় অংশ। ধসের সঙ্গে নিচে গ।য়ে প।ে এক ট্রাক ও দুটি বাইক। তবে কোনও প্রাণহানির খবর নেই। ঘটনাস্থলে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। প্রশাসন ও সেচ দফতরের কর্মীরা দ্রুত সড়ক মেরামতির কাজ শুরু করেছেন।

তারকেশ্বরে বড় অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কে ভরা শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারকেশ্বর, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ শুক্রবার বিকেলে তারকেশ্বরে একটি বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে হঠা করে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় পুরো এলাকা আতঙ্কে ভরে যায়। স্থানীয় বাসিদারা এবং দোকানিরা ভয়ে দৌড়ে বাড়ি ও দোকানপাট ত্যাগ করেন। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আগুনের সূত্রপাত হয় শহরের একটি বাণিজ্যিক ভবনের নিচ তলা থেকে। প্রথম দিকে সেখানে ছোটখাটো আগুনের সূত্রপাত হলেও, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা বিস্তৃত হয়ে যায়। আশেপাশের ভবনগুলোতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ছুটে যান। ফায়ার সার্ভিস এবং স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে। ফায়ার সার্ভিসের আধিকারিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রায় তিন ঘন্টা লেগেছে। বহু যন্ত্রপাতি এবং অতিরিক্ত জলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, বহু দোকান ও ভবনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আগুনের সময় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক চরমে পৌঁছেছিল। কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে পারছিলেন না, কেউ আবার দোকানপাট ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সাহসিকতার সঙ্গে আগুন নেভাতে কাজ করেন, যাতে আশেপাশের ভবনগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ফায়ার ব্রিগেডের তৎপরতায় আগুনের বিস্তার কিছুটা হলেও রোধ করা যায়। পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখনই আগুনের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক অনুমান, বৈদ্যুতিক সর্কিটের ত্রুটি বা ধূমপানের কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করেছেন। প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং দোকানিদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত। তাঁরা জানিয়েছেন, বহু দোকান ও পণ্য সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হবে এবং প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। বহু পরিবার অস্থায়ীভাবে আশ্রয়স্থলে স্থানান্তরিত হয়েছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দও ঘটনাস্থলে এসে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই অগ্নিকাণ্ডের প্রভাব শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, মানসিকভাবেও গভীর। বহু মানুষ রাতভর আতঙ্কে কাটিয়েছেন। বিশেষত যারা আগুনের কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করেন, তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক এবং উদ্বেগ এখনও কমেনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে, জনগণ আতঙ্কিত হবেন না এবং নিরাপদ স্থানে অবস্থান করুন।

মুর্শিদাবাদে আগুন ভস্মীভূত বাড়ি, মৃত্যু একই পরিবারের ৩ শিশুর

নিদস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার রানিতলায় বাড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু হল একই পরিবারের ৩টি শিশুর। শনিবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অন্তর্গত আখেরিগঞ্জ পঞ্চায়েতের জামালপাড়া এলাকায়। মৃত শিশুরা হল - আদিল, সাহিল এবং তাদের বোন সাজিদা। শনিবার রাতে হঠাই তাদের বাড়িতে আগুন লেগে যায়। সেই সময়ে ঘরের ভিতরে মায়ের সঙ্গেই ঘুমাচ্ছিল তিন ভাই-বোন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনে সমস্ত কিছু পুড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন ভাই-বোনের। কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন তাদের মা। আগুনে বাড়ির সমস্ত কিছু পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ভগবানগোলা বিধানসভার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার, আখেরিগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রধান সাহিন শেখ ও রানিতলা থানার পুলিস। কিন্তু ততক্ষণে আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছে গোটা বাড়ি। পুলিশ ওই তিন শিশুর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

দল নির্বাচনে ব্যক্তিগত পছন্দের জায়গা নেই,অর্শদীপের প্রসঙ্গে ব্যাটিং কোচের মন্তব্য

বিশেষ প্রতিবেদন, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী তিনি। অথচ ২৫ বছর বয়সি এই বাঁ-হাতি তারকাকে বাদ রেখেই এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে দল সাজিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। কথা হচ্ছে অর্শদীপ সিংকে নিয়ে। তিনি বাদ পড়ায় সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায়নি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। অনেকের অভিযোগ, টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীর অলরাউন্ডারদের নিয়ে দল সাজাতে পছন্দ করেন। হয়তো সেই কারণেই বাদ গিয়েছেন অর্শদীপ। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুলেছেন ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ম্যাচে জশপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে দ্বিতীয় পেসার হিসাবে দেখা গিয়েছে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে। কিন্তু পাণ্ডিয়া প্রথম ওভারেই ১০ রান দেন। এরপর তাঁকে আর বোলিংই দেননি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তাই প্রশ্ন উঠছে, অর্শদীপকে সরিয়ে কি লাভ কিছু হল?

টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ বলেছেন, দল নির্বাচনে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোনও জায়গা নেই। যেটা দলের জন্য ভালো হবে, সেটা ভেবেই দল সাজান প্রধান কোচ এবং অধিনায়ক। এই ব্যাপারে কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকা অমূলক। কেউ সুযোগ না পেলে, তার খারাপ লাগতেই পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মনে রাখতে হবে, দিনের শেষে ক্রিকেট দলগত খেলা। সেই কারণেই যে খেলছে না, সে বাকিদের উজ্জীবিত করে।

উল্লেখ্য, শুরুতেই উইকেট তুলে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন অর্শদীপ। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ৯৯টি উইকেটও রয়েছে তাঁর। সম্প্রতি আইসিসি'র ক্রমতালিকায় দশম স্থানে উঠে এসেছেন। এটাই তাঁর কেরিয়ারের সেরা র‍্যাঙ্কিং। অথচ সেই তিনিই বাদ পড়েছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কি তিনি প্রথম একাদশে থাকবেন? টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেন নি।

লাল-হলুদ সমর্থকদের উদ্দেশ্যে 'বিস্ফোরক খোলা চিঠি জয় গুপ্তার

বিশেষ প্রতিবেদন,১৪ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন সিজনের কথা মাথায়. রেখে অনেক আগে থেকেই ঘর গোছাতে শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল । বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই একের পর এক চমক দিয়ে এসেছে মশাল ব্রিগেড। বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি ভারতীয় খেলোয়াড়দের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও যথেষ্ট চমক রেখেছে ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে বারংবার উঠে আসতে শুরু করেছিল ভারতীয় তারকা জ গুপ্তার নাম। উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর ইস্টবেঙ্গলে যোগদানের কথা ঘোষণা দিয়েছিল এফসি গোয়া। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় পাওনা ছিল সকলের কাছেই।

তারপর থেকেই জয়ের যোগদানের ঘোষণার অপেক্ষায় ছিল আপামর লাল-হলুদ জনতা। অবশেষে দিনকয়েক আগেই অফিসিয়াল ভাবে তাঁর দলে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছে ইস্টবেঙ্গল। যারফলে এই সিজনে ২৭ নম্বর জার্সিতে খেলতে দেখা যেতে চলেছে এই ভারতীয় ডিফেন্ডারকে। এফসি গোয়ায় গত মরসুমে খুব একটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম না হলেও কলকাতা ময়দানের এই প্রধানে নিজেকে আদৌও কতটা মেলে ধরতে পারেন এখন সেটাই দেখার বিষয়। এসবের মাঝেই এবার দলের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি রাখলেন এই তারকা।

যেখানে তিনি লেখেন, প্রিয় ভক্তরা, ইস্টবেঙ্গলের মতো বিশাল প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি সম্মানিত। গত বছর কলকাতায় আমার জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল, তাই এখন এই মহান শহর থেকে ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবের হয়ে খেলা সত্যিই বিশেষ। লাল-হলুদ জার্সি পরা কেবল ফুটবল খেলা নয়, বরং প্রজন্মের স্বপ্ন বহন করা। এই ক্লাবটির বিরাট মহত্ত্ব। আপনাদের আবেগ পৃথিবীর অন্য কোনও কিছুর থেকে আলাদা। যখন আমি লাল ও হলুদ রঙে ভরা যুবভারতীকে দেখি, তখন আমি জানি আমি কেবল নিজের জন্য খেলব না আমি প্রত্যেক সমর্থকদের জন্য খেলব। যারা গান গায়, যারা বিশ্বাস করে, যারা তাদের হৃদয়ে এই ক্লাবটি বহন করে।

আরও যোগ করেন, আমি এখানে লড়াই করতে এসেছি, আমার যা কিছু আছে তা বিলিয়ে দিতে এসেছি এবং আমার সতীর্থদের সাথে দাঁড়িয়ে সেই শিরোপা গুলো তাদের প্রাপ্য স্থানে ফিরিয়ে আনতে এসেছি। আমি জানি এই মহান ক্লাবটি যে ট্রফির যোগ্য তার জন্য তোমরা কতদিন অপেক্ষা করেছো। আমি সেই দায়িত্ব গভীরভাবে অনুভব করি, এবং এই স্বপ্ন পূরণের জন্য মাঠে সবকিছু ত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তোমাদের সমর্থনে, আমরা আগের চেয়েও শক্তিশালী। একসাথে, আমরা ইস্টবেঙ্গলকে তাঁর প্রাপ্য স্থানে ফিরিয়ে আনব। সবার শীর্ষে। এখন আমাদের সময়। আমরা একসাথে আছি। জয় ইস্টবেঙ্গল।

ডুরান্ডের প্রতিশোধ! কলকাতা লিগে ডায়মন্ড হারবারকে হারাল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গলঃ ৩ (জেসন ২, ডেভিড)
ডায়মন্ড হারবারঃ ১(পবন)

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা লিগে হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ দেখলেন সমর্থকরা। রবিবার চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল এবং ডায়মন্ড হারবার এফসি। ম্যাচটি ইস্টবেঙ্গলের কাছে ছিল কার্যত বদলা নেওয়ার। ডুরান্ডের সেমিফাইনালে হারের বদলা রবিবার কিশোরভারতীতে ডায়মন্ড হারবারকে ৩-১ গোলে হারিয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল। সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে কার্ড সমস্যার কারণে খেলতে পারেননি সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজি মজুমদার। এই দুই ফুটবলারই রেখেই এদিন প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। এদিন শুরু থেকেই তুল্যমূল্য লড়াইয়ে জমে উঠেছিল খেলা। ইস্টবেঙ্গলকে ২৩ মিনিটে এগিয়ে দেন ডেভিড লালহানসাঙ্গা। এক্ষেত্রে আমন সিকের তারিফ করতে হয়। তাঁর পাস থেকেই বল জালে জড়ান ডেভিড। গোলের পর উজ্জীবিত ফুটবল খেলে মাঝমাঠ নিজেদের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। এই সময় ব্যবধান বাড়তেই পারত। এই সময় ডায়মন্ড গোলরক্ষক সুস্নাত মল্লিক বেশ কিছু গোল না বাঁচালে ডায়মন্ড হারবারের সামনে বিপদ বাড়তে পারত। প্রথম ক্ষেত্রে সায়ন বন্দোপাধ্যায় বাঁদিক থেকে উঠে এসে কাটব্যাক করে শট নেন তিনি। ডায়মন্ড হারবারও

সমতায় ফিরতে মরিয়া চেষ্টা করে। প্রথমার্ধে আর কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলই ঝাঁজ বাড়ায়। জবি জাস্টিন একক দক্ষতায় একক দক্ষতায় একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও গোল হয়নি। লাল-হলুদ গোলকিপার দেবজিৎ এই সময় আক্ষরিক অর্থে হয়ে ওঠেন ' ইস্টবেঙ্গলও বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করে। পিভি বিষ্ণু বেশ কয়েকবার ডায়মন্ড হারবার রক্ষণে বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে যান। ৭২ মিনিটে ডায়মন্ড হারবারকে সমতায় ফেরান পবন। তাদের সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৭৫ মিনিটে জেসন টিকের গোলে ব্যবধান বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। ৮০ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিতে পারতেন সায়ন। তাঁর শট সরাসরি চলে যায় ডায়মন্ড হারবার গোলকিপারের কাছে। ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে, দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে (৯০৭) ফের গোল করেন জেসন টিকে। শেষমেশ ৩-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে ইস্টবেঙ্গল।

বাড়তি ওজনের জন্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বাতিল অলিম্পিকে পদকজয়ী আমন

বিশেষ প্রতিবেদন, ঃ অলিম্পিকে মাত্র ১০০ গ্রাম বাড়তি ওজনের জন্য কুস্তির ফাইনালে নামতে পারেননি ভিনেশ ফোগাট। এবার বেশি ওজনের জন্য বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বাদ পড়লেন ভারতীয় কুস্তিগির আমন শেহরাওয়াত। যিনি প্যারিস অলিম্পিক থেকে ভারতকে পদক এনে দিয়েছিলেন।

জাগ্রেবে বিশ্ব কুস্তি চাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে ৫৭ কেজি বিভাগে নামার কথা ছিল আমনের। সূত্রের খবর অনুযায়ী, মাত্র ১.৭ কেজি বা।তি ওজনের জন্য লড়াইয়ে নামা হল না ২২ বছর বয়সি কুস্তিগিরের। প্যারিসে ৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইল বিভাগে পুয়ের্তো রিকোর দারিয়ান ক্রুজকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন আমন। অনেকেই মনে করেছিলেন, জাগ্রেবে নামলে পদক আনতে পারতেন আমন।

তবে গোটা ঘটনায় আমনকেই দায়ী করা হচ্ছে। কারণ গত ২৫ আগস্ট জাগ্রেবে প্রস্তুতির জন্য পৌঁছন তিনি। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট সময় ছিল তাঁর কাছে। দলের এক সূত্র জানিয়েছেন, বিষয়টা যথেষ্ট হতাশাজনক। আমন কেন ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, সেটা ভেবে অবাক লাগছে।

এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ধরাশায়ী বাংলাদেশ,৬ উইকেটে জয় শ্রীলঙ্কার

বাংলাদেশঃ ১৩৯ / ৫, ২০ ওভার (জাকের আলি ৪১, শামিম হোসেন ৪২, লিটন ২৮, হাসারঙ্গা ২/২৫)
শ্রীলঙ্কা ঃ ৪০/৪, ১৪.৪ ওভার (পাথুম নিসাঙ্কা ৫০, কামিল মিশারা ৪৬, মেহেদি হাসান ২/ ২৯) ৬ উইকেটে জয় শ্রীলঙ্কার।

বিশেষ প্রতিবেদন, ঢাকা,১৪ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ধরাশায়ী বাংলাদেশ। কঠিন হয়ে গেল সুপার ফোরের রাস্তা। শনিবার ৬ উইকেটে জয় পেল শ্রীলঙ্কা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে বাংলাদেশ করেছিল ১৩৯ রান। তা যে প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম বিষয়টা বোঝা গেল শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের সময়। মাত্র ১৪.৪ ওভারে মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে গেল দ্বীপরাষ্ট্র। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। যদিও সেই ম্যাচেও দলের ব্যাটিং দুর্বলতা টের পাওয়া গিয়েছিল। শনিবার শ্রীলঙ্কা ম্যাচে লিটন দাস নির্ভর ব্যাটিংয়ের দৈন্যদশা প্রকট হল। এদিন টসে জিতে বোলিং নেয় শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক চরিথ হাসালঙ্কা। ম্যাচ গড়াতেই বোঝা গেল সঠিক সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে এদিন ক্যাপটেনস নক খেলতে পারলেন না লিটন। তিনি ২৬ বলে ২৮ রান করে আউট হয়ে যান। তার আগেই অবশ্য ইউকেটের পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। শেষ

দিকে জাকের আলি (৪১) এবং শামিম হোসেন (৪২) লড়াই দেওয়ায় স্কোরবোর্ডে মানরক্ষার মতো রান ওঠে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কোনও মতে ৫ উইকেটে ১৩৯ তোলে বাংলাদেশ। দুরন্ত বল করলেন হাসারঙ্গা। ২৫ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। দ্বীপরাষ্ট্রের অন্য বোলাররাও তাঁকে সাহায্য করলেন।অপরপক্ষে শ্রীলঙ্কা দ্রুত কুশল মেন্ডিসকে (৩) উইকেট হারালেও ভেঙে পড়েনি। দাপুটে ব্যাটিং করলেন পাথুম নিসাঙ্কা (৫০), কামিল মিশারা (৪৬)। দু'জনেই আগাগোড়া বাংলাদেশের বোলারদের উপরে দাপট দেখিয়েছেন। ফলে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেল শ্রীলঙ্কা। শেষ পর্যন্ত ১৪ ওভার ৪ বলে বাংলাদেশের রান টপকে যায় চারিথ হাসালঙ্কার দেশ। ৬ উইকেটে জয়ী হল তাঁরা।

৩২ বছর পর ইউরোপের মাটিতে জয়, ফেডেরারের দেশকে হারিয়ে ডেভিস কাপে ইতিহাস ভারতের

সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ ব্যবধানে হারালেন সুমিত নাগালরা।

বিশেষ প্রতিবেদন, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ সুইজারল্যান্ডের মাটিতে সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে ডেভিস কাপের বিশ্ব গ্রুপ ' টাইতে ইতিহাস গ।ল ভারত। ভারতীয় দল ৩-১ ব্যবধানে হারাল ফেডেরারের দেশকে। দু'টি সিঙ্গলস ম্যাচই জিতে ভারতের জয়ের নায়ক সুমিত নাগাল। এই জয়ের ফলে প্রথমবার ডেভিস কাপের কোয়ালিফায়ারে পৌঁছে গেল ভারত।

গতকাল প্রথম দু'টি সিঙ্গলস জিতে ভারতকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর সুরেশ এবং সুমিত নাগাল। শনিবার ডবলসে ভারতীয় জুটি এন শ্রীরাম বালাজি ও রিথভিক বোলিপাল্লি প্রথম সেট জিতলেও শেষপর্যন্ত ৭-৬ (৩), ৪-৬, ৫-৭-এ হেরে গেলেন জ্যাকুব পল ও ডোমিনিক স্ট্রিকারের বিরুদ্ধে। তবে ফিরতি সিঙ্গলসে সুমিত নাগাল কার্যত দাঁ।তেই দিলেন না তরুণ সুইস খেলোয়া। হেনরি বার্নেটকে। সুমিত জিতলেন স্ট্রেট সেটে ৬-১, ৬-৩-এ।

দীর্ঘ ৩২ বছর পর ভারতীয় টেনিস দল অ্যাওয়ে ম্যাচে কোনও

ইউরোপীয় দলকে হারাল। এর আগে ১৯৯৩ সালে লিয়েন্ডার পেজ, রমেশ কৃষ্ণণরা হারিয়েছিলেন ডেভিস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাওয়ে ম্যাচে হারিয়েছিলেন ফ্রান্সকে। সম্প্রতি ভারতীয় দল ২০২২ সালে ডেনমার্ককে হারিয়েছিল। তবে তা দেশের মাটিতে। ডেভিস কাপ কোয়ালিফায়ারের প্রথম রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে। জয়ের পর নাগাল বলেন, ' পর আমরা ইউরোপের মাটিতে জয়ী হলাম। কঠিন পরিশ্রম করেছিলাম এই

টিম ইন্ডিয়ার জার্সির স্পনসর চূড়ান্ত হয়নি জানালো ভারতীয় বোর্ড

বিশেষ প্রতিবেদন,১৪ সেপ্টেম্বর ঃ চলতি এশিয়া কাপে কোনও স্পনসরের লোগো ছাড়া জার্সি পরে খেলছে টিম ইন্ডিয়া। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ভারতীয় দলের যে জার্সি প্রকাশ্যে এসেছিল, তাতে দেখা গিয়েছিল সেখানে কেবল বড় বড় করে ইংরেজিতে 'ইন্ডিয়া' লেখা। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই স্পনসরের খোঁজ চলছে। কবে পাওয়া যাবে নতুন স্পনসর? এই ব্যাপারে মুখ খুললেন বিসিসিআইয়ের শীর্ষ কর্তা রাজীব শুক্লা।ড্রিম ১১-এর সঙ্গে আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের চুক্তি ছিল। প্রধান স্পনসর হিসাবে তিন বছরে ৩৫৮ কোটি টাকার চুক্তি ছিল দু'পক্ষে। অন্যদিকে, মাই ১১ সার্কেল অ্যাসোসিয়েট স্পনসর হিসাবে পাঁচ বছরের জন্য বিসিসিআইয়ের সঙ্গে চুক্তি ছিল। কিন্তু ' প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং বিল' পাশ হওয়ার পর এই দুই সংস্থাই বৈধতা হারিয়েছে। এখন নতুন স্পনসর খুঁজছে ভারতীয় বোর্ড।এই পরিস্থিতিতে বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রিয়েল এস্টেট সংস্থার এক অনুষ্ঠানে এসে বলেন, ইতিমধ্যেই টেন্ডার রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের স্পনসর হওয়ার জন্য অনেকে সংস্থারই আগ্রহ রয়েছে। আশা করি, ১৫-২০ দিনের মধ্য সমস্ত কিছু চূড়ান্ত হয়ে যাবে। স্পনসর হিসাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছে কারা? এই ব্যাপারে কোনও নাম নেননি রাজীব শুক্লা। তাঁর সংযোজন, না না, এখন কোনও নাম বলা মুশকিল। তবে অনেকেই রয়েছে। তাদের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেলেই আপনারা জানতে পারবেন।তাছাড়াও জিএসটি বৃদ্ধির পর আইপিএলের টিকিট হয়েছে মহার্ঘ। তাই ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগের ম্যাচ দেখতে পকেট থেকে খসাতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেবল ক্রিকেটপ্রেমীরাই নয়, আইপিএল দেখতে আসেন আরও অনেকেই। দাম বাড়ায় অবশ্যই একটা প্রভাব পড়বে। তবে আমরা আশাবাদী সামনের মরশুমেও অনেকেই ম্যাচ দেখতে আসবেন।

সেই অ্যাস্টন ভিলাতেই ফিরলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ

বিশেষ প্রতিবেদন, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ ফুটবলের দলবদলে যে শেষ কথা বলে কিছু নেই, সেটি আরও একবার প্রমাণিত হলো এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে দিয়ে। অনেক গুঞ্জন, নাটকীয়তার পরও ক্লাব বদলাতে পারেননি আর্জেন্টাইন এই গোলরক্ষক। তাঁকে থেকে যেতে হলো অ্যাস্টন ভিলাতেই। এমনকি দলবদলের দুয়ার বন্ধ হওয়ার পর গতকাল রাতে ক্লাবটির হয়ে প্রথমবারের মতো মাঠেও নেমেছেন মার্তিনেজ। তাঁর ফেরার রাতে এভারটনের মাঠে গোলশূন্য ড্র করেছে অ্যাস্টন ভিলা। এর আগে গত মৌসুমের শেষ দিকে মার্তিনেজের অ্যাস্টন ভিলা ছাড়ার গুঞ্জন সামনে আসে। সেই গুঞ্জন আরও পোক্ত হয় ১৬ মে টটেনহামের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ের পর ভিলা পার্কের সমর্থকদের সামনে মার্তিনেজ কান্নায় ভেঙে পড়লে। তাঁর এ কান্নাকে অনেকেই ভিলা পার্কে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলার ইঙ্গিত হিসেবেই তখন দেখেছিলেন। এরপর দিন যতই গড়িয়েছে, মার্তিনেজের ক্লাব ছাড়ার গুঞ্জন তীব্র হয়েছে। আর মৌসুম শেষ হওয়ার পর সবার চোখ ছিল মার্তিনেজের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। এর মধ্যে বেশ কিছু ক্লাবে তাঁর যাওয়ার গুঞ্জনও শোনা যায়। যদিও শেষ পর্যন্ত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকেই মনে হচ্ছিল মার্তিনেজের পরবর্তী ঠিকানা।

পুজোর পরই শুরু হচ্ছে আইএফএ শিল্ড, মিলল ফেডারেশনের সবুজ সংকেত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ পুজো শেষ হত না হতেই সম্ভবত রাজ্য ফুটবলে ফিরছে ঐতিহ্যশালী টুর্নামেন্ট আইএফএ শিল্ড। বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আইএফএ ফের শিল্ড আয়োজনের তোড়জোড় শুরু করেছে। সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থার তরফ থেকে পাঠানো চিঠিতে শিল্ড আয়োজনের জন্য সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই নতুন করে জেগে উঠেছে আশা।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে শেষবার আয়োজিত হয়েছিল আইএফএ শিল্ড। তারপর নানা প্রশাসনিক জটিলতা ও সময় সংকটের কারণে বন্ধ ছিল এই প্রতিযোগিতা। এর আগেও একাধিকবার সময় চেয়ে ফেডারেশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল আইএফএ, কিন্তু প্রতিবারই মৌখিক আশ্বাস ছাড়া কিছু মেলেনি। অবশেষে গত শুক্রবার লিখিত অনুমোদন পাওয়ায় আইএফএ'র অন্দরে দেখা দিয়েছে স্বস্তির হাওয়া।

চলতি মরসুমে আইএসএল শুরু হতে এখনও কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। এরই মাঝে ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে সুপার কাপ, যা চলবে প্রায় একমাস। এই দুই বড় প্রতিযোগিতার মাঝে আইএফএ চাইছে অক্টোবরের শুরুতেই শিল্ড আয়োজন করতে। পুজো শেষ হওয়ার পরপরই যাতে এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াতে পারে, সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে সংস্থা। আইএফএ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠকে বসছে সংস্থা। সেখানে শিল্ড আয়োজনের সম্ভাব্য সময়সূচি, ভেন্যু ও দল

রাজ্য ফুটবলে ফিরছে ঐতিহ্যশালী টুর্নামেন্ট

বাছাই নিয়ে আলোচনা হবে। এরপরই বিভিন্ন ক্লাবকে চিঠি দিয়ে প্রতিযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবে আইএফএ।

আইএফএ শিল্ডের আকর্ষণ বাড়াতে অতীতে বিদেশি ক্লাবগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে এবছর সময়ের অভাবে সেই সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। যদিও ফেডারেশন জানিয়েছে, কোনও বিদেশি ক্লাব অংশ নিলে ভিসা সংক্রান্ত সহায়তা তারা করবে। কিন্তু আইএফএ মনে করছে হাতে সময় কম থাকায় ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিদেশি দল আনা প্রায় অসম্ভব। তাই দেশের প্রথমসারির ক্লাবগুলিকেই প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রণ জানানো হবে।

এবার কতগুলি দল শিল্ডে অংশ নিতে চায়, তার উপর নির্ভর করবে ফরম্যাট ও সূচি। আইএফএ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে চিঠি দিয়ে ক্লাবগুলোর আগ্রহ যাচাই করা হবে। এরপরই নির্ধারিত হবে ম্যাচের সংখ্যা, গ্রুপ পর্ব থাকছে কি না, নকআউট পদ্ধতিতে হবে কি না? সবকিছুই ঠিক হবে ক্লাবগুলোর সাড়া অনুযায়ী।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com